NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ সাহিত্যিক সমরেশ বসু ও তাঁর জীবন সংগ্রাম

মুখ্যমন্ত্রী-সহ ১১ মন্ত্রীর শপথ তেলঙ্গানায় ৭

কলকাতা ৮ ডিসেম্বর ২০২৩ ২১ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ শুক্রবার সপ্তদশ বর্ষ ১৭৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 8.12.2023, Vol.17, Issue No. 176, 8 Pages, Price 3.00

‘পাহাড়ের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক তৈরি হল’

মকাইবাড়ি চা বাগানে শ্রমিকের বেশে মুখ্যমন্ত্রী, তুললেন চা পাতাও

নিজস্ব প্রতিবেদন: পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে উত্তরবঙ্গে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার তিনি গিয়েছিলেন পাঙ্খাবাড়ি রোডের ধারে একটি চা বাগানে। সেখানে গিয়ে চা-পাতা তোলার কায়দা শেখেন মুখ্যমন্ত্রী। তার পর নিজেও চা শ্রমিকদের সঙ্গে নিয়ে চা-পাতা তোলেন।

পাহাড় সফরে গেলে বরাবরই তাঁকে অন্য মুডে দেখা যায়। কখনও পাহাড়ে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে ছোট্ট দোকানঘরে ঢুকে মোমো বানানো কিংবা ছোটদের কোলে তুলে আদর করে দেওয়া। এভাবেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখতে অভ্যস্ত উত্তরবঙ্গের পাহাড়বাসী। আর এবার মুখ্যমন্ত্রীকে দেখা গেল চা শ্রমিকের ভূমিকায়।

কার্শিয়াংয়ে গিয়ে বৃহস্পতিবার তিনি একেবারে চা শ্রমিকের ভূমিকা পালন করলেন। মকাইবাড়ি চা বাগানে তাঁকে দেখা গেল সম্পূর্ণ অন্য রূপে। পরনে ঐতিহ্যবাহী সাদা-লাল পোশাক, পিঠে ঝুড়ি। বাগান শ্রমিকদের সঙ্গে মিশে তাঁদের থেকে শিখে নিলেন চা পাতা তোলা। বেশ কিছুক্ষণ তাঁদের সঙ্গে পাতাও তুললেন মুখ্যমন্ত্রী। চা তুলতে তুলতে শ্রমিকরা যে গান করেন, তাও তাঁরা শোনালেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনিও তাঁদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে খানিকটা

গাইলেন। সবমিলিয়ে বৃহস্পতিবার দুপুরে মকাইবাড়ি চা বাগান সাক্ষী রইল সম্পূর্ণ অন্য এক ছবি। এদিন বেলার দিকে বেড়াতে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পৌঁছে যান মকাইবাড়ি টি এস্টেটে। এখানকার ম্যানেজারের বাংলোয় রয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চা বাগানে তখন কাজ করছিলেন শ্রমিকরা। মুখ্যমন্ত্রী চা পাতা তোলা নিয়ে তাঁদের কাছে জানতে চান। নিজেও পাতা তুলতে আগ্রহী বলে জানান।

এর পর শ্রমিকরা তাঁকে চা বাগানের ঐতিহ্যের মতো পোশাকে সাজিয়ে দেন। পাতা তোলা শেখান। মুখ্যমন্ত্রীও পিঠে ঝুড়ি নিয়ে চা পাতা তোলেন। তাঁকে ঘিরে ছিলেন শ্রমিকরা। মুখ্যমন্ত্রী নিজে তাঁদের কাজ করছেন, তাতে অত্যন্ত আনন্দিত পাহাড়ি মেয়েরা। পরে তিনি চা শ্রমিকদের বস্ত্র বিতরণ করেন। বলেন, ‘ওদের থেকে চা পাতা তোলা শিখলাম। তুললামও। আমি অনেকদিন আগে কবিতা লিখেছিলাম , দুটি পাতা একটি কুঁড়ি/ তার নাম চা-সুন্দরী।’ উল্লেখ্য, চা বাগান শ্রমিকদের সুবিধার্থে ‘চা-সুন্দরী’ প্রকল্প চালু করেছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার। তার কথাই আবার মনে করিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

চা-পাতা তোলার পর মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আজ ওদের পোশাক পরে, ঝুড়ি নিয়ে আমি নিজে চা-পাতা তুললাম। চা-পাতা তোলাটা ওদের কাছ থেকে শিখলাম। এখন আমি যে কোনও চা বাগানে গিয়ে চা-পাতা তুলতে পারি। এটা আজ আমার বড় শিক্ষা হল। পাহাড়ের সঙ্গে আমাদের রক্তের বন্ধন হয়ে গেল। হৃদয়ের মেলবন্ধন রচিত হল। পাহাড় আমার নিজের বাড়ি হয়ে গেল। আমি কিন্তু মুখে বলি না। রক্তের সম্পর্ক তৈরি করে দেখাই। আই অ্যাম সো হ্যাপি! উই আর ওয়ান (আমি আজ খুবই খুশি। আমরা সবাই এক)।’

চা-পাতা তোলা শেষে বাগান শ্রমিকদের সঙ্গে নিয়ে গরম চায়ের কাপে চুমুক দিতে দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রীকে। তরল সোনার রঙের চায়ে চুমুক দিতে দিতে তার তারিফও করেন মুখ্যমন্ত্রী। চা বাগান ঘোরা শেষে মমতা পাঙ্খাবাড়ি রোড ধরে সোজা হাঁটতে শুরু করেন। বেশ কিছুটা পথ হাঁটার পর গাড়িতে ওঠেন। কনভয় রওনা দেয় রিসর্টের দিকে।

মরশুমের প্রথম তুষারপাত!

সাদা বরফের চাদরে ঢেকে গেল দার্জিলিং

দার্জিলিং, ৭ ডিসেম্বর: দার্জিলিং শহর ও আশপাশের এলাকায় দিনভর মেঘলা আকাশ, সারাদিনে বেশ কয়েক পশলা বৃষ্টিও হয়েছে পাহাড়ে। বৃষ্টি নেমেছে সান্দাকফুতেও। ঘন মেঘের চাদরে মুড়েছে সিঙ্গলিলার জঙ্গল। আর বৃষ্টি নামতেই মরশুমের প্রথম তুষারপাত পাহাড়ে। সাদা বরফের আস্তারণে ঢেকে গিয়েছে সান্দাকফু-ফালুট সহ সিঙ্গলিলা রেঞ্জের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। গত কয়েকদিন ধরেই তুষারপাতের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হচ্ছিল। অবশেষে বৃষ্টি নামতেই নতুন করে শুরু তুষারপাত। মরশুমের প্রথম তুষারপাতেই বরফের চাদরে ঢেকেছে সান্দাকফু। পাহাড়ে ঘুরতে গিয়ে পর্যটকদের এখন সোনায় সোহাগা। এমন সুযোগ কি আর রোজ রোজ আসে! শীতের আমেজ গায়ে মেখে ফ্রেশ স্নো-ফল উপভোগ করতে এখন অনেকেই তাই ল্যান্ড রোভারে চেপে ছুটছেন সান্দাকফুর দিকে। সাধারণত মাঝ ডিসেম্বরের দিকে পাহাড়ে তুষারপাত হতে শুরু করে। তবে এবার বৃষ্টিপাতের কারণে ডিসেম্বরের শুরু থেকেই পাহাড়ে তুষারপাতের অনুকুল পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। বাঙালির কাছে অন্যতম পছন্দের ঘুরতে যাওয়ার ডেস্টিনেশন হল দার্জিলিং। সারা বছর পাহাড়ে পর্যটকদের ভিড় লেগেই থাকে। শুধু দার্জিলিং শহর নয়, আশপাশের বিভিন্ন জায়গা যেমন লেপচাজগৎ, সিটং, সান্দাকফু, ফালুটেও প্রচুর পর্যটক ভিড় জমান।

বৃষ্টি নামতেই সান্দাকফু, ফালুট ও আশপাশের এলাকায় তুষারপাত হয়েছে। ট্রেকারদের স্বর্গরাজ্য সান্দাকফু-ফালুট। সান্দাকফু থেকে একশো আশি ডিগ্রিতে দেখা যায় বিশ্বের সর্বোচ্চ পাঁচ শৃঙ্গের মধ্যে চারটি। কাঞ্চনজঙ্ঘা-সহ গোটা স্লিপিং বুদ্ধা রেঞ্জ যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে গোটা ট্রেক রুটে। আর সান্দাকফু পর্যন্ত পৌঁছলেই আকাশ পরিষ্কার থাকলে দেখা মিলে যায় এভারেস্ট, লোথসে, মাকালুর।

৭১-এর পর থেকে ভারতে অনুপ্রবেশ কত, তা জানতে চাইল শীর্ষ আদালত

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর: ১৯৭১ সালের পর থেকে কত মানুষ অবৈধভাবে উদ্বাস্তু হিসেবে প্রবেশ করেছেন উত্তর-পূর্ব ভারতে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সেই তথ্য চাইল সুপ্রিম কোর্ট। গত ৫ ডিসেম্বর থেকে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের ডিভিশন বেঞ্চে শুরু হয়েছে নাগরিকত্ব আইন সংক্রান্ত একাধিক মামলার শুনানি। নাগরিকত্ব আইনের সেকশন ৬-এর বিরোধিতা করে একাধিক আবেদন জমা পড়েছিল শীর্ষ আদালতে। সেই সব মামলারই শুনানি চলছে।

সেকশন ৬ অনুযায়ী, ১৯৬৬-র ১ জানুয়ারি ১৯৭১-এর ২৫ মার্চের মধ্যে যাঁরা অসমে প্রবেশ করেছেন ও অসমে বসবাস করেন, তাঁরা ভারতীয় নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারবেন। কিন্তু অসমবাসীদের একাংশই এই নিয়ে আপত্তি তুলেছে। তাদের দাবি, এ ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশের প্রবণতা বেড়েছে। প্রভাব পড়েছে রাজ্যে। সেই সেকশন ৬-এর সাংবিধানিক বৈধতা কতটা, তা বিবেচনা করছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে। ওই বেঞ্চে রয়েছেন বিচারপতি এএস বোপান্না, বিচারপতি এমএম সুরেন্দ্র, বিচারপতি জেবি পর্দিওয়ালা ও বিচারপতি মনোজ মিশ্র। এই সেকশনের ক্ষেত্রে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অসমের ক্ষেত্রে আলাদা কিছু রয়েছে কি না, সেটা খতিয়ে দেখছে শীর্ষ আদালত। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় সরকারকে আদালত নির্দেশ দিয়েছে, অসমে কতজন অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করেছেন, তার তালিকা দিতে হবে। কেন্দ্রের দেওয়া হলফনামায় উল্লেখ থাকতে হবে, কতজন অনুপ্রবেশকারীকে বিদেশি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এখনও পর্যন্ত, এই ধরনের অনুপ্রবেশকারীদের ক্ষেত্রে কী ব্যবস্থা নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সীমান্তের সুরক্ষার ব্যাপারে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, কোথায় রয়েছে কাঁটাতার, সে সবও উল্লেখ করতে হবে ওই হলফনামায়।

সশরীরে আদালতে আসতে চান পার্থ

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রথম থেকেই প্রভাবশালী কাঁটায় বিদ্ধ পার্থ চট্টোপাধ্যায়। যে আদালতেই যান না কেন, শুনতে হয়, ‘ধৃত প্রভাবশালী’। বারবার নাকচ হয়ে যায় জামিনের আর্জি। এবার তাই সেই তকমা ঝাড়তেই মরিয়া রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি আর ভার্চুয়ালি হাজিরা দিতে চান না, আলিপুর স্পেশ্যাল সিবিআই আদালতে শরীরে হাজিরা দিতে চান পার্থ চট্টোপাধ্যায়। পার্থকে ভার্চুয়ালি আলিপুর আদালতে পেশ করার জন্য বৃহস্পতিবার আবেদন করেছিলেন প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের সুপার। পার্থ জেল সুপারের আবেদন মানতে রাজি হননি। জেল সুপারের আবেদন খারিজ করে আদালতও। তবে খারাপ আবহাওয়ার জন্য এদিন কোর্ট লকআপ থেকে ভার্চুয়ালি হাজির হন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী।

জাতীয় সঙ্গীতকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে কেন, প্রশ্ন বিচারপতির, অস্বস্তিতে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: জাতীয় সঙ্গীত নিয়ে যে অবমাননার অভিযোগ তোলা হয়েছিল শাসকদল তৃণমূলের তরফ থেকে, এবার সেই মামলাতেই রাজ্যের ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন উঠল কলকাতা হাইকোর্টে। বৃহস্পতিবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের এজলাসে ছিল এই জাতীয় সঙ্গীত অবমাননা মামলার শুনানি। এদিন মামলা চলাকালীন বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, ‘দু’ পক্ষই স্লোগান দিচ্ছিল। সেই সময় তাঁরা কী করবে? কোথায় জাতীয় সঙ্গীত হচ্ছিল খেয়াল রাখবে? এখানেই জাতীয় সঙ্গীত অসৎ উদ্দেশে গাওয়া হয়েছিল কি না সেটা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। জাতীয় সঙ্গীত কি দেশকে সম্মান জানানোর জন্য গাওয়া হয়েছিল নাকি অপর পক্ষকে ফাঁসিয়ে তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল?’

এই প্রসঙ্গে বিচারপতি সেনগুপ্ত এও জানান, ‘আমার কাছে একটা মামলা এসেছে যেখানে দেখা যাচ্ছে যে একজন সিআরপিএফ জওয়ান যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে বা অন্য কোথাও আক্রান্ত হয়ে ৯০ শতাংশ শারীরিক ক্ষমতা হারিয়েছেন। কিছুদিন আগে তাঁর বাড়িতে দুষ্কৃতী হামলা হয়। তাঁর মায়ের গায়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশের কাছে গেলেও এফআইআর দায়ের করা হয়নি। এখন তাঁরা আদালতে এসেছেন। সেখানে পুলিশ অভিযোগ করার পরই এফআইআর দায়ের করার প্রয়োজন মনে করল না। আর এখানে এফআইআর দায়ের হয়ে গিয়েছে। ভাল। আপনারা মনে করেছেন দরকার, তাই করেছেন। আদালত বাকিটা খতিয়ে দেখবে।’ এরই রেশ ধরে এদিন বিচারপতি সেনগুপ্তর প্রশ্ন, ‘জাতীয় সঙ্গীতকে অস্ত্রের মত ব্যবহার করছেন কেন? একজনের কর্মসূচি বন্ধ করার জন্য জাতীয় সঙ্গীত গাইতে শুরু করে দিলেন? এটা কি জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার সঠিক সময়? চিৎকার-চেঁচামেচির মধ্যে জাতীয় সঙ্গীত গাইতে হয়?’

এদিন বিজেপির তরফে আইনজীবী সওয়াল করেন, ‘তৃণমূলের কর্মসূচি থেকে স্লোগান ওঠে গলি গলি মে শোর হ্যায়, নরেন্দ্র মোদি চোর হ্যায়। তারপর হঠাৎ করেই জাতীয় সঙ্গীত শুরু হয়। এই দেখুন ভিডিও।’ বিজেপির তরফে এদিন বলা হয়, আদালতের কাছে তাঁদের অনুরোধ, যদি জাতীয় সঙ্গীত যথাযথ ভাবে না গাওয়া হয়ে থাকে তাহলে যাঁরা গাইলেন তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। এ নিয়ে এফআইআরও করা হয়েছে বলে বিজেপির তরফে জানানো হয়। একইসঙ্গে বলা হয়, জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার সময় কাঁসর-ঘণ্টা বাজানো হয়েছে।

উদাহরণ হিসাবে বিচারপতি এদিন এও বলেন, ‘মনে করুন এসএসসির যে ধর্না-বিক্ষোভ চলছে, সেখানে দু’টি অবস্থান মঞ্চ আছে। একটি অবস্থান মঞ্চের লোকদের পুলিশ তুলতে গেল, অপর মঞ্চের লোকজন জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া শুরু করল। তাহলে কি পুলিশ দাঁড়িয়ে যাবে? প্রতিদিন স্কুলে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয়। শুধু মন্ত্রী বা বিধায়কের এই অধিকার আছে তেমন নয়। কিন্তু সেটা যথাযথভাবে নিয়ম মেনে গাইতে হবে।’ এরপরই ক্ষোভ প্রকাশ করে বিচারপতি বলেন, ‘আজকে আর কোনও মামলা শুনব না, শুধু এই মামলাই শুনব। এটা এত গুরুত্বপূর্ণ মামলা যে খুন-ধর্ষণের মামলা বাদ দিয়ে এটাই শুনতে হবে। প্রয়োজন হলে কালকেও শুধু এই মামলা শুনব, আর কোনও মামলা শুনব না।’

প্রসঙ্গত, গত ২৯ নভেম্বর বিধানসভায় তৃণমূলের বিক্ষোভ কর্মসূচি ছিল। সেখানে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ কর্মসূচির একেবারে শেষ পর্যায়ে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয় শাসকদলের তরফে। এদিকে তখন বিধানসভার গাড়ি বারান্দায় বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন বিজেপি বিধায়করা। অভিযোগ, সেখান থেকেই জাতীয় সঙ্গীতের অবমাননা করা হয়। এরপরই থানায় অভিযোগ, আদালতে মামলা দায়ের হয়। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, আগামী ১০ জানুয়ারি ফের এই মামলার শুনানি রয়েছে। অন্যদিকে, এদিন আদালত নির্দেশ দেয় আগামী ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত এ মামলার তদন্ত প্রক্রিয়ায় অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ থাকছে।

গিরিরাজের কটাক্ষের প্রতিবাদে সংসদে ধর্নায় মহিলা তৃণমূল

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর: কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে সলমন খান, সোনাক্ষী সিন্‌হার সঙ্গে নাচে পা মিলিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর এই নাচ নিয়েই বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। তিনি বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী ঠুমকা লাগাচ্ছেন’। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই বিতর্কিত মন্তব্যের বিরুদ্ধে সরব তৃণমূল কংগ্রেস। মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অবমাননাকর মন্তব্যের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার সংসদে ধর্নায় বসেন

তৃণমূল মহিলা সাংসদরা। যদিও গিরিরাজের এই মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক শুরু হতেই গিরিরাজ সিং দাবি করেন, তিনি কখনওই ‘ঠুমকা’ শব্দ ব্যবহার করেননি। জশন (উৎসব) শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। এদিকে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে সরব হয় তৃণমূল কংগ্রেস। সংসদেই এর প্রতিবাদ করেন তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেন। এই অবমাননাকর মন্তব্যের প্রতিবাদে এদিন সংসদে গান্ধি মূর্তির পাদদেশে ধর্নায় বসেন তৃণমূলের মহিলা সাংসদরা।

অকাল বৃষ্টিতে ভিজল কলকাতা থেকে জেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই মেঘাচ্ছন্ন ছিল আকাশ। সঙ্গে দোসর বৃষ্টি। শীতের দেখা নেই অথচ শহরবাসীর ভোগান্তি বাড়িয়েছে এই অকাল বৃষ্টি। তবে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, আজ থেকে পরিষ্কার হবে আকাশ। সেইসঙ্গে ফিরবে শীতের আমেজ। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, দক্ষিণবঙ্গ-সহ কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কমবে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, ১০ এবং ১১ ডিসেম্বরের পর থেকেই কলকাতার তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচেই নামবে। পশ্চিমের জেলাগুলিতে ১৫ ডিগ্রির সেলসিয়াসের নিচে থাকবে তাপমাত্রার পারদ। এদিকে ডিসেম্বরের প্রথমেই ঘূর্ণিঝড় মিগজাউমের প্রভাবে ডিসেম্বরে বৃষ্টিতে ভিজল বঙ্গ। দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস আগেই জানিয়েছিল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। বুধবার রাত থেকেই কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় শুরু হয় বৃষ্টিপাত। বৃহস্পতিবার রাতেও অব্যাহত জলধারা। কোথাও হালকা বা কোথাও মাঝারি,

আজ থেকে শুরু পারদ পতন

অকাল বৃষ্টিতে ভিজতে দেখা যায় তিলোত্তমাকে। বৃষ্টির কারণে কলকাতায় যানবাহন চলে ধীর গতিতে চলাচল করছে। কোনও কোনও রাস্তা দেখা যায় যানজট। এদিকে বৃহস্পতিবার এই একই চিত্র জেলাতেও। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিতে ভিজেছে দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলা। মোটের উপর গোটা দিন ধরেই চলে জেলায় জেলায় বৃষ্টি।বৃহস্পতিবার সকাল থেকে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা জুড়ে শুরু হয়েছে প্রবল বৃষ্টি। বুধবার থেকে আকাশের মুখ ভার ছিল। কালো মেঘে ঢেকেছিল আকাশ। রাত থেকেই হালকা বৃষ্টি শুরু হয়। ভোর থেকে বাড়তে থাকে বর্ষণের প্রকোপ। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসত, বসিরহাট, বনগাঁ, ব্যারাকপুর ও বিধাননগর সর্বত্রই এদিন বৃষ্টি হয়। সকাল থেকে একটানা বৃষ্টির কারণে রাস্তাঘাট ফাঁকা। রাস্তায় অফিসযাত্রীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। অধিকাংশ জায়গাতেই চলে অবিরাম ঝিরিঝির বৃষ্টি । অন্যদিকে, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতেও একই ছবি। সকাল থেকেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন অংশ বৃষ্টিতে ভেজে পথঘাট। উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের পাশাপাশি বয়ে যায় ঝোড়ো হাওয়া। বৃষ্টির কারণে দৃশ্যমানতা কম থাকায় প্রভাব পড়েছে ফেরি পরিষেবায়। স্বাভাবিক তুলনায় কিছুটা হলেও দেরিতে চলে ফেরি পরিষেবা।

আজই এথিক্স কমিটির রিপোর্ট

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর: আজই তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে এথিক্স কমিটির তদন্ত রিপোর্ট পেশ হতে চলেছে সংসদে। সূত্রের খবর, সংসদের কার্যবিবরণীতে শুক্রবার রাখা হচ্ছে মহুয়ার বিষয়টি। ওই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার জন্য আধ ঘণ্টা সময়ও দেবেন স্পিকার ওম বিড়লা। লোকসভার শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে এথিক্স কমিটির রিপোর্ট পেশ নিয়ে উত্তপ্ত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। টাকা নিয়ে সংসদে প্রশ্ন করার মতো গুরুতর অভিযোগ উঠেছে কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে। এথিক্স কমিটির রিপোর্টে তাঁর সাংসদ পদ খারিজের সুপারিশ করা হয়েছে বলে সূত্রের দাবি। কিন্তু মহুয়া ইস্যুতে শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম চারদিন কোনও পদক্ষেপ করেনি কেন্দ্র। শেষে আজ ওই প্রস্তাব পেশ হতে চলেছে।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৬/১২/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩৫ নং এফিডেভিট বলে Subrata Ghosh S/o. Suhas Ghosh ও Subrata Ghosh S/o. S. Ch. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/১২/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৬৫৯৪ নং এফিডেভিট বলে Sayanti Das ও Sayantika Das D/o. Suresh Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৫/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৮৬৯ নং এফিডেভিট বলে Debraj Mukherjee S/o. Shyamapada Mukherjee ও Debraj Mukherjee S/o. S. P. Mukherjee সাং আকনা, পোলবা, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি অশোক পাল কৃষ্ণনগর ৭ নম্বর চন্দ্র হরিলেন, নদীয়ার বাসিন্দা, থানা-কোতোয়ালী ২০-১১-২৩ তারিখে বঙ্গীয় গ্রামীন বিকাশ ব্যাঙ্ক Ac. No. 5309140061065 এই সার্টিফিকেটটি রাস্তায় হারিয়ে গেছে, যদি কোন ব্যক্তি পেয়ে থাকেন, ফেরৎ দিলে বাধিত হইব।

কৃষ্ণনগর কোতোয়ালী থানা DGE করা হয়েছে No. 30, 1-12-23

NOTICE

I, Sourav Chatterjee, Advocate, High Court Calcutta, on behalf of my clients inform that M/s Vivan Construction (PAN- AAVFV9790P) a partnership firm situated at 1/3/4, Ramlal Agarwala Lane, Kolkata – 700 050 duly executed and notarized by a Partnership Deed dated 02.09.2022 now reconstituted on 08.12.2023 at new address B/57/7/H/16/3, B.T. Road, Kolkata – 700002, due to retirement of its partner Smt. Kakali Paul wife of Swapan Paul by virtue of deed of retirement executed amongst themselves on 08.12.2023. By this notice all continuing partners informs that, they are the only partners of M/s Vivan Construction and for any transaction henceforth with the above said firm should be contacted with them only.

Yours Faithfully
Sourav Chatterjee (Advocate)

E-Tender

E- Tenders are invited by the Prodhan, Karimpur - II Gram Panchayat (Under Karimpur-I Panchayat Samity), Karimpur, Nadia. **NIET NO- 06/5th SFC/ Karimpur -II/ 2023-24, Memo No. KGP-II/244,** Dated- **30.11.2023.** Last date of submission **11.12.2023 up to 4p.m.** For details please contract to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Karimpur - II Gram Panchayat.

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- নদীয়া, মোকাম নবদ্বীপের দেওয়ানী আদালত
প্রোবেট কেস নং ৩/২০২২

দরখাস্তকারী :- শ্রীমতি মাধুরী নাথ রায় (অধিকারী), স্বামী- প্রেমতোষ অধিকারী, সাং- বুড়োশিবতলা রোড, ওলাদেবীতলা, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া। হাল সাং- মাধাপুর রোড, লালসাধু গলি, বরিশাল পাড়া, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া।

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে অবগত করানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারী **শ্রী ধীরেশ চন্দ্র নাথ রায়,** পিতা- স্বর্গীয় ধীরেন্দ্র মোহন নাথ রায়, সাং- মাথাপুর রোড, ওয়ার্ড নং ৫, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, নিবাসীর **ইং ১৭/০৭/২০১২ তারিখে রেজিষ্ট্রীকৃত উইল বা চরম পত্রের প্রোবেট লইবার** জন্য উপরোক্ত আদালতে উপরোক্ত মামলা দায়ের করিয়াছে, উক্ত ব্যাপারে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে, অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের অন্দরে স্বয়ং অথবা উকিলবাবুর মারফৎ আপত্তি করিতে পারেন, নচেৎ একতরফা শুনানী হইবে।

- :: তপশীল ::-

জেলা- নদীয়া, থানা এবং এ.ডি.এস আর, অফিস- নবদ্বীপ, তৌজি নং ৮, ওয়ার্ড নং ৫, নবদ্বীপ পৌরসভা, হোল্ডিং নং ১২৯৫/২, মাথাপুর রোড, মৌজা ৫নং রুদ্রপাড়া, খতিয়ান নং আর.এস ২৯৯২, এল.আর. ২৬৩৬, হাল এল.আর. ৬৪৬০, দাগ নং আর.এস. ৯৩৫, এল.আর. ৬৯৭১, রকম বাড়ী, পরিমান ৫.৩৫ শতক। **চৌহদ্দী** :- উত্তরে - আরতি সেনের জমি, দক্ষিণে- লক্ষ্মী রাণী সাহার বাড়ী, পূর্বে- পৌরসভার গলি রাস্তা, পশ্চিমে- ঠাকুরদাস পোদ্দার এবং সুধন্য কুমার মন্ডলের বাড়ী।

অনুমত্যানুসারে
Ripan Majumder
সেরেস্তাদার
Civil Judge (Jr. Divn.) Court
Nabadwip, Nadia, 05.12.23

দলিল হারিয়েছে

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমি **শ্রী সুদীপ কুমার মোদক,** পিতা শ্রী অভয় চন্দ্র মোদক এবং শ্রীমতি সাথী মোদক, স্বামী শ্রী সুদীপ কুমার মোদক, উভয়ের ঠিকানা : নগরপাড়া, পো -নগরপাড়া, থানা-পোলবা, জেলা-হুগলি, পিন-৭১২১৪৯, ১ (এক) টি আমাদের মূল চেন দলিল নিম্নোক্ত সম্পত্তি অবস্থিত **জেলা -হুগলি, থানা-চন্দননগর, মৌজা-চন্দননগর, জেএল নং-১, সিট নং ৯, চন্দননগর পৌর সংস্থা অধীন, হোল্ডিং নং ৩৫৫, আর পি চ্যাটার্জি রোড(দ), ওয়ার্ড নং ৮, আরএস দাগ নং-৭৬৩, আরএস খতিয়ান নং -৪৭৮, এলআর দাগ নং-১২১১/ ১৩৭৩, এলআর খতিয়ান নং-৩৪৮৮ এবং ৩৪৮৯,** এডিএসআর হুগলি অধিক্ষেত্রে এবং এডিএসআর চন্দননগর, পশ্চিমবঙ্গ অধীন হারিয়ে গিয়েছে। উক্ত সম্পত্তির দলিল নং **১) ১৯৩৩-১৯৮৩ রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর চন্দননগর অফিসে সম্পাদিত।**

আমরা ইতিমধ্যেই পোলবা থানায় জেনারেল ডায়েরি **জিডিই নং ২৯৭ তাং ০৫.১২.২০২৩** সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দাখিল করেছি। কোনও ব্যক্তি উক্ত দলিল পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে নিম্নোক্ত ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। এজন্য আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকব। উল্লিখিত মতে অনুমোদন সাপেক্ষে।

শান্তনু নন্দী
অ্যাডভোকেট
জেলা জজের আদালত, হুগলি
মো : ৯৭৩৪০৪৮৭৫৯

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলী জেলা জজ আদালত
২০২১ সালের ১২ নং ৩৯ আইন মোকর্দ্দমা

দরখাস্তকারী- নীলজেন্দু ব্যানার্জ্জী, পিতা- কৃষ্ণেন্দু ব্যানার্জ্জী, সাং- বিদ্যুৎ ভবন, ২৬০, মহেন্দ্র মিত্র রোড, পিপুলপাতি, থানা-চুঁচুড়া, পোঃ ও জেলা- হুগলী, পিন কোড- ৭১২১০৩।

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, থানা- চুঁচুড়ার সামিল হুগলী জেলায় অবস্থিত সাং-২৬০ বিদ্যুৎ ভবন, মহেন্দ্র মিত্র রোড, পিপুলপাতি, রোড, পিন-৭১২১০৩ নিবাসী প্রয়াত খগেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় ওঃ ব্যানার্জ্জী কর্তৃক গত ১৯/৭/১৯৯৩ তারিখে সম্পাদিত এবং ২১/৭/৯৩ তারিখে ডি.এস. আর. হুগলী অফিসে ৪০ নং রেজিষ্ট্রীকৃত উইল এর প্রবেট/লেটার অব এ্যাডমিনিসস্টেশন পাইবার জন্য প্রয়াত খগেন্দ্র নাথ ব্যানার্জ্জীর নাতি "নীলজেন্দু ব্যানার্জ্জী" উপরোক্ত মোকর্দ্দমা দাখিল করিয়াছেন এবং আগামী ০৮-০২-২৪ তারিখে দিন ধার্য্য, অর্থাৎ উক্ত লেটার অব এ্যাডমিনিসস্টেশন মঞ্জুর করার ব্যাপারে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে উক্ত তারিখে স্বয়ং অথবা উপযুক্ত ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বারা হাজির হইয়া ১০.৩০ মিনিট মধ্যে আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় এক তরফা শুনানী মতে দরখাস্তকারীর নামে "লেটার অব এ্যাডমিনিসস্টেশন" মঞ্জুর করা হইবে।

তপশীল সম্পত্তি

জেলা- হুগলী, থানা- চুঁচুড়া, মৌজা- কুলিহাণ্ডা, জে. এল. নং- ১৮, আর. এস. খতিয়ান নং- ১১১৭, আর. এস. দাগ নং-৮০১/৮৬৩, পরিমান- ০.০৬৬ একর বাস্তু একতল গৃহাদী সহ।

তারিখঃ- ২৯/৮/২০২৩
দরখাস্তকারীর পক্ষে
শ্রী সঞ্জয় বন্দোপাধ্যায়
এ্যাড্‌ভোকেট

আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার
জেলা জজ কোর্ট, হুগলী

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৮-ই ডিসেম্বর। ২১শে অগ্রহায়ণ। শুক্রবার। একাদশী তিথি। জন্মে কন্যা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : শুভ দিন। অতীতের কোন বন্ধু বা বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। দেবদেবীর ঐশ্বরিক কৃপা পাওয়া যাবে। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। যারা সেলস পারসন, তাদের নতুন যোগাযোগ বৃদ্ধি। স্কুল কলেজে শিক্ষকতা করেন যারা, তাদের শুভ যোগ। জমি বাড়ি বাস্তুতে শুভ। গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বালুন, এক মনে দেবাদিদেব মহাদেবের ছবি কল্পনা করুন, নিশ্চয়ই শুভ হবে।

বৃষ রাশি : একরাশ দুশ্চিন্তা থাকবে। যে বান্ধব আজ আপনার পাশে দাঁড়াবে বলেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন না। সকালে পরিবারে বাজার করা। দোকান করা। এইসব নিয়ে ছোট ছোট বিতর্ক বড় তর্কের আকার ধারণ করবে। প্রেমে অশান্তিদায়ক অবস্থান। ছাত্র-ছাত্রীদের অশুভদায়ক। সতর্ক থাকা শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বেলে, ভগবান শিবের ধ্যান করুন নিশ্চয়ই ভালো হবে।

মিথুন রাশি : দুপুর বারোটা পর্যন্ত শুভ। তারপরে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল। প্রেমের বিষয়ে কোনো গুপ্ত কথা প্রকাশ্যে আসতে পারে। যা নিয়ে পরে, কলহ বিবাদ বৃদ্ধি হবে। সেল্স রিপ্রেসেন্টেটিভ যারা, তাদের যোগাযোগে বাধা। রেল বা পোস্ট অফিস সংক্রান্ত বিভাগে যারা চাকরি করেন, তাদের বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। সতর্ক থাকা ভালো। গৃহ মন্দিরে কর্পূর আরতি করুন মা কালীর ছবিতে। শুভ হবে।

কর্কট রাশি : পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। মন্দিরে দান প্রদানে শুভ। পুরাতন বান্ধব বাড়িতে আসার সম্ভাবনা। আপনার কোন নিমন্ত্রণে যাওয়ার কথা। দোকান বাণিজ্য যারা করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তি। ম্যানু- ফ্যাকচারিং বাণিজ্য যারা করেন, তাদের নতুন যোগাযোগ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। প্রেমে ও শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে, দান করুন সর্ব বিপদ নাশ হবে। আজ ফলো হরেনি, ১১ টি প্রদীপ জ্বালুন।

সিংহ রাশি : বহুদিনের কোনো ভাবনা, আজ শুভ হয়ে ব্যবসা বৃদ্ধির সহায়তা করবে। পরিচিত যে জন আপনাকে ব্যবসায় সহযোগিতা করবে বলেছিলেন, তিনি আজ আসছেন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ভ্রমণে আনন্দবৃদ্ধি। গৃহ মন্দিরে প্রদীপ জ্বালুন। কোর্পুর দিয়ে আরতী করুন মহাকালীর শক্তিকে পুজো করুন শুভ হবে। ফল ও মহাকালী পূজা আপনার পছন্দের একটি ফল, গৃহ মন্দিরে নিবেদন করুন। শুভ হবে।

কন্যা রাশি : পরিবারে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। ভুল বোঝাবুঝির দ্বারা নিজ সম্মান খুন্ন হবে। নারীর বুদ্ধির দ্বারা, অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। গৃহতে প্রদীপ জালুন কর্পূর জালুন, নিশ্চিত শুভ হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির যে সম্ভাবনা ছিল তা একটু বাধা পড়বে। যারা লেখালেখি করেন, তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষর অশুভ নজর থাকবে।

তুলা রাশি : আজ পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রেমে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ের কথা পাকা হতে পারে। কর্মে নতুন উদ্যোগ ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। যে প্রতিবেশীকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি পালন করার জন্য, সৌভাগ্যবৃদ্ধি হবে। বান্ধব যোগ শুভ।। আপনার পছন্দের ফল দিয়ে মহাকালীর সামনে নিবেদন করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকবে। প্রেমিক যুগল সফলতা পাবেন, তবে অতি ব্যয় থেকে সতর্ক থাকা ভালো। যারা উচ্চবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি হবে ।কর্মের অনুসন্ধান যারা করছেন তারা একাদশী দেবী পুজো মায়ের চরণে একটি ফল নিবেদন করুন।

ধনু রাশি : প্রতিবেশীর দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। স্বজন বান্ধব দারা ছোট ভ্রমণের সম্ভাবনা। ব্যবসা-বাণিজ্যে শুভ বিশেষত যারা টেকনিক্যাল এবং মেকানিক্যাল কাজ করেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। বাণিজ্যে অর্থ লগ্নি করতে পারেন। বাণিজ্য প্রসারে বিজ্ঞাপন বাবদ বা বিশেষ কোন খাতে লগ্নি করতে পারেন। বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। তবে ব্যয় বেশি হবে। আজ মহাকালির সামনে ফল নিবেদন করুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে তাতে ছোট ঘটনা কে, কেন্দ্র করে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। নিজেকে সংশোধন করলে শুভ হবে। ধৈর্য রাখা, মাথা ঠান্ডা রাখা, অন্যের কথা বেশি শোনা, তাহলে শান্তির বাতাবরণ। আজ মহাকালী র সামনে ফল নিবেদন করুন, দেবী আশীর্বাদ প্রাপ্ত করবেন।

কুম্ভ রাশি : আজ সতর্ক থাকা ভালো। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব ভুল বোঝাবুঝি। বিতর্ক তৈরি হবে। আজ দেবী একাদশী পুজো, গোটা নারিকেল দান। পঞ্চ প্রদীপ আরতী করুন। কর্পূর আরতি করুন। মহাদেবের সামনে। ছাত্র-ছাত্রীদের সতর্ক থাকতে হবে যে কোন সময় মনে নৈরাশ্য হতাশা হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা।

মীন রাশি : আজ পুরাতন বান্ধব ও বান্ধবীর দ্বারা শুভ উপদেশ পাবেন, যা ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে লাগবে। বাণিজ্য অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। একাদশী তিথি গোটা ফল দান করুন। শুভ হবে প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। ছোট ভ্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা এবং সন্তানের বিষয়ে যে জটিলতা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

(আজ শহীদ বাদল গুপ্তর ফাঁসি দিবস।
বিপ্লবী বাঘাযতীন, যতীন মুখোপাধ্যায় র ভূমিষ্ঠ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

ডেল্টা জুটমিল কর্তৃপক্ষ ও দালালচক্রের যোগসাজস!

বন্‌ধ করল মানিকপুর ব্যবসায়ী সমিতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে হাজারে হাজারে জুটমিল বন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তার মধ্যে যে গুলো চালু সেগুলোও ধুঁকছে। ডেল্টা মিল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে হাওড়ার মানিকপুর ডেল্টা মিল এলাকায় ২৪ ঘণ্টা বাজার বন্‌ধ করল মানিকপুর বাজার ব্যবসায়ী সমিতি। তাদের অভিযোগ ডেল্টা মিল কর্তৃপক্ষ পুরনো নিয়ম মেনে ভাড়া নিত। আর এতদিন ধরে ব্যবসায়ীরা সেই ভাড়া দিয়ে ব্যবসা চালিয়ে আসছেন। যদিও হঠাৎই মিল কর্তৃপক্ষ জানায় তাদের দোকান কিনে নিতে ৩ লক্ষ টাকা দিতে হবে। অথবা তাদের দোকান ১ লক্ষ টাকা দিয়ে বিক্রি করতে হবে। এতে ব্যবসায়ীরা রাজি না হওয়ায় তাদের উপর স্থানীয় দালাল মারফত চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে, ব্যবসায়ীদের এমনটাই অভিযোগ।

শুধু তাই নয়, ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, দোকান মেরামতি করার জন্যেও দালালরা টাকার দাবি করছে, আর সেই টাকা না দিলে নিজেদের দোকান মেরামতি করতে দিচ্ছে না। এই অবস্থায় বাধ্য হয়ে ৫০০-র বেশি বড়ো ছোট মাঝারি ব্যবসায়ীরা বৃহস্পতিবার বন্‌ধ ডেকেছিলেন। সমস্যা না মিটলে ভবিষ্যতে তারা বড় আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা। এ বিষয়ে মিল কর্তৃপক্ষ কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চায়নি। যদিও সাঁকরাইলের বিধায়ক প্রিয়া পাল বলছেন, 'এই বিষয়টি নিয়ে আমি কিছুই জানি না। এই ধরণের ঘটনা কাম্য নয়। আমি ব্যবসায়ীদের আমার কাছে আসতে অনুরোধ করবো। প্রয়োজন হলে আমি নিজে ডেল্টা জুটমিলের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলব। অনেক শ্রমিকের ন্যায্য পাওনাও এখনো মেটায়নি জুটমিল কর্তৃপক্ষ'।

যদিও ব্যবসায়ীদের সূত্রে জানা যাচ্ছে ওই এলাকার বাসিন্দা ও ডেল্টা জুটমিলে শাসক দলের ইউনিয়নের দায়িত্বে রয়েছেন বিধায়ক প্রিয়া পালের ঘনিষ্ঠ আহমেদ নামের এক ব্যক্তি। স্বভাবতই বিধায়ক কিছুই জানেন না তা মানতে নারাজ ব্যবসায়ীরা।

সেন্টার ফর কর্পোরেট গভর্নেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং-এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতায় আইসিএসআই সেন্টার ফর কর্পোরেট গভর্নেন্স, রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (সিসিজিআরটি) উদ্বোধন করলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডাঃ সি.ভি. আনন্দ বোস। গত ৬ ডিসেম্বর কলকাতার নিউটাউনে ১.৫ একর এলাকা জুড়ে এই অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল বোস। প্রসঙ্গত, দ্য ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারি অফ ইন্ডিয়া কর্পোরেট সেক্টরে গবেষণা, প্রশিক্ষণ এবং পরামর্শের সুবিধার্থে কলকাতার নিউটাউনে কর্পোরেট গভর্ন্যান্স, রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (সিসিজিআরটি) তাদের তৃতীয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করল।

এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল বলেন, 'আমি এই গবেষণা সুবিধার বিকাশের জন্য ইনস্টিটিউটের প্রশংসা করি। এটি আইসিএসআই-এর দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভবিষ্যতমূলক পদ্ধতির কথা বলে। কোম্পানি সেক্রেটারিরা, জাতির কর্পোরেট যোদ্ধা, ভারতীয় শিল্পের কর্পোরেট বোর্ডের নির্দেশনা ও পরিচালনা করার সময় একাধিক দায়িত্ব পালন করছেন।'

এই প্রসঙ্গে আইসিএসআইয়ের সভাপতি এবং প্রাক্তন মুখ্যসচিব জানা মণীশ গুপ্ত জানান, দেশটি বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার যাত্রায় এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে কোম্পানি সচিবদের ভূমিকা অনিবার্যভাবে বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। এই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, আইসিএসআই এর মূলমন্ত্রে নিহিত মূল্যবোধ, নৈতিকতা এবং নৈতিকতাকে শক্তিশালী রেখে তার সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের সামগ্রিক বিকাশকে আরও ত্বরান্বিত করছে।

রক্তদানে উদ্বুদ্ধ ও রক্তদাতাদের চিহ্নিতকরণে

সীমান্তের স্কুলে রক্তের ডেটাব্যাংক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: রক্তদানে ছাত্র ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করে উত্তরসূরী তৈরি করতে এবং সীমান্ত এলাকায় রক্তদাতাদের চিহ্নিত করতে এক অভিনব উদ্যোগ। এই অভিনব উদ্যোগ নিল বসিরহাট এক নম্বর ব্লক গাছা আখারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারত ও বাংলাদেশ সীমান্তের গাছা হাই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে শিক্ষকেরা। স্কুলেই তৈরি হল রক্তের ডেটাব্যাংক। শুধু ডেটাব্যাংকই নয়, এলাকায় রক্তের ঘাটতি মেটাতে নবীন প্রজন্মকে রক্ত দানে উদ্বুদ্ধ করতে স্কুলের প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীদের রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করা হয়েছে এবং তা নিজেদের স্কুলের সচিত্র পরিচয় পত্র উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিদিন স্কুল শুরুর আগে প্রার্থনার সময় স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা রক্তের গ্রুপ অনুসারে লাইনে দাঁড়ায়। এভাবেই নিজেদের মধ্যে কার কোন রক্তের গ্রুপ তা নিজেরাই জানতে পারছে এবং আগামীদিনে একে অপরের রক্তের প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করবে। স্কুলে তৈরি করা হয়েছে ছাত্র-ছাত্রীদের রক্তের গ্রুপ অনুযায়ী ডেটাব্যাংক। ক্লাসে রক্তের গ্রুপ অনুযায়ী কুইজ, পাঠ্য বিষয়ের প্রশ্ন উত্তর, বিতর্ক সবার আয়োজনই করা হচ্ছে রক্তের গ্রুপ অনুযায়ী। এমনকী স্কুলের কবাডি খেলাতেও একই রক্তের গ্রুপকে প্রাধান্য দিয়ে দল তৈরি করা হচ্ছে।

ব্যস্ত সময়ে মেট্রোয় আত্মহত্যার চেষ্টা, ভোগান্তি যাত্রীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সাত সকালে ব্যাহত মেট্রো পরিশেবা। বৃহস্পতিবার রবীন্দ্র সদন মেট্রো স্টেশনের আপ লাইনে ঝাঁপ দেন এক ব্যক্তি। তার জেরে বেশ কিছুক্ষণের জন্য রবীন্দ্র সদন স্টেশনে বন্ধ হয়ে যায় পরিষেবা। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা বেজে ৫০ মিনিট নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। এরই জের পড়ে মেট্রোর স্বাভাবিক পরিষেবায়। এরপর ৯টা ৪৮ মিনিট থেকে ফের স্বাভাবিক হয় পরিষেবা।

একদিকে, অফিস টাইমে মেট্রো বন্ধ অন্যদিকে বৃষ্টিতে মেট্রো চলাচল বন্ধ হওয়ায় কারণে চরম দুর্ভোগে পড়েন নিত্যযাত্রীরা। সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা ৫০ নাগাদ রবীন্দ্র সদন স্টেশনে বছর ৩০-এর এক যাত্রী লাইনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। সে সময় দমদম যাওয়ার একটি ট্রেন রবীন্দ্র সদন ঢুকছিল। সঙ্গে সঙ্গে থামিয়ে দেওয়া হয় ট্রেনটি। এরপর দরজা খুলে নামিয়ে দেওয়া হয় যাত্রীদের। এই ঘটনার জেরে স্বাভাবিকভাবেই ব্যাহত হয় মেট্রো পরিষেবা। একদিকে কবি সুভাষ (নিউ গড়িয়া) থেকে মহানায়ক উত্তমকুমার (টালিগঞ্জ) এবং অন্যদিকে দক্ষিণেশ্বর থেকে সেন্ট্রাল পর্যন্ত পরিষেবা চালু রাখা হয়। বন্ধ রাখা হয় মাঝের রবীন্দ্র সরোবর থেকে চাঁদনি চক পর্যন্ত পরিষেবা। ফলে মেট্রোর স্বাভাবিক সময়সূচি ব্যাহত হওয়ায় প্রবল ভিড় জমে বিভিন্ন স্টেশনে।

এগরায় সোনার দোকানে রাতে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিবেদন, এগরা: পূর্ব মেদিনীপুর রাতের অন্ধকারে শাটার ভেঙে সোনার দোকানে দুঃসাহসিক চুরি। ঘটনা পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা এক নম্বর ব্লকের কামারডিহি বাজারের জামগাঁ এলাকার। চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ওই এলাকায়। জানা গিয়েছে, গণেশ চন্দ্র পয়ড়্যা নামে এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীর দোকানে রাতের অন্ধকারে শাটার ভেঙে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। সকালে দোকানে এসে শাটার ভাঙা অবস্থায় দেখে ভেতরে ঢুকে মাথায় হাত ব্যবসায়ীর। দেখতে পান সর্বস্ব লুট করে নিয়ে পালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। খবর চাউর হতেই দোকানের সামনে ভিড় জমে যায়। চুরি গেছে আনুমানিক ১০ লক্ষ টাকার গয়না। ঘটনাস্থলে এগরা থানার পুলিশ এসে তদন্ত শুরু করেছে।

'ননহে ফরিস্তে' অভিযানে শতাধিক শিশুদের উদ্ধার করল রেল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দারিদ্র, অসহায়তার সুযোগ নিয়ে শিশু পাচার হয় দেশ জুড়েই। অনেক সময় পরিবার থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া শিশুরা, দুঃস্থরা সফট টার্গেট হয় পাচারকারীদের। নভেম্বর মাস জুড়ে রেল পুলিশ একাধিক অভিযানের মাধ্যমে ৫২০ জন শিশু, ৩৫ জন ব্যক্তিকে পাচারকারীদের হাত থেকে উদ্ধার করল। এই অভিযানে দিল্লি রেল পুলিশ ৯১ জন পাচারকারী ও দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে। ৩ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকার মাদক সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেছে।

উদ্ধার হওয়া এই শিশুরা বিভিন্ন কারণে তাদের পরিবার থেকে আলাদা হয়ে গেছিল। এছাড়াও 'জীবন রক্ষা' অভিযানের মাধ্যমে - ২২৪ জনের জীবন রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে রেল পুলিশ আধিকারিকরা।

'মেরি সহেলি ' উদ্যোগের মাধ্যমে ১৩ হাজার ৫৫২ টি ট্রেনে অভিযান চালিয়ে ৪ লক্ষ ১০ হাজার ২৫৯ জন মহিলা যাত্রীকে সুরক্ষিত করেছে রেল পুলিশ আধিকারিকরা। এক্ষেত্রে ৪৬১৮ জনের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি 'উপলব্ধি' অভিযানের মাধ্যমে ৩৯২ জন দালালকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যাদের থেকে ৪২ লক্ষ ২৮ হাজার টাকার টিকিট বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

রেল পুলিশের কাছে ২১ হাজার ৮০০ অভিযোগ জমা পড়ে। যার ভিত্তিতে সক্রিয় হয় রেল পুলিশ। এছাড়াও রেল পরিষেবাতে আপৎকালীন ১৩৯ নম্বরে অভিযোগ জানানোর পরই রেল সুরক্ষা কর্মীরা তৎপরতার সঙ্গে ব্যবস্থা নিয়েছেন বলেই জানান হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে।

জলের কল খুলতেই মিলছে কেঁচো ও পোকামাকড়, নির্বিকার পঞ্চায়েত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: জলই জীবন আর সেই পানীয় জলেই থিক থিক করছে কেঁচো ও পোকামাকড়। সেই জল পান করা তো দুরস্ত, হাত-পা ধোয়া বা স্নানের জন্যেও ব্যবহার করার অযোগ্য। সমস্যায় সুন্দরবনের ১৫-২০টি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ। এই ঘটনা বসিরহাটের সুন্দরবনের হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের হিঙ্গলগঞ্জ পঞ্চায়েতের মামুদপুর, সাহাপুর, চার নম্বর ও ক্যাওড়াখালি সহ বিস্তীর্ণ এলাকার। এলাকার মানুষের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্ত এলাকায় সরকারি পাইপ লাইনে যে জল সরবরাহ করা হয় সেই জলের সঙ্গে আসছে কেঁচো ও একাধিক পোকামাকড়। ফলে জল ব্যবহার করা অযোগ্য হয়ে পড়ছে। এছাড়াও তাদের আরো অভিযোগ, একদিন অন্তর একদিন জল আসে এবং সময় মতো জল আসে না। জল আসার কোনও নির্দিষ্ট সময় নেই। এলাকার অধিকাংশ মানুষ গরিব, জল কিনে খাওয়ার সাধ্য নেই। তাই বাধ্য হয়ে এই জল ব্যবহার করছেন সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার মানুষজন। অনেকে খাওয়ার জন্য তিন থেকে চার কিলোমিটার দূরে গিয়ে খাওয়ার জল নিয়ে আসছে। আবার অনেকে সাধ্য না থাকলেও জল কিনে খেতে বাধ্য হচ্ছে। অভিযোগ এই জল পান করে অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়ছে কিন্তু তবুও বাধ্য হয়ে জল পান করতে হচ্ছে এবং ব্যবহার করতে হচ্ছে দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করছেন। গ্রামবাসীরা বলেন, পঞ্চায়েতকে জানিয়ে কোনও কাজ হয়নি। বহুবার পঞ্চায়েতকে জানানো হয়েছে কিন্তু পঞ্চায়েত কোনওরকম ব্যবস্থা করছে না। এক কথায় বলতে গেলে প্রশাসন এই ব্যাপারে একদম নির্বিকার। যদিও হিঙ্গলগঞ্জ পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান লতিফ গাজী ঘটনাটি স্বীকার করে নেন। জলে যে পোকা আসছে এটা তারা জানেন। তিনি জানান, এই সমস্যার কথা পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে সভাধিপতি এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরে জানিয়েছেন। কিন্তু তারপরও জলে পোকা আসছে এই বিষয়ে যত দ্রুত সম্ভব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

পাচারের আগেই উদ্ধার ২৯৬টি বিরল প্রজাতির কচ্ছপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: বাংলাদেশে পাচারের আগেই উদ্ধার ২৯৬টি বিরল প্রজাতির কচ্ছপ, আটক বাংলাদেশি পাচারকারী। বিএসএফের তৎপরতায় ভেস্তে গেল পাচারকারীদের বিরল প্রজাতির কচ্ছপ পাচারের ছক। পাচার করার আগেই বিএসএফ জওয়ানরা ২৯৬টি কচ্ছপ উদ্ধার করে। ঘটনাটি ঘটেছে, ভারত বাংলাদেশের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ডোবারপাড়া সীমান্তে। ঘটনায় এক পাচারকারীকে আটক করেছে বিএসএফ। বিএসএফ জানিয়েছে, আগে থেকে তাদের কাছে পাচারের খবর ছিল। সেই মতোই জওয়ানরা তৎপর ছিলেন। এরই মধ্যে এক পাচারকারী সীমান্ত এলাকা দিয়ে কচ্ছপগুলি বাংলাদেশে পাচারের চেষ্টা করছিল। সেই সময় ওই পাচারকারীকে তারা করে ধরে ফেলে জওয়ানরা। উদ্ধার হয় তিনটে ব্যাগ। ব্যাগ ভেতরে ছিল ২৯৬টি বিরল প্রজাতির কচ্ছপ। আটক করা পাচারকারীকে। ধৃতের নাম রফিকুল শেখ বাংলাদেশের যশোরের বাসিন্দা সে। উদ্ধার হওয়া কচ্ছপগুলিকে বনদপ্তরের হাতে তুলে দেয় বিএসএফ। পাশাপাশি ধৃতকে গাইঘাটা থানার হাতে তুলে দেয় বিএসএফের ৫ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৮ ডিসেম্বর ২০২৩ ২২ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ শুক্রবার

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ‘ঠুমকা’র প্রতিবাদ

ক্ষমা চাইতে হবে দাবিতে রাস্তায় শশী-চন্দ্রিমারা, উত্তাল বিধানসভাও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাচ নিয়ে বুধবার কুমন্তব্য করেছিলেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। বলেছিলেন, গোটা বাংলা যখন দুর্নীতিতে আক্রান্ত, তখন মুখ্যমন্ত্রী মঞ্চে ‘ঠুমকা’ নাচছেন। মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই কুমন্তব্যের জেরে বৃহস্পতিবার লোকসভার পাশাপাশি উত্তাল হয়ে উঠল বিধানসভা কক্ষও।

কুরুচিকর মন্তব্যের জন্য কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রীকে ক্ষমা চাইতে হবে, এই দাবিতে এদিন কলকাতা শহরেও অভিনব প্রতিবাদ মিছিল করল তৃণমূল। বৃহস্পতিবার দুপুরে হাজরাতে নাচের মাধ্যমেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ওই মন্তব্যের প্রতিবাদ জানান মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, শশী পাঁজা সহ তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা। প্রত্যেকের কপালে ছিল কালো কালিতে ধিক্কার লেখা ছোট পোস্টার। গানের সুরে সুরে নেচে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ওই মন্তব্যের প্রতিবাদ জানান চন্দ্রিমা, শশীরা। শুধু বিজেপির বিরুদ্ধে স্লোগান তোলাই নয়, গিরিরাজকে ধিক্কার জানাতে আদিবাসী গানের সুরে গান গেয়ে নাচলেন তৃণমূলের নেত্রীরা।

গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন উৎসবে যেভাবে গানের সুরের সঙ্গে ধীর তালে নাচ হয়, অনেকটা সেই স্টাইলে এদিন হাজরায় নাচের মাধ্যমেই গিরিরাজের মন্তব্যের প্রতিবাদ জানান তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা প্রতিনিধিরা। ব্যস্ততম দিনে রাস্তায় শাসকদলের মহিলা মন্ত্রীদের এমন অভিনব বিক্ষোভকে ঘিরে ভিড় বাড়তে শুরু করে কৌতূহলী মানুষজনের।

চন্দ্রিমা বলেন, ‘একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা একজন নারীর প্রতি উনি যে ধরনের ভাষা ব্যবহার করেছেন, এই অপসংস্কৃতি দেশের সঙ্গে খাপ খায় না। তারই প্রতিবাদে এই অভিনব বিক্ষোভ। দেখি মন্ত্রীর ঘুম ভাঙে কি না, ক্ষমা চান কি না। না হলে আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ করব।’

অর্থাৎ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ক্ষমা না চাইলে, তৃণমূল প্রতিবাদ আন্দোলন যে আরও তীব্রতর করবে, এদিন সেটাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন চন্দ্রিমা। শশী পাঁজা বলেন, ‘নারীরা নরম মনের, তাই সকলে নারীদের আক্রমণ করতে চায়। কিন্তু সময় বদলেছে। বাংলা এই অপ সংস্কৃতি বরদাস্ত করবে না। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে নিজের কুমন্তব্যের জন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে।’

এদিন এই দাবিতে উত্তাল হয়ে ওঠে বিধানসভাও। শাসকদলের তরফে মন্ত্রী শশী পাঁজা, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রীর ঠুমকা মন্তব্যের প্রতিবাদে বিধানসভায় ধিক্কার জানান। পাল্টা হিসেবে বিজেপি বিধায়করা দাবি করেন, মন্ত্রী এমন কোনও কথা বলেননি। এ প্রসঙ্গে বিরোদী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, ‘গিরিরাজ সিং ব্যক্তি আক্রমণ করেননি। তাঁর মন্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।’ চাপের মুখে পড়ে ডিগবাজি খান কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী। বুধবার গিরিরাজ বলেন, ‘ঠুমকা আমি বলিইনি। আমার টুইটার দেখুন। অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে।’ গিরিরাজের দাবি, তিনি বলেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ‘জশন’ করছেন (পড়ুন আনন্দ-উৎসব করছেন)। ‘জশন মানে ঠুমকা নাকি?’

বিরোধী দলনেতাকে সাসপেন্ড করায় ক্ষোভ, স্পিকারের আনা পেয়ারায় ‘না’

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধানসভার স্পিকারের বিরুদ্ধে অন্যায় ভাবে বিরোধী দলনেতাকে সাসপেন্ড করার অভিযোগ তুলে তাঁর দেওয়া উপহার প্রত্যাখ্যান করল বিজেপি । বিধানসভার চলতি অধিবেশনের শেষ দিনে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নির্বাচনী ক্ষেত্র বারুইপুরের বিখ্যাত পেয়ারা বিধানসভার সমস্ত দলের সদস্যদের জন্য এনেছিলেন। কিন্তু প্রধান বিরোধী দল বিজেপির সদস্যরা তা নেননি।

এদিন বিধানসভার অধিবেশন কক্ষে তৃণমূল ও বিজেপি দু’পক্ষের মধ্যে তুমুল উত্তেজনার সময় স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় সমস্ত বিধায়কের উদ্দেশে বলেন, ‘আপনারা সবাই পেয়ারা নিয়ে যাবেন।’ যদিও এরপর হই হট্টগোলের মধ্যেই বিজেপি বিধায়করা ওয়াক আউট করে যান। উল্লেখ্য, প্রতিবছর স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর বিধানসভা এলাকা বারুইপুরে হওয়া পেয়ারা বিধায়কদের জন্য নিয়ে আসেন। আজও সেরকমই নিয়ে এসেছিলেন। বিধানসভার অধিবেশন থেকে বিজেপি ওয়াক আউট করে যাওয়ার পর, তিনি বিধানসভায় নিজের ঘরে ডেকেছিলেন বিজেপি পরিষদীয় দলের মুখ্য সচেতক মনোজ টিগ্গাকে। বিজেপি বিধায়কদের জন্য পেয়ারা নিয়ে যেতে বলেন। তার প্রেক্ষিতে মনোজ টিগ্গা কারণ দেখিয়ে পেয়ারা প্রত্যাখ্যান করার কথা জানান।

মনোজবাবু তাঁকে জানান, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে সাসপেন্ড এবং জাতীয় সঙ্গীত নিয়ে মিথ্যে মামলা করার প্রতিবাদে তাঁরা তা গ্রহণ করবেন না। অধ্যক্ষ অবশ্য অধিবেশন শেষে প্রথা মাফিক ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাবের শেষে জবাবী ভাষণে শাসক দলের পাশাপাশি বিরোধী দলের বিধায়কদেরও ধন্যবাদ জানিয়েছেন। বিধানসভার বাইরে রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণের থেকে বিধানসভার ভিতর থেকে কাজকর্মে আরও বেশি করে অংশগ্রহণের জন্য তিনি বিরোধীদের পরামর্শ দেন। অধ্যক্ষ বলেন, তিনি বিশ্বাস করেন বিরোধীদের জন্যই বিধানসভা। সেকারণে প্রশ্নোত্তর সহ বিধানসভার যাবতীয় কর্মসূচিতে বিরোধীদের বেশি সুযোগ করে দেওয়ার তিনি পক্ষপাতী। পরিসংখ্যান দিয়ে অধ্যক্ষ জানান চলতি অধিবেশনে মোট ৪০০ টি অতিরিক্ত প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে ২৩৪ টি বিরোধী বিধায়করা করেছেন।

খড়দায় মন্দিরে কালী প্রতিমার গয়না চুরি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: খড়দার মধ্য রহড়ার কালীমাতা ও মহেশ্বর মন্দিরে চুরি। সেই দৃশ্য ধরা পড়ল মন্দিরের সিসি ক্যামেরায়। সূত্রের খবর, দেখা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার ভোররাতে বৃষ্টির সময় মন্দিরের পিছন দিক থেকে মুখ ঢাকা অবস্থায় হানা দেয় এক চোর। মন্দিরের জানলা খুলে সেই চোর আকসি (লাঠি জাতীয় জিনিস) দিয়ে দেবীর গলা থেকে হার খুলে নেয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রহড়া থানার পুলিশ। মন্দিরের পুরোহিত অলোক মুখোপাধ্যায় বলেন, জানলা খুলে আকসি দিয়ে মায়ের গলা থেকে ছয়টি সোনার হার খুলে নিয়েছে এক চোর। সেই চুরির দৃশ্য মন্দিরের সামনে থাকা সিসিটিভি ক্যামেরায় ফুটেও এসেছে। এই নিয়ে কালীমাতা মন্দিরে তিন বার চুরির ঘটনা ঘটল।

ভস্মীভূত শ্যামনগর স্টেশন সংলগ্ন বস্তির কয়েকটি বাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শিয়ালদহ মেন শাখার শ্যামনগর স্টেশন সংলগ্ন ২৩ নম্বর রেল গেটের পাশেই পুরনো রেলবস্তিতে আগুন লাগে বুধবার রাতে। ঘিঞ্জি জায়গায় দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। নেভানোর আগেই আগুনে ছাই হয়ে যায় কয়েকটি বাড়ি। দমকলের ছয়টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে তিন ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

আশ্রয় হারিয়ে চরম সমস্যায় বস্তির বাসিন্দারা। শ্যামনগর স্টেশন সংলগ্ন ১ নম্বর লাইন ধারের ওই বস্তি গারুলিয়া পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত। অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে হাজির হন গারুলিয়া পুরসভার সিআইসি গৌতম বসু, স্থানীয় কাউন্সিলর অনুসূয়া ভট্টাচার্য। তবে কীভাবে ওই বস্তিতে আগুন লাগল, তা অবশ্য জানা যায়নি। যদিও গারুলিয়া পুরসভার সিআইসি গৌতম বসুর দাবি, ওই বস্তিতে পাপ্পু নামে এক ব্যক্তির একটা গোডাউন আছে। সেই গোডাউনে মজুত থাকা প্লাস্টিকজাত দ্রব্য থেকে আগুন ছড়িয়েছে। সেই আগুন পাশের বাড়িগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। কমপক্ষে পাঁচ-ছয়টি বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। গৌতমবাবুর অভিযোগ, পাপ্পুর গোডাউনে প্রতিদিন নেশারুদের ঠেক বসে। তিনি বলেন, ‘গোডাউনটি যাতে তুলে দেওয়া যায় তা প্রশাসনকে বলব।’ পাশাপাশি, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পাশে থাকার আশ্বাসও দিয়েছেন গৌতম বসু।

ভারচুয়াল নয়, সশরীরে আদালতে হাজিরা দিতে চান পার্থ চট্টোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার আদালতে এমনটাই জানালেন তিনি। শুনানি শেষে ধৃতকে আগামী ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।নিয়োগ দুর্নীতি মামলার শুনানি ছিল বৃহস্পতিবার। তবে এদিন সকাল থেকে আবহাওয়া বেশ খারাপ। সেই কারণে জেল থেকে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে ভারচুয়ালি আদালতে পেশ করার আবেদন করা হয়। লক আপ থেকেই হাজিরা দেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। শুনানি চলাকালীন পার্থ বলেন, তআমি আদালতে এসেছি। এসে চুপচাপ বসেই আছি।দ বিচারক বলেন, তআপনি কী আসতে চাইছেন? আপনি যদি ফিজিক্যালি হাজিরা চান তাহলে আমি জেলের আবেদন খারিজ করতে পারি। না হলে আমি জেলের আবেদন মেনে নিচ্ছি।দসেখানেই পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, তিনি সশরীরে আদালতে আসতে চান। এর পর বিচারক আবারও প্রশ্ন করেন, এই শারীরিক পরিস্থিতিতে তিনি আদৌ আদালতে আসতে পারবেন কি না। ফের সম্মতি জানান পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এর পরই বিচারক জানিয়েছেন পরবর্তী শুনানির দিন আদালতে আসবেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

বরানগরে প্রয়াত শিক্ষকের বাড়িতে হানা ইডির, আয়কর হানা বাইপাসের অভিজাত আবাসনেও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ফের ইডির তৎপরতা কলকাতা শহরে। বরানগরের বাসিন্দা এক প্রয়াত শিক্ষকের ফ্ল্যাটে সকাল থেকে চলে ইডির অভিযান। ইডি সূত্রে খবর, যে শিক্ষকের বাড়িতে এদিন অভিযান চালানো হয় সেই শুভ্রাংশু মৈত্র বছর খানেক আগেই প্রয়াত হয়েছেন। তিনি উত্তরবঙ্গের এক স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে তাঁর বরানগরের ফ্ল্যাটে হানা দেয় ইডি।

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, প্রয়াত ওই শিক্ষকের স্ত্রীর ২ কোটি ১৫ লাখ টাকার সন্দেহজনক লেনদেন রয়েছে ইডির স্ক্যানারে। সেই সূত্র ধরেই এদিন ইডির আধিকারিকরা হানা দেন ওই প্রয়াত শিক্ষক শুভ্রাংশু মৈত্রের বাড়িতে। ইডি সূত্রের দাবি, কীভাবে ওই বিপুল পরিমাণ টাকা লেনদেন হল, সেই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানতে চান কেন্দ্রীয় এজেন্সির আধিকারিকরা। সেক্ষেত্রে, এই টাকার সঙ্গে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, সেটাও খতিয়ে দেখছেন ইডির আধিকারিকরা। সূত্রের খবর, প্রয়াত শিক্ষক শুভ্রাংশু মৈত্রের স্ত্রী অতীতে একটি সংস্থায় কর্মরত ছিলেন। ভুয়ো পরিচয়পত্র থেকে শুরু করে বিভিন্ন নথি তৈরি করে বিপুল পরিমাণ টাকা সরিয়েছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্র মারফৎ এমনটাই জানা যাচ্ছে।

উল্লেখ্য, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় বিপুল অঙ্কের আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ উঠে এসেছে। সেক্ষেত্রে ঘুরপথে একাধিক ব্যক্তি লাভবান হয়েছেন বলে সন্দেহ তদন্তকারী আধিকারিকদের। উত্তরবঙ্গেও নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতির কালো টাকার লেনদেন রয়েছে বলে সন্দেহ করছেন ইডির অফিসাররা। সেই সূত্র ধরেই প্রয়াত ওই শিক্ষকের স্ত্রীকে এদিন জিজ্ঞাসাবাদ করেন ইডির তদন্তকারী অফিসাররা। পাশাপাশি ইডির তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হয়েছে বেশ কিছু নথিও।

এদিকে আবার বাইপাসের ধারে অবস্থিত অভিজাত বহুতল আবাসনে চলে আয়কর তল্লাশিও। বৃহস্পতিবারের সকালবেলাতেই আইটি কর্তা পৌঁছে যান ওই আবাসনে। সূত্রের খবর, এক ব্যবসায়ীর ফ্ল্যাটে হানা দেন আয়কর বিভাগের আধিকারিকরা। জানা গিয়েছে, অভিজাত আবাসনের ইটিসি লবির ১২৯ নম্বর ফ্ল্যাটে থাকেন ওই ব্যবসায়ী। সূত্রের খবর, ওই ব্যক্তির কাছে থাকা বিভিন্ন ধরনের নথিপত্র খতিয়ে দেখা হয়। মূলত আয়কর দপ্তরের কর্তারা জানতে চান, এই ব্যক্তি কী ধরনের ব্যবসা করেন, আর্থিক কী কী লেনদেন হয়েছে, ব্যবসা কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। পাশাপাশি ব্যাঙ্কেরও নথিপত্র খতিয়ে দেখেন। ব্যবসায়ীর আয়কর রিটার্নের ফাইলও চান আধিকারিকরা।

ভ্যাকসিন কাণ্ডে নাম প্রভাবশালীদের!

নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কায় সিবিআই তদন্তের দাবিতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ দেবাঞ্জন দেব

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: করোনার বাড়বাড়ন্তের সময় ভুয়ো আইএএস দেবাঞ্জন দেবের ভুয়ো ভ্যাকসিনেশন তোলপাড় ফেলে দিয়েছিল। পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল কসবার দেবাঞ্জন দেবকে। সেই দেবাঞ্জন দেব বৃহস্পতিবার নিরাপত্তা ও তদন্তভার সিবিআই-কে দেওয়ার আবেদন নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন। তাঁর অভিযোগ, গোটা ঘটনায় কলকাতা পুলিশ মাথাদের আড়াল করার চেষ্টা করছে। ইতিমধ্যেই ইডি আর্থিক দুর্নীতি নিয়ে তদন্ত করার পাশাপাশি ভ্যাক্সিন কাণ্ডেও তদন্ত শুরু করছে। মামলাকারীর আইনজীবীর বক্তব্য, ভ্যাক্সিন কাণ্ডে অনেক প্রভাবশালীর নাম উঠে আসায় প্রাণহানির আশঙ্কা রয়েছে দেবাঞ্জনের। সেই কারণেই নিরাপত্তা দেওয়া হোক। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। আগামী বুধবার শুনানির সম্ভবনা।প্রসঙ্গত, দেবাঞ্জনের বিরুদ্ধে কলকাতা পুলিশের বিভিন্ন থানায় মোট ১১টি মামলা রুজু করা হয়েছিল। ৮ মামলায় জামিন মঞ্জুরও হয় দেবাঞ্জনের। সেই দেবাঞ্জনই এবার কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তার দাবি জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন।

টেটের দিনেই গীতাপাঠ, ভোগান্তি এড়াতে বাড়তি বাসের ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আগামী ২৪ ডিসেম্বর রাজ্যের প্রাথমিকে টেট পরীক্ষা। ওইদিনই রাজ্যে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অনুষ্ঠান। কলকাতায় হবে গীতাপাঠ। অনুষ্ঠানস্থলে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রচুর লোকসমাগম হবে বলেই মনে করা হচ্ছে। যার জেরে যানজটে পরীক্ষাকেন্দ্রে যেতে অসুবিধেয় পড়তে পারেন পরীক্ষার্থীরা। এই পরিস্থিতিতে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছতে যাতে সমস্যা না হয়, সেকারণে পরিবহণ দপ্তরকে বাড়তি বাসের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব এইচ কে দ্বিবেদী। পাশাপাশি পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষাকেন্দ্রে মোবাইল ফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বুধবার নবান্নে টেট পরীক্ষার আয়োজন নিয়ে মুখ্যসচিব এইচ কে দ্বিবেদীর উপস্থিতিতে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হয়। সেখানে একাধিক সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে সবথেকে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে পরিবহণ ব্যবস্থার উপর। কারণ ওইদিনই রাজ্যে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির গীতাপাঠের অনুষ্ঠান। একই সঙ্গে বাড়তি ট্রেন-মেট্রো চালানোর আবেদনও করা হতে পারে। গতবারের তুলনায় কমেছে এবারের টেট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা। তিন লক্ষেরও বেশি পরীক্ষার্থী দেবেন এবারের টেট। দুপুর ১২ টা থেকে পরীক্ষা শুরু হবে।

কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের মঞ্চে ফোকাসে বিদেশি চলচ্চিত্রকাররাও

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের নক্ষত্রদের কথা তুলে ধরার পাশাপাশি রাখা হয়েছে ওসমান সেমবেন-এর মতো প্রতিবাদী চলচ্চিত্রকারদেরও। ২৯ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে তাঁরই জন্ম শতবর্ষে বিশেষ সম্মান জানানো হচ্ছে ওসমান সেমবেনকে।

আফ্রিকার দক্ষিণ পশ্চিম কোণের এক ক্ষুদ্র শহরে জন্ম এই ওসমান সেমবেনের। পরে এই ওসমান সেমবেনই আফ্রিকা মহাদেশের বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার হিসেবে পরিচিতি পান। তাঁর প্রতিবাদী সত্তার প্রতিফলন ঘটেছিল তাঁরই লেখা পরপর তিনটি উপন্যাসে। কিন্তু তাঁর দেশের অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিতরা পড়বেন কী করে? অথচ তাঁদের জীবনচর্চা নিয়েই তো লেখা এই তিনটি উপন্যাস। ডক কর্মীদের ওপর তাঁদের শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের দুর্ব্যবহার ছাড়াও নানা দৈনন্দিন অত্যাচার আর নিপীড়নের কথা প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর লেখায়। তাঁর লেখা বিশেষভাবে সমাদৃত হল চিন, কিউবা, রাশিয়ার মতো সাম্যবাদী দেশগুলোতেও। কিন্তু দেশের মানুষের যদি তাঁর এই লেখা বুঝতেই না পারেন তাহলে উপায়! বেছে নিলেন সিনেমাকে। যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে অতি সহজেই পৌঁছে দেওয়া যাবে তাঁর বক্তব্যকে। এদিকে সেনেগাল স্বাধীন হয়েছে ১৯৬০ সালে। উপনিবেশবাদ বা নব্য উপনিবেশবাদে জর্জরিত সেনেগাল বা আফ্রিকা মহাদেশে বিশেষত যেগুলি মরুভূমির ওপ্রান্তে অবস্থিত সেখানে নিজস্ব সিনেমার কোনও সংস্কৃতিই তখনও তৈরি হয়নি। যা কিছু হতো সবই সাহেবদের টাকায়। প্রযোজক ব্যাপারটা সম্পর্কে কারও কোনও সম্যক ধারণাই নেই তখন। তাই নিজের সঞ্চয় থেকেই শুরু করলেন চলচ্চিত্র প্রযোজনা। প্রথম চলচ্চিত্র ‘ব্যারম ব্যারেট’। যা আদতে ছিল একটা তথ্যচিত্র। এক টাঙ্গাওয়ালার নিজের দেশের মানুষের কাছেই সর্বস্বান্ত হয়ে যাওয়ার কাহিনি। এরপর তৈরি করলেন ৬০ মিনিটের ‘লা মেয়ার দ্যু’ অর্থাৎ কালো মেয়ের গল্প। এই সিনেমার সংলাপ হল ফরাসিতে। কিন্তু উসমান তো চাইছেন মাতৃভাষায় এক ছবি করতে। কারণ, মাতৃভাষায় সিনেমা না হলে দেশের মানুষের দর্বলতা তুলে ধরবেন কী করে! তাই মাতৃভাষা ওলফ-এ তৈরি হল ‘মানডাবি’। বহুদিনের ইচ্ছে বাস্তবে রূপ পেল। নব্য উপনিবেশবাদের কঙ্কালসার চেহারা তুলে ধরা থেকে শুরু করে নিজের সংস্কৃতির হারিয়ে যাওয়া নানা বিষয় নিয়ে ছবি করলেন ওসমান সেমবেন। সেখানে ছিল নানা বিতর্কিত বিষয়বস্তুও। যেমন ২০০৪-এ তাঁরই শেষ ছবি ‘মুলাডে’। নারীর জননেন্দ্রিয় ছেদনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ প্রতিধ্বনিত হয় তাঁর এই ছবিতে। ২০০৪-এর কান চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত হয় এই ছবিটি।

শুধু ওসমান সেমবেনই নন, এবারের কলকাতা আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের মঞ্চে মিশে গেল দুই দেশ। এবারের ফিল্মোৎসবে স্পেশ্যাল ফোকাসে রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার দুই পরিচালক ব্রুস বেরেসফোর্ড আর রলফ ডি হিয়ার। একাধারে লেখক, পরিচালক প্রযোজক রলফ তাঁর ছবি নির্মাণের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেন সাধারণ মানুষের গল্পকে। জীবন থেকে উঠে আসা চরিত্ররাই তাঁর ছবিতে মুখ্য হয়ে ওঠে। এদিকে বর্ণবৈষম্য সারা বিশ্বে বড় এক সমস্যা। আর সেটাকেই তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর ছবিতে। যদিও তিনি মনে করেন এইটুকুতে আটকে থাকলে হবে না। মানুষকে আরও বেশি সচেতন হতে হবে। এদিকে আবার এবারের কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ব্রুস বেরেসফোর্ডের ছটি ছবি দেখানো হচ্ছে। যার মধ্যে রয়েছে অস্কারপ্রাপ্ত ‘ডাইভিং মিস ডেইজি’। আছে ‘মিস্টার জনসন’ও। এখানে বলে রাখা শ্রেয়, ব্রুস-এর বেশকিছু ছবির কাহিনি বাস্তব থেকেই নেওয়া।

সম্পাদকীয়

অনৈতিক দাম্ভিকতার প্রদর্শন দেশবাসীর কাছে মোটেও সুখকর নয়

নির্বাচন এলেই ক্ষমতাসীন দলের প্রধান যে ভাবে ভোটারদের প্রভাবিত করেন, তাতে ভোট প্রক্রিয়ায় গণতান্ত্রিকতাই বিপন্ন হয়ে পড়ে! ক্ষমতায় থাকার জন্য মানুষের সিদ্ধান্তের উপর নেতারা কিছুতেই আস্থা রাখতে পারছেন না। তাই এই লোভের ললিপপ দর্শন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'রেউড়ি রাজনীতি'র বিরোধিতা করেন বটে, কিন্তু ভোট এলে নিজেই তাঁদের 'উপহার' দেওয়ার তাগিদটাও বড্ড বেশি অনুভব করেন! নির্বাচন বিধিকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে তিনি ঘোষণা করেছেন, প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনার অধীন আরও পাঁচ বছর বিনামূল্যে রেশন দেওয়ার বন্দোবস্ত তিনি করছেন। এই ঘোষণা কি নির্বাচন কমিশনের ভোটবিধির কার্যকারিতার মধ্যেই করতে হবে? এই ঘোষণা আরও ছয়-সাত মাস, কিংবা বছরখানেক আগেই ঘোষণা করে রাখলে কী এমন ক্ষতি হত? শুধু নজরানা বা উপহার বিলি করে ভোট আদায় করা গণতান্ত্রিক পন্থা নয়। আর দেশের প্রকৃত কল্যাণ চাইলে এই ক্ষমতাশালীদের এই দান খয়রাতির রাজনীতি শুধুমাত্র যথেষ্ট নয়। কারণ, তা দেশে উন্নয়নের গতি আনতে ব্যর্থ হয়। মানুষের মধ্যে কর্মক্ষমতা বাড়ানো, কর্মদিবস আরও বাড়িয়ে তুলে উৎপাদন বৃদ্ধিতে গতি আনতে পারে না। বুঝতে পারছি ক্ষমতাই শ্রেষ্ঠ। ক্ষমতাই একমাত্র লক্ষ্য। বিরোধীরা কিছুতেই ভাগ বসাতে যাতে না পারেন ক্ষমতার মধুভান্ডে, তারই জন্য প্রধানমন্ত্রীর এই অন্ন দান! প্রশ্ন হল, বিনামূল্যে রেশন ব্যবস্থার প্রচলন করেও যদি তাঁরা নির্বাচনে পরাজিত হন, ক্ষমতা যদি হাতে না পান তা হলে? তখন কি এই ভাবে দান বা নজরানা প্রদানের প্রচলন তুলে দেওয়ার আন্দোলনে অংশ নেবেন? না কি আইন বদলে দেওয়ার বিষয়ে চাপ দেবেন? এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই অনৈতিক দাম্ভিকতার প্রদর্শন দেশবাসীর কাছে মোটেও সুখকর নয়, তা সে প্রধানমন্ত্রী হন বা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীই হন!

শাশ্বত কথা

সত্যের আঁট

আমার এই অবস্থার পর মাকে ফুল হাতে করে বলেছিলাম, মা! এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও মা, এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও মা, এই নাও তোমার ভাল,এই নাও তোমার মন্দ, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও মা, এই নাও তোমার পুণ্য, এই নাও তোমার পাপ, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও মা। যখন এই সব বলেছিলুম, তখন এ-কথা বলতে পারি নাই মা! এই নাও তোমার সত্য, এই নাও তোমার অসত্য'। সব মাকে দিতে পারলুম, 'সত্য' মাকে দিতে পারলুম না।

— শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

জন্মদিন

আজকের দিন

শর্মিলা ঠাকুর

১৯০০ বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্করের জন্মদিন।
১৯৩৫ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ধর্মেন্দ্রর জন্মদিন।
১৯৪৪ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুরের জন্মদিন।

জীবনের কঠিনতম ও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের নাম জীবনযুদ্ধ

স্বপনকুমার মণ্ডল

জীবনযুদ্ধ যে শেষ পর্যন্ত এককের লড়াই, একের লড়াই, নিজের সঙ্গেই নিজের যুদ্ধ। সে যুদ্ধ যে শেষ হবার নয়। অতৃপ্ত জীবনে অনন্ত চাহিদা, নিরন্তর যুদ্ধ। অস্তিত্ব গড়ে তোলা থেকে টিকিয়ে রাখার সঙ্গে সঙ্গে অন্তহীন উত্তরণের প্রয়াসের মধ্যেই যুদ্ধের সক্রিয়তায় জীবনের পরিচয় স্বাভাবিকতা লাভ করে। সেখানে জীবন ও যুদ্ধের নিবিড় সম্পর্ক। আবার এই যুদ্ধের মধ্যেই জীবনের পরিচয় বর্ণরঙিন হয়ে ওঠে। জীবনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে এই যুদ্ধই প্রতিযোগিতাকে সহযোগিতা করে তোলে। এতে ধ্বংসের হাহাকার নেই, আছে সৃষ্টির আনন্দ। নিজের মধ্যেই নিজেকে নতুন করে খুঁজে পাওয়ার আত্মশক্তিই এই যুদ্ধের রসদ জুগিয়ে চলে। এই যুদ্ধে কেউ পরাজিত হয় না। কেননা মানুষের বিপুল সম্ভাবনাময় জীবন আজীবন সক্রিয় থাকে। সেখানে যুদ্ধ জয়ের গরিমায় জীবন যেমন প্রাণবন্ত হয়, পরাজয়ের মধ্যেও তেমনই আত্মগৌরব লাভ করে। জীবনে ব্যর্থতার মধ্যে সেই জীবনযুদ্ধে পরাজিত সৈনিকের গ্লানিবোধের মধ্যেই যোদ্ধার আভিজাত্যবোধ স্বমূর্তি ধারণ করে। এজন্য জীবনের উপান্তে এসে জীবনের ব্যর্থতাবোধেও সেই যুদ্ধ না করার জন্য খেদ গলায় দলা পাকিয়ে ওঠে, আফশোস বাকি জীবনে অবিরত ঝরে পড়ে। শুধু তাই নয়, জীবনের অর্জন এই যুদ্ধের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। জীবনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই এই যুদ্ধের লক্ষ্য। এজন্য এই যুদ্ধের অপর নাম জীবনসংগ্রাম। যার জীবনে এই সংগ্রাম নেই, সে বড় অভাগা।

যুদ্ধভীতি যোদ্ধারও থাকে, বীরের মনেও উঁকি দেয়। সেখানে যুদ্ধকে ধর্মের বর্ম পরিয়ে ধর্মযুদ্ধের কথা বলা হলেও তার ধ্বংসাত্মক হত্যালীলা কখনও মানুষকে প্রাণিত করেনি বা করে না। স্বাধীনতা-যুদ্ধের পরে জয়ীর আনন্দ-উল্লাসের মধ্যেও পরাজিতের গ্লানিবোধেও করুণার উদ্রেক করে, শোকতাপ, বিচ্ছেদবেদনার বিষণ্ণতাবোধ জেগে ওঠে। সেখানে যুদ্ধ মানেই হত্যালীলা, ধ্বংসের নিবিড় আয়োজন । প্রাণসংশয় থেকে অস্তিত্ব সংকট সবেতেই যুদ্ধের বিভীষিকা মনকে সচকিত করে তোলে। আবার যুদ্ধের ভয়ঙ্কর বিকট অশান্ত মূর্তির পাশেই তার আরও একটি প্রশান্ত মূর্তি আছে যা জীবনকে নতুন জীবনের হাতছানি দিয়ে প্রতিমায় পরিণত হয়। সেখানে যুদ্ধ প্রাণ কেড়ে নেয় না, বরং মৃতপ্রায় জীবনকে প্রাণিত করে অবিরত। শুধু তাই নয়, আহার, নিদ্রা,মৈথুনের পাশবিক জীবন থেকে মানবিক জীবনের উৎকর্ষে তার অনস্বীকার্য ভূমিকা। আসলে মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে যুদ্ধের বহুমুখী ও বহুমাত্রিক বিস্তার আজীবন জুড়ে। তার নামই জীবনযুদ্ধ। সে যুদ্ধের সঙ্গে জীবনের অবিচ্ছেদ্য যোগ নিরন্তর প্রবহমান। তার মধ্যে মৃত্যুর ভয় নেই, আছে জয় করার দুর্বার দুর্জয় হাতছানি। সেই যুদ্ধকে মানুষ আপনার করে নিয়ে আপনাকেই ছাড়িয়ে ওঠে। জীবনের সিঁড়ির মতোই তার উত্তরণ প্রকৃতি। ক্লান্ত হলেও মানুষ স্বেচ্ছায় তাতে ভর দিয়ে এগিয়ে চলে,উপরে ওঠে। বিশ্বাসই জীবনযুদ্ধের চালিকাশক্তি। সে কারণে এই যুদ্ধ শুধু উত্তরণের পথে সামিল করে না,নতুন জীবনেরও হাতছানি দেয় । স্বাভাবিক ভাবেই, এই যুদ্ধ জয়ের আনন্দ জীবনকে নিরন্তর সচল রাখে, এগিয়ে দেয়, চরৈবেতির মন্ত্রে উজ্জীবিত করে অবিরত। এজন্য এই যুদ্ধ কাউকে হারিয়ে দেয় না, বরং জেতানোর জন্য ওৎ পেতে থাকে। আসলে মানুষের অপরাজেয় জীবনীশক্তিই তার জীবনযুদ্ধের বিশল্যকরণী। তার সঞ্জীবনীসুধায় মানুষের জীবনযুদ্ধ আজীবন জারি থাকে।

আধুনিক বিশ্বে মানুষের অধিকার চেতনার তীব্রতায় যুদ্ধের নৃশংসতায় যেমন মানবসভ্যতাই বিপন্ন হয়ে পড়েছে, জীবনযুদ্ধও তেমনই তীব্রতর সংকটের মুখোমুখি। চাহিদা ও জোগানের ভারসাম্যের অভাবে জীবন যত প্রতিযোগিতামুখর হয়ে ওঠে, তাতে তত প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেমে আসে, জীবনের লড়াই ততই তীব্র আকার ধারণ করে। আর প্রতিদ্বন্দ্বিতাই তো নামান্তরে যুদ্ধ হয়ে ওঠে। আধুনিক বিশ্বে ভোগের তীব্র হাতছানি ও চাহিদাই মানুষের মানবমুখিতাকে পাশবিকতার দিকে সক্রিয় করে তুলেছে। সেখানে 'বাঁচো ও বাঁচাও'র নীতি বা আদর্শের চেয়ে 'নিজে বাঁচলে বাপের নাম' থেকে 'চাচা আপন জান বাঁচা'ই নয়, 'আমাকে আমার মত থাকতে দাও'-এর মতো বিচ্ছিন্নতাবিলাসী ভোগী জীবন আমাদের স্বার্থপর দৈত্যে পরিণত করে। আধুনিকতার মধ্যে যে মানবমুখী চেতনার শ্রীবৃদ্ধিতে কল্যাণকামী মানবতা বিস্তারের প্রবল সম্ভাবনা ছিল, তাই সময়ান্তরে সুবিধাবাদী স্বার্থপর দৈত্যের সংখ্যাবৃদ্ধির সহায়ক হয়ে উঠেছে। সেক্ষেত্রে আধুনিক চেতনায় মানুষের মধ্যেই আত্মসচেতনতা যত নিবিড়তা লাভ করেছে,তত তার মধ্যে সমষ্টিগত কল্যাণচেতনা হ্রাস পেয়েছে, ততই আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপরতা প্রকট হয়ে উঠেছে। এই স্বার্থপরতাই জীবনযুদ্ধকে আরও কঠিন করে তোলে। এজন্য আধুনিক ভোগসর্বস্ব জীবনে জীবনযুদ্ধ আরও তীব্রতর হয়ে উঠেছে। একে বিচিত্র প্রকৃতির ভোগের হাতছানি, তার সঙ্গে ভোগকে করায়ত্ত করায় তীব্র প্রতিযোগিতায় সামিল হওয়া, তারও উপরে ভোগকে ভালো করে উপভোগ করার অস্থিরতাবোধে সর্বত্র যুদ্ধের দামামা বেজেই চলে। এ যেন কষ্ট করে পড়াশোনা শিখে চাকরি পেয়েও সুখ নেই। কেননা পরিবারের মধ্যে থেকে সবাই মিলে ভোগকে উপভোগ্য করতে না পারার অস্থিরতা চেপে বসে। আসলে ভোগের ধর্মই বিচ্ছিন্নকরণ। আগে একটা রেডিও বা টিভি সবাই মিলে শুনত বা দেখত, এখন হাতে হাতে মোবাইলে ছিন্নমূল পরিবার। সেখানে প্রত্যেকেরই অতৃপ্ত মনের ক্ষুধা নিরন্তর অস্থির করে তোলে, একই পরিবারের মধ্যেই সকলে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের বাসিন্দা । সুখের ঠিকানা পেয়েও সুখের কিনারা খুঁজে না পাওয়ার অতৃপ্তি সব পেয়েও কিছুই না পাওয়ার অসন্তোষ আধুনিক মানুষকে কুরে কুরে খায়। এজন্য ভোগের হাতছানিতে পরিবার ভেঙে যায়, একাকিত্ব অনিবার্য হয়ে ওঠে। আবার একা আত্মসাৎ করতে গিয়েও মনে শান্তি মেলে না। ভোগবিলাস যে জীবনকে শুধু বিচ্ছিন্নই করে না, আরও তীব্রতর প্রতিযোগিতার সামিল করে। অন্যের বেশি ভোগবিলাসে মনের সুখ চলে যায়, আরও বেশি ভোগবিলাসের আয়োজনে আরও যুদ্ধের প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে ওঠে। জীবন যত এগিয়ে যায়,চাহিদার বিকৃত ক্ষুধা তত বাড়ে, জীবনযুদ্ধ ততই কঠিনতর হয়ে ওঠে।

অন্যদিকে বিপুল জনতার মধ্যে থেকেও মানুষের মনের বিচ্ছিন্নতাবোধ তার জীবনযুদ্ধকে আরও ভারী করে তোলে। সেই ভারে নতজানু মানুষের 'লড়াই লড়াই লড়াই চাই/লড়াই করে বাঁচতে চাই' শ্লোগানও একসময় নীরবতা পালন করে। কেননা জীবনযুদ্ধ যে শেষ পর্যন্ত এককের লড়াই, একের লড়াই, নিজের সঙ্গেই নিজের যুদ্ধ। সে যুদ্ধ যে শেষ হবার নয়। অতৃপ্ত জীবনে অনন্ত চাহিদা, নিরন্তর যুদ্ধ। অস্তিত্ব গড়ে তোলা থেকে টিকিয়ে রাখার সঙ্গে সঙ্গে অন্তহীন উত্তরণের প্রয়াসের মধ্যেই যুদ্ধের সক্রিয়তায় জীবনের পরিচয় স্বাভাবিকতা লাভ করে। সেখানে জীবন ও যুদ্ধের নিবিড় সম্পর্ক। আবার এই যুদ্ধের মধ্যেই জীবনের পরিচয় বর্ণরঙিন হয়ে ওঠে। জীবনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে এই যুদ্ধই প্রতিযোগিতাকে সহযোগিতা করে তোলে। এতে ধ্বংসের হাহাকার নেই, আছে সৃষ্টির আনন্দ। নিজের মধ্যেই নিজেকে নতুন করে খুঁজে পাওয়ার আত্মশক্তিই এই যুদ্ধের রসদ জুগিয়ে চলে। এই যুদ্ধে কেউ পরাজিত হয় না। কেননা মানুষের বিপুল সম্ভাবনাময় জীবন আজীবন সক্রিয় থাকে। সেখানে যুদ্ধ জয়ের গরিমায় জীবন যেমন প্রাণবন্ত হয়, পরাজয়ের মধ্যেও তেমনই আত্মগৌরব লাভ করে। জীবনে ব্যর্থতার মধ্যে সেই জীবনযুদ্ধে পরাজিত সৈনিকের গ্লানিবোধের মধ্যেই যোদ্ধার আভিজাত্যবোধ স্বমূর্তি ধারণ করে। এজন্য জীবনের উপান্তে এসে জীবনের ব্যর্থতাবোধেও সেই যুদ্ধ না করার জন্য খেদ গলায় দলা পাকিয়ে ওঠে, আফশোস বাকি জীবনে অবিরত ঝরে পড়ে। শুধু তাই নয়, জীবনের অর্জন এই যুদ্ধের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। জীবনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই এই যুদ্ধের লক্ষ্য। এজন্য এই যুদ্ধের অপর নাম জীবনসংগ্রাম। যার জীবনে এই সংগ্রাম নেই, সে বড় অভাগা। তার জীবনের পাঠ অসমাপ্ত থেকে যায়। তার জীবনটাই গড়ে ওঠে না। জীবনকে খাঁটি ও পূর্ণ করার স্বার্থেই জীবনযুদ্ধ জরুরি। জীবনযুদ্ধ তো আসলে জীবনের পাঠশালা। আজীবন নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তার জীবনবোধ গড়ে তোলার পাঠদান করে চলে। অন্যদিকে এই যুদ্ধে হারানোর ভয় না থাকায় প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনায় এই যুদ্ধ মনকে নিত্যনতুন রূপে আকৃষ্ট করে চলে। অথচ তাতে হারিয়ে যাওয়ার ভয় নেই, হারানোর আতঙ্ক নেই, শুধু জিতিয়ে দেওয়ার নিশ্চয়তা আছে। শুধু তাই নয়, জীবনের মধ্যেই অনন্য জীবনের স্বপ্ন দেখায় এই অপরিহার্য যুদ্ধ। এজন্য তা সবসময়ই স্বাগত।

অন্যদিকে ক্ষণকালের জীবনকে চিরকালের জীবনে রূপান্তরের সাধনায় জীবনযুদ্ধের জুড়িমেলা ভার। এই যুদ্ধের মাধ্যমেই মেলে জীবনের অমরত্বের হাতছানি। মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকার আয়োজন এই জীবনযুদ্ধের মাধ্যমেই সম্পন্ন হতে পারে। অবশ্য বাইরের যুদ্ধের হতাহত বা নৃশংসতা এই যুদ্ধে না থাকলেও তার মূল্য চোকাতে অপরিসীম কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। বাইরের যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেও জীবনযুদ্ধ অবিরত ও অবারিত চলতেই থাকে। সূর্যের মতো এই যুদ্ধে নিজেকে পুড়িয়ে নিজের আলো ছড়াতে হয়। শুধু তাই নয়, জীবনযুদ্ধ বাইরের সভ্যতাবিমুখ নৃশংস যুদ্ধের চেয়েও কঠিন । কেননা এই যুদ্ধ একান্তভাবেই আত্মগত অন্তঃস্থিত অদৃশ্য যুদ্ধ। এতে বাইরের যুদ্ধের মতো শত্রুমিত্রের স্বচ্ছতা নেই, কে শত্রু আর কে মিত্র আগাম বোঝা যায় না। পথও অজানা। এজন্য এতে দেহবল জরুরি নয়, কিন্তু মনোবল আবশ্যিক। বাইরের যুদ্ধ রক্তারক্তি না থাকলেও তাতে প্রতিমুহূর্তে ক্ষতবিক্ষত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। সেক্ষেত্রে আত্মসংযম ও আত্মত্যাগ এবং আত্মশক্তির আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান না হলে জীবনযুদ্ধে বেশি দিন স্থায়ী হওয়া যায় না। এজন্য অনেক বীর যোদ্ধাও জীবনযুদ্ধে অসফল সৈনিক, অনেক অসীম ক্ষমতাশালিও এই যুদ্ধে বিমুখ হয়ে থাকে। অন্যদিকে সফল মানুষমাত্রেই জীবনযুদ্ধের অপরাজেয় সৈনিক। বাইরে যুদ্ধ যেখানে অচিরেই বিরতি নেয়, সময়ান্তরে থেমে যায়, জীবনযুদ্ধ সেখানে একান্ত সংগোপনে নীরবে নিভৃতে অবিরত চলে আমৃত্যু। জীবন যে গোলাপের বিছানা নয়,তা বাইরের যুদ্ধ নয়,অন্তরের যুদ্ধেয় প্রতীয়মান। বাইরের যুদ্ধ একসময় থেমে গেলেও জীবনযুদ্ধ অবিচ্ছিন্ন অবিরল চলে নিরবধি। যুদ্ধের ভয়ঙ্কর প্রতাপ জীবনযুদ্ধের মধ্যে আরও ঘনিয়ে ওঠে,আরও ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। বাইরের যুদ্ধের ধ্বংসলীলাকে কাটিয়ে ওঠার জন্যও জীবনযুদ্ধের বনেদি আয়োজন। এজন্য জীবন জুড়েই জীবনযুদ্ধের আরতি চলে। জীবনের রাজত্বে জীবনযুদ্ধ অনিবার্য। দাসত্বকেই মেনে নিলে এই যুদ্ধের বিরতি মেলে বা থেমে যায়। জীবনযুদ্ধই যে জীবনের উত্তরণ থেকে উৎকর্ষের সোপান! আর সে কারণেই যুদ্ধের সেরা জীবনযুদ্ধ যা মানুষের অপরাজেয় প্রকৃতিকে চির সবুজ ও সজীব করে রাখে নিরন্তর।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

সাহিত্যিক সমরেশ বসু ও তাঁর জীবন সংগ্রাম

ডাঃ শামসুল হক

যন্ত্রণাই যে সৃষ্টির মুখ্য মূলভূমি, জীবনের সেই মহা সত্যটাকেই মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন সাহিত্যিক সমরেশ বসু। তাই তো দুঃখময় জীবনযাত্রার ধারাবাহিকতা উপলব্ধি করতে করতেই তিনি রচনা করেছিলেন এমনই অনেক রচনা যা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে সক্ষম হয়েছিল তো বটেই, পাশাপাশি তাঁকে দেখিয়েছিল সৃষ্টির নিত্যনতুন অনেক পথের সন্ধান ও। তিনি লিখেছিলেন স্বনামে, আবার ছদ্মনামেও । আর প্রতিটি রচনার ক্ষেত্রেই তিনি রেখেছিলেন নতুনত্বের ছোঁয়াও। ১৯২৪ সালের ১১ ই ডিসেম্বর জন্ম তাঁর ঢাকার বিক্রমপুরের কাছে রাজানগর গ্রামে। একেবারে বালক বেলা থেকে চরম দারিদ্র্যের মধ্যেই বেড়ে ওঠা তাঁর। প্রাথমিক পর্বের লেখাপড়া শুরু গ্রামেরই স্কুলে। তারপর পদ্মা টপকে চলে আসেন গঙ্গার তীরে। চন্দননগরের অপর পাড় নৈহাটিতে নতুনভাবে জীবন শুরু হয় তাঁর। তখন শৈশব পার করে সবেমাত্র কৈশোরের দরজায় পা রেখেছেন তিনি। দারিদ্র্যের মধ্যেই টালমাটাল পরিস্থিতিতে কাটে তাঁর ছাত্রজীবন। কিন্তু সেইভাবে খুব বেশি দিন চলা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। মাত্র সতের বছর বয়সেই যবনিকা নামে তাঁর শিক্ষাজীবনের। তারপর পার্টির পোস্টার লেখা দিয়েই শুরু তাঁর কর্মজীবন। তাই দিয়ে টুকটাক যা রোজগার হত তাতে সংসারের যাবতীয় সমস্যা না মিটলেও সেজন্য কখনও কোন ক্ষোভ ও প্রকাশ করেননি তিনি।

কিন্তু সেইভাবে আর চলতে পারে কতদিন? তাই একসময় সবকিছু ছেড়ে চাকরি নিতে হয় তাঁকে ইছাপুর বন্দুক কারখানায়। সেটা ১৯৪৩ সালের কথা। বন্দুক কারখানায় তিনি যোগ দেন একজন সাধারণ কর্মী হিসেবেই। কাজ ও করছিলেন বেশ মন দিয়ে। কিন্তু সংগ্রামী মন তাঁর। দুঃখ আর দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন কাটাতে কাটাতেই সেই বয়সে তাঁর মনের মধ্যে অজান্তেই বাসা বেঁধেছিল বিদ্রোহের ই অগ্নিশিখা। তাই চাকরির মাঝখানেই একসময় তিনি আবার ভাসতে শুরু করেছিলেন শ্রমিক আন্দোলনের ই মহা স্রোতে। সেইভাবে কয়েক মাস চলার পর তিনি আবার জড়িয়ে পড়েছিলেন কমিউনিস্ট আন্দোলনেও। তারপর আস্তে আস্তে নাম নথিভুক্ত করেন ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য তালিকাতেও। পরে কমিউনিস্ট পার্টির একজন সক্রিয় সদস্য ও হয়ে ওঠেন।

সেইসময় পার্টির কাজকর্ম করছিলেন বেশ গুরুত্বের সঙ্গেই। কিন্তু পাশাপাশি চালিয়ে যাচ্ছিলেন লেখালেখির কাজও। আগুন ঝরা লেখনীর মাধ্যমে তিনি তখন ব্যাপক সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন পার্টিরই অন্দরে। লিখতে শুরু করেছিলেন অজস্র গল্প এবং প্রবন্ধ। সেগুলো আবার প্রকাশ পেতে শুরু করে কলকাতা সহ রাজ্যের অন্যান্য স্থানের ছোটবড় সমস্ত পত্রপত্রিকা বা সংবাদপত্রেও। আর তার ই ফলে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর নামও। কিন্তু সেইভাবে চলেনি খুব বেশি দিন। ধীরে ধীরে রাজনীতির ই শিকার হয়ে উঠেছিলেন তিনি। হতে নিতে শুরু করেছিলেন পার্টির অনেক গোপন এবং গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও। ফলে একসময় তাঁর নামটাও পৌঁছে যায় গোয়েন্দা দপ্তরে। আর তারই ফলস্বরূপ ১৯৪৯ সালে পুলিশ তাঁকে পৌঁছে দেয় কারাগারেরই অন্ধকার গহ্বরে।

সেইসময় সমব্যথী অথবা পথপ্রদর্শক হিসেবে কেউই কিন্তু এসে দাঁড়াননি তাঁর পাশে। ফলে মনে মনে একটু ক্ষুব্ধও যে তিনি হননি তাও নয়। কিন্তু অসামান্য চারিত্রিক দৃঢ়তার বলেই নিজেকে সংযত রাখা সম্ভব হয়েছিল তাঁর পক্ষে। অবশ্য সেটাই ছিল তাঁর স্বভাবসুলভ আচরণ। কারণ তখন ও পর্যন্ত তাঁর জীবনটাই প্রবাহিত হচ্ছিল দুঃখ, কষ্ট এবং যন্ত্রণাময় সময়ের সঙ্গে সমতা বজায় রেখেই। তাই সেই ঘটনায় মোটেও অবাক হননি তিনি। বরং মনে মনে ভীষণভাবেই উপভোগ করছিলেন নতুন জীবনের অভিনব সব পর্বগুলোকেই। আর তার ই মধ্যে তিনি লিখে ফেলেছিলেন তাঁর সেই কালজয়ী উপন্যাস উত্তরঙ্গ।

জেলখানার অন্ধকারে লেখা সেই প্রথম উপন্যাসটাই শ্রমিক সমরেশ বসুকে আস্তে আস্তে চেনাতে শুরু করেছিল সাহিত্য জগতের অজানা অচেনা পথটাকেও। বলতে গেলে সেই লেখনীর মাধ্যমেই শ্রমজীবী সেই মানুষটি খুঁজে পেয়েছিলেন সাহিত্য সেতুর প্রতিটা ধাপও। তারপর সেই সিঁড়ি বেয়েই তিনি উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন সাহিত্য ও সংস্কৃতির একেবারে শীর্ষবিন্দুতেই। আর তারপর সব শ্রেণীর মানুষই খুঁজে পেয়েছিলেন সাহিত্যিক সমরেশ বসুকেও। তারপর চাকরি ছেড়ে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত। সম্ভবত বিষময় জীবনের গ্লানি মুছতে অথবা জীবন যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার ইচ্ছেতেই সেদিন তিনি বেছে নিয়েছিলেন ছন্নছাড়া সেই জীবন যাপনকে। আর সেইসময় মনের আবেগেই আবার লিখেও ফেলেছিলেন অনেক ভ্রমণ কাহিনীও। তবে সেইসব লেখা তিনি প্রকাশ করতে চাননি স্বনামে। হয়তো সেটা নিয়ে অন্য কোন ইচ্ছেও মনের মধ্যে পোষা ছিল তাঁর। তাই তো বিষের সঙ্গেই সামঞ্জস্য রক্ষা করে তিনি বেছে নিয়েছিলেন সেই বিখ্যাত ছদ্মনাম কালকূট।

কালকূট নামেই সমরেশ বসু লিখেছিলেন চল্লিশের ও অধিক গ্রন্থ। পুরস্কার ও পেয়েছেন অনেক। মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে পৌরাণিক উপন্যাস শাম্ব লিখে ১৯৮০ সালে পেয়েছেন সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার। আনন্দ পুরস্কার পান ১৯৫৫ সালে।

১৯৮৮ সালের ১২ই মার্চ মারা যান তিনি মাত্র ৬৩ বছর বয়সেই। তখনও পর্যন্ত শক্ত হতেই কলম চালাচ্ছিলেন তিনি। সেইসময় লিখছিলেন তাঁর সেই বিখ্যাত জীবনী গ্রন্থ দেখি নাই ফিরে। শিল্পী রামকিংকর বেইজের জীবন কাহিনী অবলম্বনে তিনি শেষ করতে চাইছিলেন সেই বই লেখার কাজ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। লেখার কাজ অসমাপ্ত রেখেই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল তাঁকে।

এই বৎসর তাঁর ৯৯তম জন্মবার্ষিকী। তাই আগামী ১১ই ডিসেম্বরের কথা মনে রেখে আমরা যেন অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গেই পালন করতে পারি তাঁর সেই জন্মদিবসটিকে।

আজকের দিনে লোক আদালতের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ

সুবল সরদার

বিচারপতি আই পি মুখোপাধ্যায়

আগামী ৯ ই ডিসেম্বর ২০২৩ শনিবার জাতীয় লোক আদালত অনুষ্ঠিত হবে লিগ্যাল সার্ভিসেস অথোরিটি অ্যাক্ট অনুযায়ী। বছরে চারবার ওই লোক আদালত অনুষ্ঠিত হয়। কোভিড পিরিয়ডে ব্যতিক্রম ছিল। National Legal Services Authority (NALSA) র লোক আদালত ওই একই দিনে অনুষ্ঠিত হবে। ওইদিন হাইকোর্ট সহ বিভিন্ন আদালতে জমে থাকা কয়েক লক্ষ মামলার নিস্পত্তি হবে। আমাদের রাজ্যে West Bengal State Legal Services Authority (SLSA) র অফিস কলকাতার সিটি সিভিল কোর্টের ফার্স্ট ফ্লোরে। আগামী শনিবারে রাজ্যে (State Legal Services Authority বা SLSA) সহ জেলা আদালতে (District Legal Services Authority বা DLSA) লোক আদালত অনুষ্ঠিত হবে । ওইদিন হাইকোর্টেও লোক আদালত অনুষ্ঠিত হবে High court Legal Services Committee-র তত্ত্বাবধনে। DLSA এর চেয়ারম্যান ডিস্ট্রিক জজ। SLSA এর বর্তমান কার্যকরি চেয়ারম্যান হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি আই পি মুখোপাধ্যায়। তাঁর সক্রিয় ভূমিকা এবং নিপুণ পরিচালায় আগামী দিনে এই লোক আদালত সুন্দর করে অনুষ্ঠিত হবে আশা করা যায়। তাঁর উৎসাহ, উদ্দীপনা , নিখুঁত পরিষেবা প্রশংসার দাবি করে। সর্বোপরি রাজ্যের সব লোক আদালত তাঁর অধীনেই পরিচালিত হবে । আগে থেকেই নিষ্ঠার সঙ্গে জোর তৎপরতা শুরু করে দিয়েছেন স্টেট লিগ্যাল সার্ভিসেস অথোরিটি র মেম্বার সেক্রেটারি দেব কুমার সুকুল এবং রেজিষ্টার কাম ডেপুটি সেক্রেটারি সুকুমার মন্ডল যাতে সুস্থ, সর্বাঙ্গীন সুন্দর ভাবে এই লোক আদালত সম্পন্ন হয়। লোক আদালত কি? এটা এমন একটা সর্বজনীন ফোরাম যেখানে বিকল্প বিবাদ ও মোকাদ্দমা পদ্ধতি অনুযায়ী আইনের বৈধতা প্রাপ্ত হয়ে দ্রুত নিস্পত্তি হয় আপোষের মাধ্যমে। সাধারণতঃ রেল, টেলিফোন,বিমা কোম্পানি সহ গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃতের ক্ষতি পূরণ, অর্থনৈতিক সংক্রান্ত মামলা, জায়গাজমি সংক্রান্ত এবং অন্যান্য মামলা সহ ফৌজদারি মামলা (যে মামলাগুলো ক্ষমাযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হয়) যা দীর্ঘদিন ধরে কোর্টে পেন্ডিং হয়ে আছে, নিস্পত্তি হবে ওই দিনে। পেন্ডিং এন্ড প্রিডিসপুট লিটিগেশন উভয় মামলা এখানে স্পট সেটেলমেন্ট হয়। সারা রাজ্য জুড়ে কয়েক লক্ষ আবেদন পত্র জমা পড়েছে। দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা মামলাগুলো দ্রুত নিস্পত্তি করা হবে এই লোক আদালতের মাধ্যমে আশা করা যায়। লোক আদালত কোর্টের অংশ, তাই এখানে আইনের সীলমোহর থাকে। এখানে বিচারক হিসেবে থাকেন একজন রিটায়ার্ড বা সিটিং জজ সহ একজন আইনজীবী এবং একজন সমাজ কর্মী। বাদি -বিবাদী র আইনজীবীর উপস্থিতিতে উভয় পক্ষের সম্মতির ভিত্তিতে ওই মামলাগুলো নিস্পত্তি হয়। তবে এখানে আইনজীবীর উপস্থিত অপরিহার্য নয়। উভয় পক্ষের সম্মতির ভিত্তিতে লোকাদালতের বিচারকগণ আদেশ দান করেন। দু'পক্ষের সম্মতিতে হয় বলে উচ্চ আদালতে ওই আদেশের বিরুদ্ধে আর আপিল করা যায় না। লোক আদালতের মাধ্যমে যেমন কোর্টের হয়রানি, মামলা খরচ থেকে বাঁচা যায় তেমনি কোর্টের দীর্ঘসূত্রতা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এখানে লিটিগেন্ট সর্বোচ্চ বেনিফিট পায়। পেইন এন্ড প্লেজার র পরিবর্তে শুধু প্লেজার পাওয়া যায়।

আশা করা যায় গত বছরের তুলনায় এ বছর আরো বেশি কয়েক লক্ষ মামলা নিস্পত্তি হবে। এই জাতীয় লোক আদালত শুরু হয় ১৯৮৮ সাল থেকে। এই লোক আদালতের জনক ছিলেন ভারতের প্রাক্তন বিচারপতি পি এন ভগবতী।

১৯৯৮ সালে ২৩ এপ্রিল পশ্চিম বঙ্গে প্রথম লোক আদালত অনুষ্ঠিত হয়। এই আদালত সত্যি সত্যি জনগণের আদালত। জনগণের কাছে এই লোক আদালত আদালত নয় মুক্তির উৎসব বলা যায়।

বিঘার পর বিঘা ধান জমি এখন জলের তলায়, মাথায় হাত চাষিদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পাকা ধানে মই দিল অসময়ে বৃষ্টি। নিম্নচাপের জেরে বৃষ্টিতে সোনার ফসলের করুণ অবস্থা দেখে মাথায় হাত পড়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলার কৃষকদের। বিঘার পর বিঘা ধান জমি এখন জলের তলায়। পূর্ব বর্ধমান জেলার গলসি,আউশগ্রাম, ভাতার সহ গোটা জেলা জুড়ে একই অবস্থা।

রায়না ১ ব্লকের সেহারা অঞ্চলের বেঁন্দুয়া গ্রামে সুগন্ধি ধান চাষে খ্যাত দক্ষিণ দামোদর এলাকা। পাশাপাশি অন্য প্রজাতিরও ধান চাষ হয় এই এলাকায়। কৃষি নির্ভর এলাকার সিংহভাগ মানুষের রুটিরুজি চলে এই কৃষিকাজ থেকেই।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার। মেঘলা আকাশ, মাঝে মাঝে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি পড়েই চলেছে, কখনো আবার ভারী বৃষ্টি। ফসল তোলার মরশুমে মাথায় হাত পড়েছে চাষিদের। বৃষ্টির কারণ জল দাঁড়িয়ে গিয়েছে ধানের জমিতে। মাঠ থেকে এখনও ঘরে ধান তুলতে পারেনি চাষিরা। প্রথমে শোষক পোকার আক্রমণ তার ওপর এবার এই অসময়ের বৃষ্টি। সারা বছর কিভাবে সংসার চলবে সেই নিয়ে ভেবে কুল কিনারা পাচ্ছেন না কৃষকরা। তাই আপাতত সরকারি সাহায্যের দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন বলে জানান দেবু দাস নামের এক কৃষক।

বেশিরভাগ কৃষক ধান কাটার পর জমিতেই স্তূপ করে ধানের আঁটি জমা করে রেখেছেন। কিন্তু সবই ভিজে গিয়েছে। এর ফলে সেই ধান ঝাড়া অসম্ভব হয়েছে কৃষকের পক্ষে। অন্যদিকে পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার ব্লকে বুধবার থেকে শুরু হয়েছে বৃষ্টিপাত। ভাতার ব্লকের অধিকাংশ অধিকাংশ মানুষের জীবিকা হল ধান চাষ। আর সেই পাকা ধানে মই দিয়ে দিল এই নিম্নচাপ।

বর্তমানে ভাতার ব্লকে কুড়ি শতাংশ মানুষ তাদের ধান কাটতে পেরেছেন বা ঘরে আনতে পেরেছেন। আর বাকি ৮০ শতাংশ ধান মাঠেই পড়ে রয়েছে। এমন অবস্থায় ভাতার ব্লকের চাষিদের মাথায় হাত পড়ে গিয়েছে।

জলে তলায় মাঠের ফসল, হতাশায় চাষিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: জলে ভাসছে মাঠের ফসল। নিম্নচাপের দু'দিনের লাগাতার বৃষ্টিতে থই থই করছে ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিঘার পর বিঘা ধান চাষের জমি। গোপীবল্লভপুর নয়াগ্রাম ঝাড়গ্রাম সদর বেলপাহাড়ি, বিনপুর, লালগড়, শালবনি, ঘাটাল, গড়বেতা-সহ বহু জমি জলের তলায়। ফলে কয়েক হাজার বিঘে জমির ধান নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা করছেন চাষিরা। বৃষ্টি না থামলে মাঠেই নষ্ট হবে ধান। মাঠে কেটে রাখা ধানের অবস্থা আরো খারাপ। এক রকম মাঠেই পড়ে নষ্ট হচ্ছে বিঘের পর বিঘে পাকা ধান। দুই জেলাতেই এবছর ব্যাপক পরিমাণে ধানের চাষ হয়েছে। ফলন হয়েছে উল্লেখযোগ্য। এই সময় পাকা ধান কেটে বাড়িতে আনতে ব্যস্ত ছিলেন চাষিরা। তার মধ্যেই টানা বৃষ্টি বিপাকে ফেলেছে তাদের। অনেকেরই কাটা ধান জমিতে জমে

যাওয়া জলে ভাসছে। যে ধান এখনো কাটা হয়নি সেগুলি টানা বৃষ্টির জেরে ঝড়ে যাচ্ছে। চাষিরা জানাচ্ছেন, ধান চাষ করেই তারা জীবিকা নির্ভর করেন। কিন্তু অসময়ের বৃষ্টিতে সব জলের তলায় চলে গেল। অনেকেই ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ধান চাষ করেছেন। এই বৃষ্টিতে তাদের দুশ্চিন্তা বাড়ছে।

গোবরডাঙা রেলস্টেশনের ১৪১ তম জন্মদিন পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, গোবরডাঙা: ১৪১টি প্রদীপ জ্বালিয়ে রীতিমতো স্টেশনের প্লাটফর্মে কেকে কেটে পালিত হল শিয়ালদা-বনগাঁ শাখার গোবরডাঙা রেলস্টেশনের ১৪১ তম জন্মদিন। তবে এই জন্মদিন পালনের উদ্যোগ রেল কর্তৃপক্ষের নয়, আয়োজন করলেন সংস্থিতির এই শহরের একঝাঁক ইয়ং জেনারেশন। আর তাতেই যোগ দিয়েছেন উপস্থিত রেল যাত্রীরাও। সঙ্গে জন্মদিনের কেক কাটেন রাতে কর্তব্যরত স্টেশন মাস্টার। রেলের ইতিহাস ঘেঁটে জানা যায়, বৃহস্পতিবার থেকে ১৪১ বছর আগে ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে ৭ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে নটায় প্রথম শিয়ালদা থেকে গোবরডাঙা এসেছিল ট্রেন। সেই কথা মাথায় রেখেই, দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে রাতেই গোবরডাঙা স্টেশনে জন্মদিন পালন করা হল। ১৪১টি প্রদীপ জ্বালানো হয় গোবরডাঙা রেল স্টেশনে। পাশাপাশি বেলুন দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়।

সাধারণ নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ **ডেলটন কনসালট্যান্টস লি**, রেজিস্টার্ড অফিস : ১৫ সি আর এভিনিউ, কলকাতা- ৭০০০৭২, এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক [illegible] সার্টিফিকেট নং [illegible] বর্তমান ডিরেক্টর:

ডিরেক্টর	ডিন
শ্রী এইচ এন ভুজাউট	[illegible]
শ্রী শৌভিক কুন্ডু	[illegible]
শ্রী রাজ কুমার বাজাজ	[illegible]

বোর্ডের আদেশক্রমে
শৌভিক কুন্ডু
ডিরেক্টর

কলকাতা
১ ডিসেম্বর, ২০২৩

Recruitment Notice

Applications are invited for the post of Assistant Professor in English (1) for the B.Ed. Section, **Garhchumuk Kolia Teachers' Training College** at Vill.- Kolia, P.O.- Nabagram Sikipur, P.S.- Shyampur, Dist.- Howrah, Pin- 711315. Eligibility and Pay Scale as per NCTE norms. Apply within seven (7) days with CV to e-mail: **info@gkttc.org**. Contact: 9830178526. Details: www.gkttc.org

Sd/-
Secretary
Garhchumuk Kolia Teachers' Training College

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

REGIONAL OFFICE : BANKURA
Machantalla, Near Fancy Market
Bankura, Pin - 722 101, W.B.
Rural Development Department

APPOINTMENT OF BUSINESS CORRESPONDENT SUPERVISOR FOR BANKURA REGION

Central Bank of India, Bankura Region is looking for young candidates / retired bank employees for the post of **Business Correspondent Supervisor** on Annual Contract basis.

For details regarding application form, emoluments, age, qualification, experience, etc., please refer to detailed advertisement displayed on the Bank's Website **https://www.centralbankofindia.co.in**. Application form can be downloaded from the above mentioned website.

Last date & time of receipt of applications date **15.12.2023.**

Sd/- Regional Head
Central Bank of India, Bankura Region

আশিয়ানা হাউজিং লিমিটেড

CIN: L70109WB1986PLC040864
রেজি: অফিস : ১১জি, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১
মুখ্য দপ্তর : ইউনিট নং ৪ ও ৫, ৪র্থ তল, সাউদার্ন পার্ক, প্লট নং ডি-২ সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, নিউ দিল্লি-১১০ ০১৭
ওয়েবসাইট : www.ashianahousing.com
ই-মেল : investorrelations@ashianahousing.com

পাবলিক নোটিস

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে কোম্পানির ইকুইটি শেয়ার সার্টিফিকেট হারানো সম্পর্কে অনুরোধ পেয়েছে, তাঁর হারিয়ে যাওয়া শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে শেয়ার সার্টিফিকেটের একটি প্রতিলিপি ইস্যু করা হবে। যার বিশদ এখানে নীচে দেওয়া হল :

ক্র. নং	নিবন্ধভুক্ত শেয়ারহোল্ডারের নাম	এল. এফ. নং	শেয়ার সার্টিফিকেট নং	স্বাতন্ত্র্যসূচক নং	শেয়ার সংখ্যা
১	রেণু দেবী জে/ও রাজেন্দ্র প্রসাদ	০০১৩৬৯৮	৩৬৯০	৬৬৩৮৬৫০১-৬৬৪২০০০	৩৫০০

যেহেতু কোম্পানির উপরোক্ত প্রতিলিপি শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যুর প্রক্রিয়াধীন, কোনও ব্যক্তির এই বিষয়টির উপর আপত্তি থাকলে, তাঁর আপত্তি, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের ভিতর কোম্পানির বা রেজিস্ট্রার মেসার্স বীটাল ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড কম্পিউটার সার্ভিসেস প্রাঃ লিঃ, বীটাল হাউস, ৯৯, মদনগির, স্থানীয় শপিং সেন্টারের পিছনে, দাদা হরসুখ দাস মন্দির, নিউ দিল্লি-১১০ ০৬২ -এর কাছে।

আশিয়ানা হাউজিং লিঃ-এর পক্ষে
স্বা/-
নীতিন শর্মা
(কোম্পানি সেক্রেটারি)

স্থান : নিউ দিল্লি
তারিখ : ০৭ ডিসেম্বর, ২০২৩

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এডিবি বহরমপুর শাখা (০৩৯১৪) — গাড়ি নিলাম

চূড়ামন চৌধুরি লেন, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ – ৭৪২ ১০১ (পঃবঃ)

অনুমোদিত অফিসার : শ্রী রাজীব রঞ্জন ত্রিপাঠী, মোবাইল নং +৯১ ৮০০১১৯৩০৫৩

ব্যাঙ্ক দ্বারা দখলীকৃত পুরাতন দায়বদ্ধ গাড়ি/যানগুলি উন্মুক্ত নিলামে বিক্রি করা হবে ১৮.১২.২০২৩ তারিখে (সোমবার)। ইচ্ছুক ক্রেতাদের ১৫.১২.২০২৩ তারিখে (শুক্রবার) সকাল ১০:০০টা থেকে দুপুর ২টার মধ্যে গাড়ি/যানবাহন পরিদর্শনের জন্য নিম্নলিখিত স্থানটি ব্যক্তিগতভাবে পরিদর্শন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উন্মুক্ত নিলামের দরপত্র খোলা হবে ১৮.১২.২০২৩ তারিখ দুপুর ২টায় এসবিআই, রিজিওনাল বিজনেস অফিস, রিজিওন–২, বহরমপুর, ১৫, স্কোয়ার ইস্ট রোড, পোঃঅঃ এবং থানা বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ – ৭৪২১০১ (পঃব)) -তে। **যোগাযোগ নং : +৯১ ৮০০১১৯৪৩৪২; +৯১ ৮০০১১৯০৯০২**

গাড়ির বিশদ :

ক্র. নং	গাড়ির বিবরণ	নির্মাণের বর্ষ	সংরক্ষিত মূল্য (টা.)
১.	তৈরি এবং মডেল: মারুতি সুজুকি সুইফ্ট ভিএক্সআই (বিএস– ভিআই পেট্রল), রেজিস্ট্রেশন নং. WB 58 BV 6960, চেসিস নং. : MBHCZCB3SPAB58141, ইঞ্জিন নং. : K12NP1354353, মালিকের নাম: মিঃ প্রদ্যুৎ কুমার তিওয়ারি	২০২৩	৫,৯৬,০০০.০০ টাকা জিএসটি @১২% বাদে

গাড়ি **'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যা যেমন আছে'** অবস্থার ভিত্তিতে নিলাম করা হবে।

(ক) ইচ্ছুক ক্রেতারা, নির্ধারিত নিদর্শে তাঁদের অফার জমা দেবেন তৎসহ মজুত মূল্যের (**ইএমডি ৫৯,৬০০/-**) ১০% সমতুল্য বায়না জমার অঙ্ক, ব্যাঙ্ক ড্রাফ্ট/ব্যাঙ্কার্স চেক মাধ্যমে যা **"এসবিআই এডিবি বহরমপুর"**-র অনুকূলে **১৬.১২.২০২৩ তারিখে বিকেল ৪:০০টা পর্যন্ত** নিলামস্থলে। **নগদ গৃহীত হবে না।** তাঁদের আরও অনুরোধ করা হচ্ছে, সঠিক মূল পরিচয় প্রমাণক ও পরিচয় প্রমাণকের যথেষ্ট পরিমাণে জেরক্স কপি আনতে হবে তসৎসহ "বিড' অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম" জমা করা হবে নিলাম স্থলে। সফল ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে দুটি পাসপোর্ট মাপের রঙিন ছবি আনার জন্য সেই সময়, যখন ব্যাঙ্ক থেকে 'বিক্রি শংসাপত্র" প্রদান করা হবে, সম্পূর্ণ "বিড"-এর মূল্য প্রদানের বিনিময়ে।

(খ) সংরক্ষিত মূল্যের নীচে ডাক দানের অফার বিবেচনার জন্য গৃহীত হবে না।

(গ) ডাকদান সম্পূর্ণ হওয়ার পর, ব্যাঙ্ক শুধুমাত্র যোগ্য ক্ষেত্রেই বিক্রি নিশ্চিত করবে এবং তা লিখিতভাবে জানানো হবে নিলামের তারিখ থেকে ৭ দিনের ভিতর, সফল ডাকদাতাদের।

(ঘ) ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঘোষিত মতো সফল ডাকদাতাকে নিলাম মূল্যের পুরো টাকাটাই জমা করতে হবে, ডিমান্ড ড্রাফট দ্বারা, ব্যাঙ্কে বায়না জমার টাকা বাদ দিয়ে, বিক্রি নিশ্চিতকরণ পত্র গ্রহণের **৭ দিনের ভিতর।** কোনও প্রকার বিধিবদ্ধ দেয় যেমন পথ কর, বীমা ইত্যাদি ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।

(ঙ) কোনও প্রকার কারণ না দর্শিয়েই সকল বা যে কোনও অফার গ্রহণ বা বর্জন করা এবং নিলাম স্থগিত/বিলম্বিত করার অধিকার ব্যাঙ্ক কর্তৃক সংরক্ষিত।

(চ) গাড়ির রেজিস্ট্রেশন ডাকদাতার দায়িত্ব। সংশ্লিষ্ট শাখা গাড়ি ও সম্পর্কিত কাগজপত্রাদি চালান দেবে, ডাকদানের সম্পূর্ণ টাকার অঙ্ক দেওয়ার পর। **"এসবিআই এডিবি বহরমপুর শাখা"** বা অফিসার কোনও ভাবেই দায়ী নয়, ডাকদাতার নামে গাড়ির চূড়ান্ত রেজিস্ট্রেশনের জন্য।

দ্রষ্টব্য: এই দামগুলি প্রযোজ্য হার অনুসারে জিএসটি সহ।

তারিখ : ০৮.১২.২০২৩
স্থান : বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

অনুমোদিত আধিকারিক
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক — দখল নোটিশ

Indian Bank
চৌরঙ্গি ব্রাঞ্চ, ৫৫, চৌরঙ্গি রোড
কলকাতা - ৭১, ইমেল আইডি : k746@indianbank.co.in

দখল নোটিশ
২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) অধীনে

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) এবং ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন। ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ নিম্নোক্ত মতে :

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/জামিনদাতা/ বন্ধকদাতা/ঋণগ্রহীতা/ শাখার নাম	দাবি নোটিশের তারিখ এবং দখলের তারিখ	দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	**ঋণগ্রহীতা :** শ্রীমতি রুবি ব্যানার্জি **সহ-ঋণগ্রহীতা :** শ্রী অরিদম ব্যানার্জি **শাখা : চৌরঙ্গি রোড**	০১.০৯.২০২৩ এবং ০২.১২.২০২৩	**৮,১২,০৭৬.৫২ টাকা** (আট লাখ বারো হাজার ছিয়াত্তর টাকা এবং বাহান্ন পয়সা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ৩০৩, ৪র্থ তলে, পরিমাণ কার্পেট এরিয়া ৪৪৯ বর্গফুট কমবেশি বিক্রয়যোগ্য এরিয়া ৬৪১ বর্গফুট কমবেশি, ব্লক -সি, "ম্যাঙ্গোলিয়া নক্ষত্র ফেজ-৩" অধীন বসবাসের আবাসন এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ, অধিকার,স্বত্ব এবং স্বার্থ এবং সুবিধা ও পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত সংশ্লিষ্ট প্রকল্প/ভবন/সম্পত্তির তপশিল অনুযায়ী।
২	**ঋণগ্রহীতা :** শ্রী প্রদীপ রায় **সহ-ঋণগ্রহীতা :** শ্রীমতি অঞ্জু রায় **শাখা : চৌরঙ্গি রোড**	০৭.০৯.২০২৩ এবং ০২.১২.২০২৩	**১৪,৭১,৩৪৯ টাকা** (চোদ্দ লাখ একাত্তর হাজার তিনশো উনপঞ্চাশ টাকা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি বসবাসের জমি এবং তদস্থিত ভবন অবস্থিত হোল্ডিং নং ২৬৭, কুতুল শাহী রোড, ওয়ার্ড নং ৩০, মৌজা- হৃদয়পুর, জেএল নং ৪১, আরএস নং ২৪২,তৌজি নং ১৪৬, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৬১৪ এবং ১১৬২, আরএস খতিয়ান নং ৯২২, এলআর খতিয়ান নং ৪৩৭৮, থানা-বারাসত, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০১২৭। **উত্তরে :** দাগ নং ৬১৫ সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** দাগ নং ৬১৪ এবং সাধারণ চলার ৮ ফুট চওড়া পথ, **পূর্বে :** দাগ নং ৬১৪, **পশ্চিমে :** দাগ নং ৬১৪ সমন্বিত।

তারিখ : ০২.১২.২০২৩, স্থান : কলকাতা

স্বা/-অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা — ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

শাখার ঠিকানা : ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

নিলাম অফিসারের বিস্তারিত : নাম : সত্যজিৎ চৌধুরী, ই-মেল আইডি : satyajit.c@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৪০২৬৯৮৩৫৫

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়।

নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৬.১২.২০২৩ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

প্রাক ডাক ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : "আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসি'র নিকট প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পারেন ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে। প্রাক ডাক দাখিলের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে ডাকদাতাদের এমএসটিসি কর্তৃক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ গৃহীত হওয়ার পর এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে সর্বশেষ তথ্য জ্ঞাত করা হবে। সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া কিছু সময় লাগতে পারে ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য ফলে ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি শেষ সময়ের যথেষ্ট পূর্বে অসুবিধা এড়াতে দাখিল করার অনুরোধ করা হচ্ছে।"

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত **২৬.১২.২০২৩** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **২৭,৪২,৭৬৪.০০ টাকা ০৩.০৩.২০২৩** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে এবং ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি যা জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স শুভজিৎ এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী : শ্রী কৃষ্ণ প্রসাদ দত্ত,** পিতা শ্রী ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত, কল্যাণ নগর, মজুমদার ভিলা, পো. কল্যাণ নগর, ভায়া পানশিলা, থানা - খড়দহ, জেলা - ২৪ পরগনা (উত্তর), কলকাতা-৭০০১১২, কাছ থেকে আদায় করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য **১৪,৩০,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **১,৪৩,০০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **২০,০০০.০০** টাকা।

জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দোকান নং ৭ এবং ৮ পরিমাণ আনুমানিক ২৪ বর্গফুট একতলায় ব্লক-১, উত্তর দিকে অবস্থিত মৌজা- কেরুলিয়া, হোল্ডিং নং ৮/৫১৩, ওয়ার্ড নং ১৭, ওল্ড ক্যালকাটা রোড মজুমদার ভিলা বহুতল ভবনে, এডিএসআরও, বারাকপুর অধিক্ষেত্রে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি** : উত্তরে : অরুণ কুমার ভাদুড়ির ভবন, দক্ষিণে : প্লট নং বি, পূর্বে : ৫ ফুট চওড়া নিকাশি, পশ্চিমে : ওল্ড ক্যালকাটা রোড সমন্বিত। সম্পত্তি কৃষ্ণ প্রসাদ দত্তর নামে উল্লেখ্য দলিল নং : ২১১৮ তারিখ ০৮.০৩.২০০৬, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআরও, বারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগন।

সম্পত্তির আইডি : এসবিআইএন ৭৮২৭২৫৩১৮৯৪

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১৯.১২.২০২৩ | স্বত্ব দখলীকৃত | SARB FILE NO. 19530/AN, যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১৩৭২৯

SCAN QR CODE

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন **www.sbi.co.in** এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন মেসার্স এমএসটিসি লি. প্রদত্ত লিঙ্ক **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের জন্য ইউআরএল: **https://ibapi.in** দেখুন।

তারিখ : ০৮.১২.২০২৩
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি বিধাননগর, কোড নং: ১৫৩৪২ — ভেহিকেল অকশন বিজ্ঞপ্তি

জোনাল অফিস বিল্ডিং (৫ম তল), ১/১৬, ভি.আই.পি রোড, কলকাতা-৭০০০৫৪

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: রাজেশ চ্যাটার্জি, ই-মেইল আইডি: **sbi.15342@sbi.co.in,** মোবাইল নং : ৯৬৭৪৪৩৬২১০

অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ১৪.১২.২০২৩

সময়: ২৪০ মিনিট, সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৩.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

প্রি-বিড ইএমডি পেমেন্ট করার শেষ তারিখ- "আগ্রহী দরদাতা ই-অকশন বন্ধ হওয়ার আগে এমএসটিসি-এর কাছে প্রাক-বিড ইএমডি জমা দিতে পারেন। এমএসটিসি -এর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অর্থপ্রদানের প্রাপ্তির এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে এই ধরনের তথ্য আপডেট করার পরেই বিডারকে প্রাক-বিড ইএমডির ক্রেডিট দেওয়া হবে । ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়া অনুযায়ী এতে কিছু সময় লাগতে পারে এবং তাই দরদাতাদের, তাদের নিজেদের স্বার্থে, শেষ মুহূর্তের সমস্যা এড়াতে প্রি-বিড ইএমডির পরিমাণ আগেভাগে জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ।"

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জড আছে যার বাস্তবিক দখলদারী গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত ক্রেডিটর স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা **"যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"**-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১৪.১২.২০২৩** তারিখে ।

ঋণগ্রহীতা ও গাড়ির বিবরণ:

ক্র.নং.-১

মিসেস পূর্ণিমা পল, অ্যাকা. নং- ৪১৬২১৬১৫১০৮। বকেয়া পরিমাণ- **৯,৩৮,০৩৯.০০ টাকা ০৮.১১.২০২৩** অনুযায়ী + সুদ। সংরক্ষিত মূল্য **৬,১৩,৬২০.০০ টাকা,** বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) হবে **৬১,৩৬২.০০ টাকা** এবং ইনক্রিমেন্টাল ভ্যালু হবে **১০,০০০.০০ টাকা**
গাড়ির বিবরণ : হুন্ডাই AURA 1.2MT CNG, রেজি. নং. **WB26BV1001**, রেজি. তারিখ: **২৭.০১.২০২৩**, চেসিস নং: **MALB341CLPM171408**, ইঞ্জিন নং- **G4LAPM410866**, উৎপাদনের বছর: **২০২৩**

ক্র.নং.-২

শ্রী অনিন্দ্য কুমার দত্ত, অ্যাকা নং- ৩৭১৫৫৭৮৩৬৬০। বকেয়া পরিমাণ: **৪,৮৬,৯৫০.০০ টাকা ০৮.১১.২০২৩** অনুযায়ী + সুদ। সংরক্ষিত মূল্য **২,৩১,০০০.০০ টাকা**। বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) হবে **২৩,১০০.০০ টাকা** এবং ইনক্রিমেন্টাল ভ্যালু হবে **১০,০০০.০০ টাকা**
গাড়ির বিবরণ : মারুতি সুইফ্ট VXI, রেজি. নং. **WB02AL8429**, রেজি. তারিখ: **২১.০৯.২০১৭,** চেসিস নং. **MA3EHKD1 S00D36659**, ইঞ্জিন নং: **K12MN2034243**, উৎপাদনের বছর: **২০১৭**

ক্র.নং.-৩

শ্রীমতী অনন্ত চক্রবর্তী, অ্যাকা. নং- ৩৯৭৯৬৩১১০৬৮। বকেয়া পরিমাণ: **২,৬২,৪১৮.০০ টাকা ০৮.১১.২০২৩** অনুযায়ী + সুদ। সংরক্ষিত মূল্য **১,৫৯,৮৪০.০০ টাকা,** বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) হবে **১৫,৯৮৪.০০ টাকা** এবং ইনক্রিমেন্টাল ভ্যালু হবে **১০,০০০.০০ টাকা**
গাড়ির বিবরণ : **মারুতি অল্টো VXI**, রেজি. নং. **WB28C7727**, রেজি. তারিখ: **১৩.১১.২০২০**, চেসিস নং: **MA3EUA61S00G71196**, ইঞ্জিন নং: **F8DN6419047**, উৎপাদনের বছর: **২০২০**

ক্র.নং.-৪

শ্রীমতী পাপিয়া লস্কর, অ্যাকা. নং- ৩৬৮৯৫০৯৮৭৩৭। বকেয়া পরিমাণ- **২,০৪,৯৩৮.০০ টাকা ০৫.১০.২০২৩** অনুযায়ী + সুদ। সংরক্ষিত মূল্য **২,০৭,১২০.০০ টাকা** (প্রযোজ্য জিএসটি ১২% সহ), বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) হবে **২০,৭১২.০০ টাকা** এবং ইনক্রিমেন্টাল ভ্যালু হবে **১,০০০.০০ টাকা।**
গাড়ির বিবরণ: **টাটা টিগর, ডিজেল বিএস Arial**, রেজি. নং. **WB-26AU-6155**, চেসিস নং: **MAT629401HKB09011**, ইঞ্জিন নং- **1.05LCR02BSYW01966**, উৎপাদনের বছর: **২০১৭**

ক্র.নং.-৫

শ্রী রাজা দত্ত, অ্যাকা. নং- ৩৭৮৭১৮০১৪০৫। বকেয়া পরিমাণ- **৯,০৬,৪১৭.০০ টাকা ০৫.১০.২০২৩** অনুযায়ী + সুদ। সংরক্ষিত মূল্য হল **৩,৭৮,৮৪৮.০০ টাকা**। বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) হবে **৩৭,৮৮৫.০০ টাকা** এবং ইনক্রিমেন্টাল ভ্যালু হবে **১,০০০.০০ টাকা**
গাড়ির বিবরণ: **টাটা মোটরস সুমো গোল্ড**, রেজি. নং. **WB-10-6255**, চেসিস নং: **MAT446229J9A00098**, ইঞ্জিন নং: **300CR401HRY600306**, উৎপাদনের বছর: **২০১৮**

পরিদর্শন এবং অন্যান্য বিষয় জানার জন্য: মোঃ- ৯৮৩৬৫২১৫৭৫

বিক্রির বিশদ, নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিওরড ক্রেডিটরসের ওয়েবসাইট : **www.sbi.co.in** এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য, অনুগ্রহ করে মেসার্স এমএসটিসি লিঃ-র লিঙ্ক **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** দেখুন

তারিখ: ০৮.১২.২০২৩
স্থান: বিধাননগর

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, আরএসিপিসি বিধাননগর

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া — দখল বিজ্ঞপ্তি

(ভারত সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত)
পুরুলিয়া শাখা
পি.বি. নং ৪২, সরলা বালা দেবী ম্যানসন, গঙ্গানন্দ মুখার্জি স্ট্রিট
পুরুলিয়া, জেলা - পুরুলিয়া, রাজ্য - প.ব., পিন - ৭২৩ ১০১

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) অধীনে

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, পুরুলিয়া শাখার** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন (পরবর্তীতে আইন হিসেবে উল্লিখিত) ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ (পরবর্তীতে রুল হিসেবে উল্লিখিত) সংস্থান অধীনে **২৭.০৯.২০২৩** তারিখে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স মনসুরি টেক্সটাইল, স্বত্বা. আকবর মনসুরি,** নিউ ফেমিনি রোড, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২৩১০১, **ঋণগ্রহীতা : শ্রী আকবর মনসুরি,** জে. কে. কলেজ রোড, পো. পুরুলিয়া, জেলা - পুরুলিয়া, পিন - ৭২৩১০১, **জামিনদাতা : শ্রী আখতার মনসুরি,** জে. কে. কলেজ রোড, পো. পুরুলিয়া, জেলা - পুরুলিয়া, পিন - ৭২৩১০১, কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৫,৬২,১৮২.০০ টাকা** (পনের লাখ বাষট্টি হাজার একশ বিরাশি টাকা) টাকা আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা, জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **০৪.১২.২০২৩** তারিখে।

ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ (জামিনদত্ত সম্পত্তি) আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**-র নিকট বকেয়া পরিমাণ **১৫,৬২,১৮২.০০ টাকা** (পনের লাখ বাষট্টি হাজার একশ বিরাশি টাকা) টাকা পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত ।

সম্পত্তির তফশিল

ক্রম নং	সম্পত্তির মালিকানা	এরিয়া	স্থান	সম্পত্তির বিস্তারিত	সীমানা
১	**১. আকবর মনসুরি** **২. আখতার মনসুরি**	১৬.৫২৮ ডেসিমেল	জে. কে. কলেজ রোড, মনসুরি টাওয়ার	দলিলাদি, তারিখ : (১) ৯১, তারিখ ০৭.০১.২০০৮ (২) ৪৪২৭, তারিখ ০৮.১২.২০০৮ (৩) ৪৪২৬, তারিখ ০৮.১২.২০০৮ (৪) ৫৫১২, তারিখ ০৮.১২.২০০৮ (৫) ৪৭৭৯, তারিখ ৩১.১২.২০০৮ প্লট নং ১৫৩৪৭ এবং ১৫৩৪৮	**প্লট নং ১৫৩৪৭ :** উত্তরে : মোনা লস্করের বাড়ি, দক্ষিণে : মহ. জামালের জমি, পূর্বে : মহ. জামাল এবং নিজামের জমি, পশ্চিমে : জে কে কলেজ রোড সমন্বিত। **প্লট নং ১৫৩৪৮ :** উত্তরে : শ্রী ইসলামের জমি, দক্ষিণে : শশধর গাঙ্গুলি রোড, পূর্বে : জোহুরালামের জমি, পশ্চিমে : মহ. জামালের জমি।

তারিখ : ০৪.১২.২০২৩
স্থান : পুরুলিয়া

অনুমোদিত অফিসার
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেড

Bata
CIN L19201WB1931PLC007261
রেজিস্টার্ড অফিস : ২৭বি, ক্যামাক স্ট্রিট, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০১৬, পশ্চিমবঙ্গ
টেলিফোন : ৯১ ৩৩ ২৩০১ ৪৪০০। ফ্যাক্স ৯১ ৩৩ ২২৮৯ ৫৭৪৮
ই-মেল : share.dept@bata.com। ওয়েবসাইট : www.bata.in

পাবলিক নোটিশ

বিজ্ঞপ্তি মারফত এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ (সংশোধিত মতো) ("দ্য অ্যাক্ট")-এর ধারা ১০৮, ১১০ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য সংস্থান, যদি থাকে, তৎসহ পঠিত কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ (সংশোধিত মতো), কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ("এমসিএ") দ্বারা জারি করা, জেনারেল সার্কুলারসমূহ, যেগুলির নং ১৪/২০২০, নং ১৭/২০২০, নং ২২/২০২০, নং ৩৩/২০২০, নং ৩৯/২০২০, নং ১০/২০২১, নং ২০/২০২১, নং ৩/২০২২, নং ১১/২০২২ এবং নং ৯/২০২৩ তারিখ যথাক্রমে এপ্রিল ৮, ২০২০, এপ্রিল ১৩, ২০২০, জুন ১৫, ২০২০, সেপ্টেম্বর ২৮, ২০২০, ডিসেম্বর ৩১, ২০২০, জুন ২৩, ২০২১, ডিসেম্বর ৮, ২০২১, মে ৫, ২০২২, ডিসেম্বর ২৮, ২০২২ এবং সেপ্টেম্বর ২৫, ২০২৩ (সংযুক্তভাবে "এমসিএ সার্কুলারস"), আইসিএসআই দ্বারা জারি করা রিভাইজড্ সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড অন জেনারেল মিটিংস ("এসএস-২") অনুসারে, পোস্টাল ব্যালট (ই-ভোটিং) আকারে সম্পাদনযোগ্য নিম্নলিখিত বিশেষ ব্যবসায়িক কার্যাবলীতে অনুমোদন প্রার্থনার জন্য, সেই সকল সদস্যের কাছে ই-মেল মারফত, যাঁদের ই-মেল অ্যাড্রেস রেজিস্টার্ড আছে, ৮ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখের পোস্টাল ব্যালট নোটিশ (ই-ভোটিং) ("নোটিশ") (কোম্পানির ওয়েবসাইট www.bata.in এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এও পাওয়া যাবে) পাঠানোর কাজ বৃহস্পতিবার, ৭ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে সম্পূর্ণ করেছেন।

আইটেম নং	রেজলিউশনের ধরন	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১	অর্ডিনারি	কোম্পানির নন-এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর হিসাবে শ্রী গের্ড গ্রাসলার (DIN ১০৩৩৭১৮০) কে নিয়োগ, যিনি রোটেশনে অবসর নিতে দ্বায়বদ্ধ

এছাড়াও অবগত করানো হচ্ছে যে :

১. আইনের ধারা ১০৮, ১১০ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য সংস্থান, যদি থাকে, তৎসহ পঠিত অন্তর্গত রুলস, এমসিএ সার্কুলার অনুসারে এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিক্যোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (সংশোধিতমতো)-এর রেগুলশন ৪৪ অনুসারে, কোম্পানি সানন্দে তাঁর সকল সদস্যদের জন্য রিমোট ই-ভোটিং সুবিধার ব্যবস্থা করেছেন। সদস্যদের ইলেক্ট্রনিক্যালি ভোট দিতে রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য কোম্পানি এনএসডিএল-কে নিয়োগ করেছে। এমসিএ সার্কুলার অনুসারে, নোটিস, পোস্টাল ব্যালট ফর্ম এবং পোস্টেজ প্রিপেড রিপ্লাই এনভেলপ-এর ফিজিক্যাল কপি সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে না। সেইমতো, সদস্যদের মতামত সম্পর্কিত যোগাযোগ কেবলমাত্র রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে হবে।

২. **উক্ত রিমোট ই-ভোটিংয়ের সুবিধা শুক্রবার, ৮ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখ (আইএসটি সকাল ৯টা) থেকে শুরু হবে এবং শনিবার, ৬ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে (আইএসটি বিকাল ৫টায়)** বন্ধ হবে। যোগ্য বিবেচনার জন্য, শনিবার, ৬ জানুয়ারি, ২০২৪ আইএসটি বিকাল ৫টার আগে প্রাপ্ত রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে সদস্যদের ভোট দিতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে, অন্যথায় এটি কঠোরভাবে বিবেচনা করা হবে যে সংশ্লিষ্ট সদস্যের থেকে কোনও ভোট পাওয়া যায়নি। এই সময়ের পরে ভোটিংয়ের জন্য এনএসডিএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং মডিউল নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে।

৩. কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরগণ স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন উপায়ে পোস্টাল ব্যালট (রিমোট ই-ভোটিং) প্রক্রিয়া যাচাই করার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে শ্রী গগন বর্মা, পার্টনার [বি.কম (এইচ), এলএলবি অ্যান্ড কোম্পানি সেক্রেটারি], ব্যর্থ হলে, শ্রী ওবায়দুর রহমান, প্রিন্সিপ্যাল অ্যাসোসিয়েট [বি.কম (এইচ), এলএলবি অ্যান্ড কোম্পানি সেক্রেটারি], মেসার্স কোচার অ্যান্ড কোং, অ্যাডভোকেটস এন্ড লিগ্যাল কনসালটেন্টস - কে নিয়োগ করেছেন, যাঁর অফিস ১২ তম তল, টাওয়ার এ, ডিএলএফ টাওয়ারস, জাসোলা ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, জাসোলা, নিউ দিল্লি- ১১০০২৫ তে রয়েছে।

৪. কোম্পানির যে সকল সদস্যের নাম সদস্যগণের রেজিস্ট্রার/সুবিধাভোগী মালিক হিসেবে শুক্রবার ১ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে নথিভুক্ত ডিপোজিটরিজ অর্থাৎ সিডিএসএল এবং এনএসডিএল থেকে গৃহীত (সংশ্লিষ্ট সদস্যগণ যারা নোটিশ পাননি কোম্পানির /রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার হস্তান্তরকারী প্রতিনিধির (মেসার্স লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, সি ১০১, ২৪৭ পার্ক, এল বি এস মার্গ, বিখরোলি (পশ্চিম), মুম্বই -৪০০০৮৩)/দ্য ডিপোজিটরিজ সহ) নিকট তাদের ই-মেল ঠিকানা নথিভুক্ত না হওয়ার কারণে নোটিশে উল্লিখিত প্রস্তাবগুলির জন্য ভোট প্রদানের অধিকারী হিসেবে গণ্য। ভোটাধিকার কেবল আদায়দত্ত শেয়ারগুলি যা সদস্যগণের নামে ১ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ ("কাট অফ ডেট") অনুযায়ী নথিভুক্ত তারাই যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবেন। **যে সকল ব্যক্তি নোটিশ পেয়েছেন কিন্তু কাট অফ ডেট অনুযায়ী সদস্য হননি সংশ্লিষ্ট নোটিশ কেবল তথ্য হিসেবে গণ্য করবেন।**

৫. বোর্ডের চেয়ারম্যান অথবা তাঁর অনুপস্থিতিতে কোম্পানির অনুমোদিত এরূপ ডিরেক্টর/কেএমপি দ্বারা মঙ্গলবার, ৯ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে বিকাল ৫টায় বা তার আগে (আইএসটি) পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল ঘোষণা করা হবে এবং ঘোষিত ফলাফল তৎসহ স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট কলকাতায় কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে এবং গুরুগ্রামে কোম্পানির কর্পোরেট অফিস বাটা হাউস, ৪১৮/০২, এম.জি. রোড, সেক্টর-১৭, গুরুগ্রাম-১২২০০২, হরিয়ানাতে প্রদর্শিত হবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.bata.in) এনএসডিএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইটে (www.evoting.nsdl.com) আপলোড করা হবে এবং কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত আছে এরূপ স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে (ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড, বিএসই লিমিটেড এবং ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড) একসঙ্গে ফরোয়ার্ড করা হবে, যাতে তাঁরা সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে দেখাতে পারেন।

৬. ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণ করেছেন এরূপ সদস্যরা এবং যাঁদের ই-মেল অ্যাড্রেস রেজিস্টার করা নেই, share.dept@bata.com-এ কোম্পানির কাছে অথবা rnt.helpdesk@linkintime.co.in-এ আরটিএ-র কাছে নিম্নলিখিত নথিপত্র পাঠিয়ে তাঁদের ই-মেল অ্যাড্রেস রেজিস্টার করার পর ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে তাঁদের ভোট দিতে পারেন -
ক. নাম, ফোলিও নম্বর, ধারণ করা শেয়ারের সংখ্যা এবং সম্পূর্ণ ডাকঠিকানা উল্লেখ করে স্বাক্ষরিত রিকোয়েস্ট লেটারের স্ক্যান করা কপি;
খ. প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি; এবং
গ. তাঁদের শেয়ারহোল্ডিংয়ের প্রেক্ষিতে রেজিস্টার্ড হিসেবে সদস্যের ডাক ঠিকানার সমর্থনে যে কোনও নথিপত্রের (যেমন, আধার কার্ড/সাম্প্রতিক ইলেক্ট্রিক বিল/সাম্প্রতিক টেলিফোন বিল/ড্রাইভিং লাইসেন্স/পাসপোর্ট/ভোটার আইডি কার্ড/ব্যাঙ্ক পাশবুকের বিবরণ) স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি ।

ডিম্যাট মোডে শেয়ার ধারণ করছেন এরূপ সদস্যরা তাঁদের সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট-এর কাছে সরাসরি তাঁদের ই-মেল অ্যাড্রেস আপডেট করবেন।

৭. যে সকল সদস্য কোম্পানি, তার আরটিএ বা ডিপোজিটরিগণের কাছে তাঁদের ই-মেল অ্যাড্রেস রেজিস্টার করেননি এবং পোস্টাল ব্যালট নোটিস পেতে ইচ্ছুক এবং/বা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাঁদের ভোট দিতে চান, share.dept@bata.com-এ কোম্পানির কাছে অথবা rnt.helpdesk@linkintime.co.in-এ আরটিএ-র কাছে অথবা evoting@nsdl.co.in-এ এনএসডিএল-এর কাছে লিখিতভাবে জানাতে পারেন এবং নিম্নলিখিত নথিপত্র পাঠিয়ে রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেনঃ
ক. নাম, ডিপি আইডি এবং ক্লায়েন্ট আইডি/ফোলিও নম্বর উল্লেখ করে স্বাক্ষরিত রিকোয়েস্ট লেটারের স্ক্যান করা কপি;
খ. প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি; এবং
গ. তাঁদের শেয়ারহোল্ডিংয়ের প্রেক্ষিতে রেজিস্টার্ড হিসেবে সদস্যের ডাকঠিকানার সমর্থনে যে কোনও নথিপত্রের (যেমন, আধার কার্ড/সাম্প্রতিক ইলেক্ট্রিক বিল/সাম্প্রতিক টেলিফোন বিল/ড্রাইভিং লাইসেন্স/ পাসপোর্ট/ভোটার আইডি কার্ড/ব্যাঙ্ক পাশবুকের বিবরণ) স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি।

কোম্পানি সদস্যদের অতিরিক্ত সাময়িকভাবে ইমেল অ্যাড্রেস নথিভুক্ত করার সুযোগ দিয়েছে লিংক দ্বারা https://web.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html মাধ্যমে নোটিশ সহ শেয়ারহোল্ডারদের যোগাযোগের সাময়িক সময়ের জন্য।

ইমেল ঠিকানা স্থায়ী নিবন্ধীকরণের জন্য বিস্তারিতভাবে সদস্যগণকে অনুরোধ করা হচ্ছে তাদের ইমেল অ্যাড্রেস নথিভুক্ত করা, ডিপোজিটরিজের নিকট বৈদ্যুতিন মাধ্যমে অধিকারের বিষয়ে, সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের মাধ্যমে।

৮. কোনও অনুসন্ধানের/অভিযোগের ক্ষেত্রে (রিমোট ই-ভোটিং সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কোনও কারিগরী সহায়তা সমেত), সদস্যরা এনএসডিএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইটের (www.evoting.nsdl.com) ডাউনলোড শাখার অন্তর্গত প্রাপ্তব্য শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নসমূহ (ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড্ কোয়েশ্চেনস ফর শেয়ারহোল্ডারস) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা যোগাযোগ করুন :
ক. শ্রীমতি পল্লভী মাত্রে, সিনিয়র ম্যানেজার, ন্যাশনাল সিকিউরিটিস ডিপোজিটরি লিমিটেড, ট্রেড ওয়ার্ল্ড, 'এ' উইং, ফোর্থ ফ্লোর, কমলা মিলস্ কম্পাউন্ড, সেনাপতি বাপত মার্গ, লোয়ার প্যারেল, মুম্বাই-৪০০০১৩, টেলিফোন নম্বর ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০/০২২-২৪৯৯ ৭০০০ অথবা ই-মেল আইডি evoting@nsdl.co.in
খ. শ্রী কৃষ্ণ যাদব, বাটা সেক্রেটারিয়াল ডিপার্টমেন্ট-টিম মেম্বার, টেলিফোন নম্বর ০৩৩-২৩০১ ৪৪০০/০১২৪-৩৯৯০১০০ অথবা ই-মেল আইডি share.dept@bata.com

৯. পুনরায় বিশদ বিবরণের জন্য, অনুগ্রহ করে দেখুন www.bata.in অথবা স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইটগুলিতে যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত আছে।

রেজিস্টার অফ মেম্বারস - এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে, ১১ ডিসেম্বর, ২০২৩ থেকে কার্যকরী, কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন, বৈঙ্কো চেম্বার, ৬ষ্ঠ তল, ফ্ল্যাট নং ৫০২ এবং ৫০৩, ৬, বিপ্লবী ত্রৈলোক্য মহারাজা রোড (ব্রাবোর্ন রোড), কলকাতা - ৭০০০০১ রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের (মেসার্স লিংক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড) অফিসে রাখা হবে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের পরিবর্তে।

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেড
স্বা/-
নীতিন বাগারিয়া
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান : গুরুগ্রাম
তারিখ : ৭ ডিসেম্বর, ২০২৩

নিম্নচাপের দাপটে অকাল বৃষ্টিতে মাথায় হাত আরামবাগের চাষিদের

মহেশ্বর চক্রবর্তী

হুগলি: নিম্নচাপের দাপটে বৃষ্টি। পাকা ধানে মই। হুগলি জেলার বিভিন্ন এলাকায় আমন ধান চাষ হয়েছিল। সেই ধান পেকে গিয়েছে। চাষিরা মাঠ থেকে ইতিমধ্যেই ধান তুলতে শুরু করেছে। হুগলি জেলার অন্যান্য জায়গার পাশাপাশি আরামবাগ মহকুমার যেখানে আমন ধান চাষ হয়েছে সেখানে ক্ষতির পরিমাণ দেখে হতাশ তারা। বৃহস্পতিবার সকালে বহু চাষি মাঠে গিয়ে ধানগাছের অবস্থা দেখে ভেঙে পড়েন। ইতিমধ্যে অনেকে ধান কাটার কাজ শুরু করেছিলেন। কিন্তু জমা জলে কেটে রাখা সেই ধান ডুবে গিয়েছে। রাজ্য কৃষি দপ্তরের নির্দেশে প্রতিটি ব্লকের কৃষি আধিকারিকরা নিজেদের এলাকায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দেখতে বেরিয়ে পড়েছেন বলে জানা গিয়েছে। এদিনের বৃষ্টিতে সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে, হুগলি জেলার মধ্যে আরামবাগ, গোঘাট, খানাকুল, পুরশুড়া, সিঙ্গুর, হরিপালের কিছু অংশ সমেত আশপাশের বেশ কয়েকটি মৌজায় কয়েকশো হেক্টর জমির ধানে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

আরামবাগের ধান চাষি পিন্টু ঘোষ বলেন, কয়েক বিঘা জমিতে ধান চাষ করেছিলাম। দু'দিনের ব্যবধানে পর পর বৃষ্টি আর বাতাসে আমাদের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। কয়েক হাজার টাকা খরচ করে চাষ করেছি। এখন যা পরিস্থিতি খরচের টাকাও উঠবে কিনা বুঝতে পারছি না। এক বিঘা জমিতে খরচ হয় প্রায় ১৪ হাজার থেকে পনেরো হাজার টাকা। এই সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগে ধানের ফলন নষ্ট হয়ে গেল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃষ্টিতে হুগলি জেলার মধ্যে আরামবাগ ও গোঘাট ব্লকে ক্ষতি সবচেয়ে বেশি। খানাকুলের ঘোষপুর, কিশোরপুর, পোল, পাতুল-সহ বিভিন্ন এলাকায় ধানের শিষ ঝরে পড়েছে। ধানগাছ জলে পড়ে নষ্ট হয়েছে। কোথাও আবার, কাটার পরে জমিতে রাখা পাকা ধান ভিজে নষ্ট হয়েছে। পাশাপাশি আরামবাগের সালেপুর এক ও দুই নম্বর অঞ্চল, গৌরহাটি এক ও দুই নম্বর অঞ্চল, বাতানল, তিরোল, মাধবপুর, আরান্ডী-সহ বিভিন্ন অঞ্চলের চাষিরা আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন। আরামবাগ ব্লকের এক আধিকারিক বলেন, আমন ধানের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আমরা ক্ষতির পরিমাণ দেখে উচ্চ প্রশাসনে জানা জানাব। অন্যদিকে আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিশির সরকার জানান, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাষিদের পাশে আছেন। আমরা প্রশাসনকে জানিয়েছি। চাষিদের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে।

চোরাই সামগ্রী কেনার অভিযোগে গ্রেপ্তার গয়েশবাড়ির কংগ্রেস নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: গোডাউন থেকে চোরাই মাল উদ্ধারের অভিযোগে গয়েশবাড়ি এলাকার এক কংগ্রেস নেতাকে গ্রেপ্তার করল কালিয়াচক থানার পুলিশ। ধৃত কংগ্রেস নেতার নাম মহম্মদ আঞ্জার আলি। বুধবার রাতে পুলিশ গোপন সূত্রে অভিযান চালায় গয়েশবাড়ি এলাকার ওই কংগ্রেস নেতার বাড়িতে। তার গোডাউন থেকে উদ্ধার হয় কাঁসা, পিতলের বিপুল সামগ্রী। এছাড়াও উদ্ধার হয়েছে বেশ কিছু দামী মূর্তি ও এগারোটি চোরাই ব্যাটারি। এরপরই অভিযুক্ত ওই কংগ্রেস নেতাকে বেশ কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্তকারী পুলিশকর্তারা। তার কাছ থেকে অসংলগ্ন কথাবার্তা জেরে অবশেষে ওই কংগ্রেস নেতাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বৃহস্পতিবার ধৃতকে মালদা আদালতে পেশ করে সাত দিনের নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে তদন্তকারী পুলিশ কর্তারা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কালিয়াচক থানার সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত গয়েশবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের এক সময় কংগ্রেস দলের প্রধান পদ সামলিয়েছেন মহম্মদ আঞ্জার আলি। বর্তমানে ধৃতের স্ত্রী কালিয়াচক পঞ্চায়েত সমিতির কংগ্রেস দলের সদস্যা রয়েছেন। তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী জানিয়েছেন, এটা ওদের কালচার, তা আরো একবার প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। এই ঘটনা যাতে পুলিশ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেই দাবি আমরা করছি।

সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক তথা জেলা কংগ্রেসের সহ-সভাপতি ইশা খান চৌধুরি জানিয়েছেন, তৃণমূলের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়তো হয়ে থাকতে পারে ওই ব্যক্তি। তবে এই ঘটনার পিছনে যেভাবে দলের কথা বলা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। পুলিশের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, কালিয়াচকের বেশ কিছু এলাকায় বহু মূল্যবান জিনিস চুরির অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। এই ঘটনার পরেই তদন্ত নেমে একজন চোরাকারবারিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার কাছেই জেরা করতেই ওই কংগ্রেস নেতার গোডাউনে সেই সব চোরাই সামগ্রী বিক্রি করা হয়েছে বলেই জানা যায়। এরপরই অভিযান চালিয়ে ওই কংগ্রেসের নেতার গোডাউন থেকে বিপুল পরিমাণ সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। এরপরই ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। পাশাপাশি পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

রেলের চাকরির নামে প্রতারণার অভিযোগে শোরগোল হুগলির পাণ্ডুয়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়ে ভর্তির ফর্ম ফিলাপের আড়ালে চলছিল রেলের চাকরির নামে প্রতারণা। গ্রেপ্তার তিন জন। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, যাদবপুর থানার মুকুন্দপুরের বাসিন্দা নিরুপমা চক্রবর্তী ও তাঁর সঙ্গীরা বেশ কিছুদিন ধরে পাণ্ডুয়া খন্যানে এই চক্র চালাচ্ছিলেন। রেলের মাল গুদামে চাকরি দেওয়ার নামে টাকা নেওয়া হত বলে অভিযোগ। বুধবার চাকরিপ্রার্থীদের খন্যানের শিব মন্দির ফুটবল খেলার মাঠ সংলগ্ন একটি বাড়িতে কাগজে সই করাতে ডাকেন নিরুপমা। সেখানেই চাকরিপ্রার্থীরা জানতে পারেন, তাঁরা প্রতারণার ফাঁদে পড়েছেন। এরপরেই চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। স্থানীয় তৃণমূল নেতা শান্তনু সরকার বিষয়টি জানতে পেরে পাণ্ডুয়া থানা ওসি প্রশান্ত ঘোষকে খবর দেন। পাণ্ডুয়া থানার পুলিশ নিরুপমা চক্রবর্তী সহ আরও দু'জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে যায়। পরে তাদের কথায় অসঙ্গতি থাকায় গ্রেপ্তার করা হয়। প্রীত গুপ্তা নামে এক চাকরিপ্রার্থী জানান, তাঁদের বলা হয়েছিল রেলের মাল গুদামে এখন সরাসরি রেল চালাচ্ছে। সেখানে স্থায়ী চাকরি দেওয়া হবে। খবর পেয়ে পুলিশ চলে এলে নিরুপমা বলেন, রবীন্দ্র মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ফর্ম ফিলাপ চলছে। তখনই চাকরিপ্রার্থীদের কাছে গোটা বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। পাণ্ডুয়ার সিমলাগড় চাঁপাহাটির এক বাসিন্দা চাকরির জন্য ৩০ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। নিরুপমা চক্রবর্তী-সহ বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হয়, যাদবপুরের নিরুপমা চক্রবর্তী, গোঘাটের শ্রীকান্ত চামড়ে ও সৌভিক মণ্ডলকে। ধৃতদের চুঁচুড়া আদালতে পেশ করা হয়।

অকাল বৃষ্টিতে ক্ষতির মুখে আলু ও ধান চাষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: কৃষি প্রধান জেলা বাঁকুড়া। বর্তমানে বাঁকুড়া জেলার প্রধান অর্থকরী ফসল আলু ও ধান। হঠাৎ নিম্নচাপের কারণে বুধবার দুপুর থেকে বাঁকুড়া জেলা জুড়ে মুষলধারে বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে। হাওয়া অফিস সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে আটটা পর্যন্ত গত ২৪ ঘণ্টায় এই জেলায় বৃষ্টিপাত হয়েছে ৪৫ দশমিক ৯ মিলিমিটার। এই অকাল বৃষ্টিপাতের কারণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন জেলার কৃষকরা। মূলত বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর মহকুমার কোতুলপুর, জয়পুর, ইন্দাস ও পাত্রসায়ের, সোনামুখী সহ একাধিক ব্লকে আলু ও ধানে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। পাকা ধানে মই দেওয়ার মতো অবস্থা। চাষিদের পাকা ধানের ওপর দিয়ে বইছে জল। সদ্য রোপন করা আলু জমি জলের তলায়। কৃষকদের আশঙ্কা পাকা ধান জলের তলায় থাকার ফলে সেই ধানে অঙ্কুর বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং আলু বীজ পচে নষ্ট হয়ে যাবে। এরফলে তাদের ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। অনেকেই ঋণ নিয়ে আলু চাষ করেছিলেন কিন্তু এই বৃষ্টির কারণে আলু বীজ পচে যাওয়াই চিন্তায় ঘুম উড়েছে কৃষকদের।

স্ত্রীর সঙ্গে অশান্তি, আত্মঘাতী স্বামী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: নেশাগ্রস্ত অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর অশান্তির জেরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী এক ব্যক্তি। বৃহস্পতিবার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। মৃত ব্যক্তির নাম অমিত বোয়াল।

তার বাড়ি মেমারি থানার অন্তর্গত দেবীপুর এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায়শই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বাড়িতে আসার জন্য স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি হত। নানা রকম ভাবে ওই ব্যক্তি ভয় দেখাতো বাড়ির লোকদের।

এর আগেও বিষ খেয়েছিল কিছু হয়নি। আর এরপরেই বিকেলে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরে এসে স্ত্রীর সঙ্গে অশান্তি শুরু করে। পরে ঘরের ভিতরে ঢুকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়। পরিবারের সদস্যরা ঝুলন্ত দেহ দেখতে পেয়ে মেমারি থানার পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে। বৃহস্পতিবার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ১ টাকার পাঠশালা সমীরণবাবুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: শিক্ষাদান করলে কখনো শিক্ষা কমে না। এই কথাকে বাস্তবে প্রমাণ করলেন কালনার এক প্রাক্তন শিক্ষক। এলাকার দুঃস্থ মেধাবী ছাত্র ছাত্রীরা যারা গৃহ শিক্ষক নেওয়ার মতো সামর্থ নেই। সেই সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনার কৃষ্ণদেবপুর পঞ্চায়েতের বাঘনাপাড়ার সমীরণ প্রসাদ চক্রবর্তী। কালনার বাদলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক সমীরণ প্রসাদ চক্রবর্তী। অবসরের পর দুঃস্থ পড়ুয়াদের জন্য কিছু করবেন বলে মনস্থির করেন।

যেই ভাবনা সেই কাজ। গড়ে তুলেন 'আনন্দ পাঠ, ষোল আনার

পাঠশালা'। তবে পাঠশালার নামের মতোই এখানে তার বেতন মাত্র ১ টাকা। মাসিক ১ টাকা বেতনে এলাকার দুঃস্থ পড়ুয়াদের টিউশন পরিয়ে চলেছেন সমীরণ বাবু। মাসিক ১ টাকার বেতনের এই শিক্ষক প্রতিমাসে ছাত্র-ছাত্রীরা বেতন হিসেবে যে এক টাকা নিয়ে আসে। সেই এক টাকা তিনি হাতেও নেন না। একটি মাটির ভাঁড়ে এক টাকা এনে ফেলে ছাত্র ছাত্রীরা। ভাঁড় ভর্তি হলে সেই ভাঁড়ের জমানো টাকা দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের পেন খাতা রাবার পেন্সিলও কিনে দেন তিনি।

এই ষোল আনার পাঠশালার ছাত্র-ছাত্রীদের লক্ষ্য আগামী দিনে কেউ শিক্ষক বা কেউ পুলিশ অফিসার হবে। তবে তাদের স্বপ্নপূরণ করতে সকলের পিছনে সব রকম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন সমীরণ বাবু এমনটাই জানিয়েছেন। সমীরণ বাবুর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার মানুষ।

e- NoticeTender Inviting

e-N.I.T. No.:- 15 of 2023-24 (Memo No.- 4683/Deb-BDO, Dated-01.12.2023)
Last Date & Time of submission tender documents**:- 20.12.2023 upto 18:00 hrs.** Details may be had from the office in official date & time **& www.wbtenders.gov.in,**
Block Dev. Officer/Executive Officer
Sd/- Debra Dev.
Block/Debra Panchayat Samiti

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
www.hmcgov.in

সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (সার্ভে), এইচএমসি, এইচএমসি অধীনে ২ (দুই) টি কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, ঠিকাদারি লাইসেন্স, সুপারভাইজর সার্টিফিকেট, সাম্প্রতিক সময়ের জিএসটি সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (চলতি তিন মাসের), পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং জীবনপঞ্জি সহ টেন্ডার দাখিল করবেন।
টেন্ডার (অনলাইনে) দাখিলের শুরুর তারিখ : ০৪.১২.২০২৩ সন্ধে ৬টা থেকে।
টেন্ডার (অনলাইনে) দাখিলের শেষ তারিখ : ২২.১২.২০২৩ সন্ধে ৬টা পর্যন্ত।
অনুগ্রহ করে দেখুন : https://wbtenders.gov.in
টেন্ডার নোটিশ নং : ০৩/ইই/এসভিডি/২৩-২৪ তারিখ : ০৪.১২.২০২৩
২১৫(৩)/২৩-২৪
৭.১২.২৩
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

NIeT No. 07/BDO,KANDI/2023-2024
eTender is hereby invited from bonafide firms/contractor/companies/ Engineering co-operative for Construction of Community Hall under Kandi Development Block area and Tender Cost Rs. 14.54 lakh of the Block Development Officer, Kandi Development Block for the project of MDW.
Start date of downloading of documents: **05/12/2023 from 18.00 hours.**
Last date of downloading of documents :- **19/12/2023 upto 14.00 hours**
All others details will be available in the website **http://wbtenders. gov.in** & **https://murshidabad.gov.in**
Sd/-
Block Development Officer
Kandi Development Block
Kandi, Murshidabad

NIeT No. 36/KPS/SBM-G/2023-2024
eTender is hereby invited from bonafide firms/contractor/companies/ Engineering co-ope for 10 no. of schemes i.c.w."Construction of Modified Community leach pit at different Institution levels and community platforms under Kandi Panchayat Samity area and Tender Cost Rs. 5.99 lakh TO15.94 lakh of the Executive Officer, Kandi Panchayat Samity for the project of SBM-G
Start date of downloading of documents:- **07/12/2023 from 14.00 hours**
Last date of downloading of documents- **22/12/2023 upto 14.00 hours**
All others details will be available in the website **http://wbtenders. gov.in** & **https://murshidabad.gov.in**
Sd/- Executive Officer
Kandi Panchayat Samity
Kandi, Murshidabad

Durgapur Gram Panchayat
Chotkhanda, Memari-I, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders is invited from the resourceful and experienced bidders having 60% credential for execution of **1 no.** development work under **3rd SFC** Fund vide **Memo No.: 806/DGP & e-NIT No.: 10/DGP/PRO/2023-24 (2nd Call), Date: 06.12.2023.** Bid Submission Start Date (Online): **07.12.2023 at 09:00 AM.** Bid Submission Closing Date (Online): **16.12.2023 up to 01:00 PM.** Date of Opening of Technical Bid (Online): **18.12.2023 at 02:00 PM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Pradhan
Durgapur Gram Panchayat

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
Asansol
NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.E. ET. No. 76/WS/Eng/23 Dt. 05.12.23
Memo No. 721/WS/Eng/23 dated 05.12.2023
Bid Submission period 07.12.23 to 18.12.23.
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

OFFICE OF THE
KHAIRAMARI GRAM PANCHAYAT
KHAIRAMARI, MURSHIDABAD
ENIT No. - 08/KHGP/15th CFC/ 2022-23 SL NO 1, 2, 3, 4, 5, 6 & 7 Memo No: 416/ KHGP Dated : 29/11/2023
Application Starting Date- **30/11/2023 AT 4 P.M.** Last Date of Dropping - **09/12/2023 till 11 2.00 PM.** Date of Opening Technical Bid **-11/12/2023 AT 2 P.M.** Probable Date of Opening Financial Bid- **13/12/2023 time 16.00 hours.** For Details See- **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Khairamari G.P
Jalangi, Murshidabad

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-এসএসডিএসি-এইচএএসএসডিএসি-সিইএল-আর, তারিখ ০৬.১২.২০২৩। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেল, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া রেল স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেমে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্ত বিডাররা তাঁদের মূল/সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদন করা হবে না এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার পাওয়া গেলে উপেক্ষা করা হবে। **কাজের নাম ঃ** ২ বছরের জন্য হাওড়া ডিভিশনে সিইএল-এর তৈরি এসএসডিএসি/এইচএএসএসডিএসি সিস্টেমের সিগন্যালিং অ্যাসেটের সেফটি গিয়ারের পুনর্স্থাপন এবং পুনঃপ্রসার করা। শিডিউল 'এ' ঃ হাওড়া ডিভিশনে সিইএল-এর তৈরি এসএসডিএসি/এইচএএসএসডিএসি সিস্টেম এর (এইচএএসএসডিএসি-৯০ সেট) সিগন্যালিং অ্যাসেটের সেফটি গিয়ারের পুনর্স্থাপন এবং পুনঃপ্রসার করা। শিডিউল 'বি' ঃ হাওড়া ডিভিশনে সিইএল-এর তৈরি এসএসডিএসি/এইচএএসএসডিএসি সিস্টেম এর (এসএসডিএসি-৮৬ সেট) সিগন্যালিং অ্যাসেটের সেফটি গিয়ারের পুনর্স্থাপন এবং পুনঃপ্রসার করা। **বিজ্ঞাপিত মূল্যমান ঃ** ৪০,২৫,৮২২.৮২ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৮০,৫০০ টাকা। **বিড জমা শুরুর তারিখ ঃ** ১৫.১২.২০২৩। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** ০.০০। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ২৪ মাস। **অফারের বৈধতা ঃ** ১২০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ সময় ঃ** ২৯.১২.২০২৩, দুপুর ৩টা। **টেন্ডার আপলোডের তারিখ সময় ঃ** ০৬.১২.২০২৩, সন্ধ্যা ৫.৫৮ মিনিট। (HWH-386/2023-24)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Durgapur Gram Panchayat
Chotkhanda, Memari-I, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders is invited from the resourceful and experienced bidders having 60% credential for execution of **3 nos.** different development work under **15th CFC Tied 2023-24** Fund vide **Memo No.: 805/DGP & e-NIT No.: 11/DGP/PRO/2023-24 (2nd Call), Date: 06.12.2023.** Bid Submission Start Date (Online): **07.12.2023 at 09:00 AM.** Bid Submission Closing Date (Online): **16.12.2023 up to 01:00 PM.** Date of Opening of Technical Bid (Online): **18.12.2023 at 01:00 PM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Pradhan
Durgapur Gram Panchayat

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে **প্রিন্সিপ্যাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা** নিম্নলিখিত কাজের প্রেক্ষিতে ই-টেন্ডারিংয়ের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নাম ঃ** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার ডিফ্লেক্টেড অংশের শেষ প্রান্তে কবি সুভাষ (কেকেভিএস) কারশেডে কবি সুভাষ (কেকেভিএস) স্টেশনের আপ প্ল্যাটফর্মে রেক্টিফিকেশনের কাজ। **কাজের আনুমানিক ব্যয় ঃ** ২,০০,২৯,৪৭৯.৮১ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২,৫০,২০০ টাকা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ছয় (০৬) মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৩.০১.২০২৪-এ বেলা ১২টা। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। পরিবর্তন/সংশোধন, যদি থাকে, কেবলমাত্র ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হবে।
সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ সিভিল-২৪৫৩-২০২৩ (ওপেন)
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

Abridged form of 1(One) no e-NIT
Circulations memo no-286/Sar/2023 dated- 07.12.2023 for eNTT-12/SAR/2023-24. Applications are hereby invited from intending bidders for 2(Two) no works under Sarangpur Gram Panchayat. Bid submission closing date **15.12.2023 at 1.00 PM.** Other details may be seen from the website **https://wbtenders.gov.in** & office Notice Board.
(M) 9734013308
Sd/- Prodhan,
Sarangpur G.P
Domkal, Murshidabad

Office of the
MADHURKUL GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O.- Madhurkul, P.S.- Domkal, Dist.-Murshidabad. (W.B.)
UNDER DOMKAL BLOCK
NIT No: 17/2023-24
Publishing & Submission Start Date: **07.12.2023 from 3.00 PM.** Bid Submission Closing Date: **19.12.2023 up to 11.00 AM.** Bid Opening Date: **21.12.2023 after 11.00 AM.** Details See In: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-, Prodhan
Madhurkul Gram Panchayat

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia
The Chairman, Krishnanagar Municipality invites NIeT No: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-42/2023-24 for "Renovation of Bituminous Road from House of Ramen Saha to T. D. Banerjee Road at J. P. Lahiri Road in Ward No-13 under Krishnanagar Municipality." WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-43/2023-24 for "Construction of Cement Concrete Road in Ward No-10 & 12 under Krishnanagar Municipality." The intending Bidders are requested to visit the website: https://wbtenders.gov.in for details. Tender id: 2023_MAD_616416_1, 2023_MAD_616699_1 & 2023_MAD_616699_2.
Sd/- Chairman
Krishnanagar Municipality

BARANAGAR MUNICIPALITY
87, DESH BANDHU ROAD (EAST), KOLKATA-700035
The Chairman invites e-Tender (Online) for the work of "Supply, Fitting & Fixing of LED Light (30W, 45W, 60W, 90W, 120W) in Existing Poles at Different Roads and Places within Baranagar Municipality Area (Under Green City Mission)", **NIeT No: WBMAD/ BM/ PWD/NIT-78 (eGCM)/2023-24 Dated- 07.12.2023, Tender ID No. 2023_MAD_616915_1 To 2023_MAD_ 616915_5.** Bid submission of end date (Online) is **02.01.2024 up to 6.00 P.M.** For details please log on to **www.wbtenders.gov.in** and visit **www.baranagarmunicipality.org**
Sd/- Chairman

Office of the
GARAIMARI GRAM PANCHAYAT
Vill & Post. : Garaimari, P.S.: Domkal, Dist- Murshidabad, (W.B)
Under Domkal Block
NIeT No: 09/2023-24
Publishing & Bid Submission Start Date: **07/12/2023 (from 5.00 PM).** Bid Submission Closing Date: **19/12/2023 (upto 11.00 AM).** Bid Opening Date: **21/12/2023 (11.00 AM).** Details See In: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Garaimari Gram Panchayat

NOTICE
Wreath Co-operative Housing Society Ltd. intends to build a G+4 building on Plot No. 733, AA IIIB, Street No. 0792, Newtown, Kolkata, Category-LIG, on 270.05 Sq. Mt. for which the Siciety wants to appoint a contractor as per Co-operative law. Interested contractors are requested to submit tender/quotation within 15 days from the date of issue of this notice to the following address : D'Coy, Kolkata Armed Police, AF Block, Sector- 1, 4th Battalion, Salt Lake, Kolkata-700064.
Sd/-
Secretary
Wreath Co-op. Hg. Sc. Ltd.

ABRIDGED NIT
On behalf of **Herambagopalpur Gram Panchayat** of Patharpratima Block under South 24 Parganas dist. invites bids through etendering process for Est. Cost. of **Rs.1402083/-** (Excl. GST & Cess). vid **NIT No. 23/433 to 26/436/ XVFC - UNTIED & TIED & SBMG/ NIT/HGP/2023, dt.-08,12,2023.** The last Date of submission of Bids is **19.12.2023 up to 2.00p.m.** Please visit **https://wbtenders.gov.in** and **SDO/BDO/GP Office.**
Sd/- Pradhan,
Herambagopalpur GP.

Office of the
Radharghat-II Gram Panchayat
Muktarpur : Berhampore : Murshidabad.
1) NOTICE INVITING e-TENDER NO- 12 & 13/ PRODHAN/ RADHARGHAT-II GP/2023-24, Dated : **07/12/23** is hereby invited through online by the Prodhan, Radharghat-II G.P, Berhampore, MSD. for Civil works upto **19.12.2023. Time: 2.00 PM.** Details may be obtained from this office during office hours.
Sd/- Prodhan,
RADHARGHAT-II Gram Panchayat,
Muktarpur, Berhampore,
Murshidabad.

Howrah Municipal Corporation
Borough-II
43, Jelia Para Lane - 711106
Ph: 033-2665-0888
e-Tender Notice
E-Tender No.: TN/005/AE/B-II/ 2023-24, Date: 08.12.2023
Detail information will be available from the Office of Borough-II HMC. Visit the site: **https//:wbtenders.gov.in** uploading (online) Start: **11.12.2023 at 06:00 PM.** Submission Closing (Online): **19.12.2023 at 06:00 PM.**
Sd/-
Assistant Engineer
Borough-II, H.M.C.

দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েত
মথুরাপুর- ২নং পঞ্চায়েত সমিতি
Mail ID: d.bakultala@gmail.com
E-TENDER NOTICE
দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে প্রধান গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় SEGREGATION SHED নির্মান কাজের জন্য (SBM(G) হইতে) যে দরপত্রটি আহ্বান করছেন, তাহার NIT No. DBGP/SBM(G)/ SEGREGATION SHED/E-NIT-08/2023-24। Date- 26/09/2023। বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য **www.wbtenders.gov.in** যোগাযোগ করুন। প্রধান/ দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েত

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD
জোনাল অফিস - কলকাতা সাউথ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট - ৪, রুল ৮(১)

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
"ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে ঋণগ্রহীতাগণ জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।"

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/ শাখার নাম	দাবি নোটিশের তারিখ এবং দখলের তারিখ	দাবি নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টাকায়)	সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	মেসার্স দীপশিখা জুয়েলার্স, স্বত্বাধিকারী শ্রী নীলোৎপল হালদার (বন্ধকদাতা এবং জামিনদাতা), শ্রীমতি মৌসুমী হালদার (জামিনদাতা) ঠিকানা - গ্রাম - সাহারারহাট দারি জগন্নাথপুর থানা - ফলতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩৫০৪ শাখা : ফলতা শাখা	০৯.০৮.২০২৩ এবং ০৬.১২.২০২৩	৩১,৩৩,৫৩৭.০০ টাকা (একত্রিশ লাখ তেত্রিশ হাজার পাঁচশ সাঁয়ত্রিশ টাকা) ০৯.০৮.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত	১.সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত দ্বিতল ভবন, আর সি সি ছাদ নির্মিত পরিমাণ আনুমানিক ২৬.৪১ শতক, কমবেশি অবস্থিত মৌজা : দারি জগন্নাথপুর, জেএল নং ২৭, আরএস খতিয়ান নং ১৬২ এবং ১৭৪, এলআর খতিয়ান নং ১২৯৫, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৯৬ এবং ১৯৫, থানা- ফলতা, বেলসিংহ ১ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, দলিল নং ২৬১৩/২০১৪ তারিখ : ২৬.০৯.২০১৪, বুক নং ১, সিডি ভলুম নং ৭, পৃষ্ঠা ২৬৪৩ থেকে ২৬৫২, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর ফলতা, শ্রী নীলোৎপল হালদার, পিতা প্রয়াত হরিপদ হালদার এর নামে। চৌহদ্দি : উত্তরে : রসময় কয়ালের জমি এবং ভবন,দক্ষিণে : মদন মিথিয়ার জমি এবং ভবন, পূর্বে : তারক পালের জমি এবং ভবন, পশ্চিমে : গুরুপদ হালদারের জমি এবং ভবন সমন্বিত। **পূর্বের দখল নোটিশ ইস্যু করা হয়েছিল ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে তারিখ ১০.১১.২০২৩ ব্যাঙ্ক কর্তৃক যা প্রত্যাহৃত হয়েছে।**

তারিখ : ০৬.১২.২০২৩
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক)

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - চুঁচুড়া
৩য় তল, সেনকো বিল্ডিং, বালি মোড়, ব্যান্ডেল, পোস্ট এবং জেলা - হুগলি, পিন - ৭১২১০৩, ফোন - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেল zochinsurah@indianbank.co.in
পরিশিষ্ট - IV-A [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য] স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত সম্পত্তি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত "যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যেমন আছে" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২৮.১২.২০২৩ তারিখ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে** প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায়ের জন্য নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের কাছ থেকে।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা/শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১.	শ্রী দেবার্য চ্যাটার্জি শাখা : রাধাগোবিন্দনগর	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ২ বিএইচকে বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ ৭৭৫ বর্গফুট কমবেশি (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) ৪র্থ তলে, ফ্ল্যাট নং ৩০২এ, 'বসন্ত বাস' ভবনে, জেএল নং ১০৪, সিট নং ৮০, আরএস দাগ নং ৮৫, আরএস খতিয়ান নং ৭৪, ৭১ এবং ৭৭, হাওড়া পৌর সংস্থার হোল্ডিং নং ৯৩, ওয়ার্ড নং ৩৮, থানা-শিবপুর, শরৎচন্দ্র চ্যাটার্জি রোড, হাওড়া, পব, দলিল নং ০৫০১০০৬৫০-২০১৮ সালের তারিখ ০৫.০২.২০১৮, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ০৫০১-২০১৮, পৃষ্ঠা ২৯২৩৫ থেকে ২৯২৭৮, শ্রী দেবার্য চ্যাটার্জি এবং শ্রীমতি জ্যোতি চ্যাটার্জির নামে।	ক) স্বত্ব দখলীকৃত খ) নেই গ) ২১,০০,০০০ টাকা ঘ) ২,১০,০০০ টাকা ঙ) ২০,০০০ টাকা চ) আইডিআইবি৫০৪২৯৭২৮৮০৫ ছ) ৩০,৩২,৭৯৫.০০ টাকা
২.	শ্রী ভিকি চৌধুরী শাখা : কোন্নগর	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ ৭৪০ বর্গফুট কমবেশি (ঢাকা এরিয়া -৬০১ বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট আপ ১৩৮.২৩ বর্গফুট) ফ্ল্যাট নং ৪০৩, ৫ম তলে, অবস্থিত মৌজা রিষড়া, সিএস দাগ নং ১৭৩৪ (অংশ), ১৭৩৫ (অংশ), ১৭৩৬ (অংশ), সিএস খতিয়ান নং ৩৪৩৩,আরএস দাগ নং ৮০৪০, আরএস খতিয়ান নং ১১১৫০, এলআর দাগ নং ১২৫৯৫,এলআর খতিয়ান নং পূর্বতন ৫৫৬৭, বর্তমান ১৮৫২২, ১৮৫২৩, ১৮৫২৪, ১৮৫২৫ এবং ১৮৫৩৬, হোল্ডিং নং ৩/২৫৪/৩, ডা.বি সি রায় সরণি(থার্ড লেন) রিষড়া পুরসভা অধীন, পো-মোড়পুকুর, থানা-রিষড়া, জেলা হুগলি, পব, রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং ৬০৫০২৫৬২-২০১৯ সালের তারিখ ১৬.০৫.২০১৯, বুক নং ১, ভলুম নং ০৬০৫-২০১৯, পৃষ্ঠা ৭৬৩৬৭ থেকে ৭৬৪৩৮, এডিএসআর শ্রীরামপুর, ভিকি চৌধুরী এবং অশোক চৌধুরীর নামে।	ক) স্বত্ব দখলীকৃত খ) নেই গ) ১৬,০০,০০০ টাকা ঘ) ১,৬০,০০০ টাকা ঙ) ২০,০০০ টাকা চ) আইডিআইবি৫০৪৮৫২৯৩৯০০ ছ) ১৫,১৪,২১৭.০০ টাকা

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪ এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন ibapifin@mstcecommerce.com।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০৬১৩১" যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।
তারিখ : ০৮.১২.২০২৩
স্থান : ব্যান্ডেল
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

১১ মন্ত্রীকে নিয়ে শপথ নিলেন তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি

অমরাবতী, ৭ ডিসেম্বর: তেলঙ্গানার প্রথম কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন রেবন্ত রেড্ডি। বৃহস্পতিবার হায়দরাবাদের এলবি স্টেডিয়ামে লক্ষাধিক মানুষের জমায়েতের সামনে শপথ নেন রেবন্ত। হায়দরাবাদের এলবি স্টেডিয়ামে একটি জমকালো অনুষ্ঠানে শপথ গ্রহণ করলেন তিনি।

শেষ মুহূর্তে রেবন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ ইন্ডিয়া জোটের শীর্ষনেতাদের আমন্ত্রণ জানালেও অন্য দলের শীর্ষনেতাদের সেভাবে মঞ্চে দেখা যায়নি। নয়া সরকার গঠনের পরই প্রধানমন্ত্রী মোদি টুইট করে সরকারকে সম্ভাব্য সকল সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দিয়েছেন। এক্স হ্যান্ডলে, তেলুগু ভাষায় তিনি লেখেন, 'তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার জন্য শ্রী রেবন্ত রেড্ডি গারুকে অভিনন্দন। আমি রাজ্যের অগ্রগতি এবং রাজ্যের নাগরিকদের কল্যাণের জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিচ্ছি।'

এদিন মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন আরও ১১ জন। আর মুখ্যমন্ত্রীর দৌড়ে থাকা কংগ্রেসের দলিত নেতা মাল্লু ভাট্টি বিক্রমার্কাকে করা হল উপমুখ্যমন্ত্রী। এদিনের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধি, সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে রাহুল গান্ধি, প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরা এবং বিভিন্ন রাজ্যের কংগ্রেস সভাপতিরা। বিধানসভার অধ্যক্ষ হচ্ছেন কংগ্রেসের গদ্দাম প্রসাদ কুমার।

আজই লোকসভায় পেশ এথিক্স কমিটির রিপোর্ট

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর: আজই তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে এথিক্স কমিটির তদন্ত রিপোর্ট পেশ হতে চলেছে সংসদে। সূত্রের খবর, সংসদের কার্যবিবরণীতে শুক্রবার রাখা হচ্ছে মহুয়ার বিষয়টি। ওই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার জন্য আধ ঘণ্টা সময়ও দেবেন স্পিকার ওম বিড়লা।

লোকসভার শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে এথিক্স কমিটির রিপোর্ট পেশ নিয়ে উত্তপ্ত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। টাকা নিয়ে সংসদে প্রশ্ন করার মতো গুরুতর অভিযোগ উঠেছে কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে। এথিক্স কমিটির রিপোর্টে তাঁর সাংসদ পদ খারিজের সুপারিশ করা হয়েছে বলে সূত্রের দাবি। কিন্তু মহুয়া ইস্যুতে শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম

চারদিন কোনও পদক্ষেপ করেনি কেন্দ্র। শেষে আজ ওই প্রস্তাব পেশ হতে চলেছে।

সূত্রের খবর, শুক্রবার স্পিকার ওম বিড়লা মহুয়ার সাংসদ পদ খারিজের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনায় সায় দিয়েছেন। লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সেটা জানিয়েও দিয়েছেন তিনি। সুদীপের দাবি, ওই প্রস্তাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে। ইন্ডিয়া জোটের সব শরিক বিষয়টির প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাছাড়া মহুয়াকেও এথিক্স কমিটির রিপোর্ট নিয়ে বলতে দেওয়া উচিত।

তবে স্পিকার সব মিলিয়ে আধ ঘণ্টা সময় বরাদ্দ করতে চলেছেন। প্রথমে সরকার পক্ষের একজন প্রস্তাব আকারে এথিক্স কমিটির রিপোর্ট পেশ করবেন। পরে মহুয়াকেও সেটা নিয়ে বলার সময় দেওয়া হতে পারে। প্রয়োজন পড়লে ধ্বনিভোটে ওই প্রস্তাব পাশ করাতে পারে কেন্দ্র। তবে সবটাই আধ ঘণ্টার মধ্যে সেরে ফেলার চেষ্টা করবে বিজেপি শিবির।

আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্দুকবাজের তাণ্ডব, মৃত ৩

লাস ভেগাস, ৭ ডিসেম্বর: আমেরিকায় ফের বন্দুকবাজের হামলা। লাস ভেগাসের নেভাদা বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্দুকবাজের হামলায় ৩ জন নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। লাস ভেগাস পুলিশ সূত্রে খবর, নিহত হয়েছে হামলাকারীও। গুলিবিদ্ধ একজন নাগরিকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে হামলাকারীর পরিচয় এখনও জানা যায়নি। কী কারণে হামলা তাও স্পষ্ট নয়। বুধবার লাস ভেগাসে নেভাদা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ক্যাম্পাসে হামলা চালায় ওই বন্দুকবাজ। লাস ভেগাস শহরের ওই বিশ্ববিদ্যালয়টিতে পড়ুয়া সংখ্যা প্রায় ৩০ হাজার। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্সের জন্য পড়ুয়াদের ভিড় লেগেই থাকে। সেখানে এমন ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। তবে কেন এই হামলা, কী উদ্দেশ্যে সে বিষয়ে কিছু এখনও জানা যায়নি। হামলাকারীর পরিচয়ও এখনও জানা যায়নি। সবদিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ। স্থানীয় সময়, রাত তখন পৌনে বারোটা। হঠাৎ, লাস ভেগাস প্রশাসনের কাছে জরুরি ফোন আসে, নেভাদা বিশ্ববিদ্যালয়ের লি বিজনেস সেন্টারের কাছে 'বিম হল'-এ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে এক বন্দুকবাজ। পাল্টা গুলি চালায় পুলিশ। পাশাপাশি, পড়ুয়া, বিশ্ববিদ্যালয় কর্মীদের নিরাপদ স্থানে সরে যেতে বলা হয়।

গভীর রাত ১২.৩৭ মিনিটে পুলিশ জানায়, সম্ভবত বন্দুকবাজ মারা গিয়েছে। সূত্রের খবর, বন্দুকবাজ হিসেবে যাকে সন্দেহ করা হচ্ছে তার নাম-পরিচয় জানতে পারলেও যত ক্ষণ পর্যন্ত তার আত্মীয়ের কাছে খবর না পৌঁছনো হচ্ছে, সে নিয়ে কোনও কথা বলবে প্রশাসন। যতটুকু জানা যাচ্ছে, তাতে একাংশের ধারণা, বন্দুকবাজ সম্ভবত ৬৭ বছরের এক প্রাক্তন অধ্যাপক। জর্জিয়া এবং নর্থ ক্যারোলাইনার বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার যোগ থাকলেও সঙ্গে নেভাদা বিশ্ববিদ্যালয়ের কী সম্পর্ক, সেটা এখনও স্পষ্ট নয়।

'মোদিজি বলে দূরে সরিয়ে দেবেন না'

বিজেপির সংসদীয় দলের বৈঠকে দাবি প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর: 'আমাকে মোদিজি বলে মানুষের থেকে দূরে সরিয়ে দেবেন না।' ৩ রাজ্যের ভোটে বিপুল জয়ের পর দলের নেতাদের কাছে আর্জি জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর বক্তব্য, 'আমি শুধুই মোদি। আমাকে মোদিজি বলে মানুষের থেকে দূরে সরিয়ে দেবেন না। নামের পাশে 'জি' বসিয়ে মানুষের থেকে দূরে সরিয়ে দেবেন না।'

৩ রাজ্যের বিপুল জয়ের পরও মুখ্যমন্ত্রী বেছে উঠতে পারেনি বিজেপি। বৃহস্পতিবার সংসদের সেন্ট্রাল হলে বিজেপির সংসদীয় দলের বৈঠকে তিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মুখ নিয়ে আলোচনা হয়। সেখানেই উপস্থিত ছিলেন মোদি। দলীয় সাংসদদের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, তিন রাজ্যে জয়ের কৃতিত্ব সার্বিকভাবে গোটা দলের। এবার বিজেপি সাংসদ এবং মন্ত্রীদের বিকাশিত ভারত সংকল্প যাত্রায় যোগ দিতে হবে।

উল্লেখ্য, তিন রাজ্যে বিজেপির বিপুল জয়ের কৃতিত্ব অনেকেই দিচ্ছেন 'ব্র্যান্ড মোদি'কে। প্রধানমন্ত্রী যেভাবে তিন রাজ্যেই নিজেকে মুখ হিসাবে তুলে ধরেছেন, তাতেই স্থানীয় নেতাদের ব্যর্থতা, স্থানীয় সব ইস্যু ছুড়ে ফেলা গিয়েছে, মনে করছে বিজেপিও। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী এই জয়ে নিজের কৃতিত্ব দেখছেন না। তাঁর বক্তব্য, এটা সার্বিক প্রচেষ্টার জয়। সকলেই পরিশ্রম করেছেন। মোদি বলছেন, তিনি মানুষের মধ্যেই থাকতে চান। তাঁর বক্তব্য, 'আমাকে মোদিজি বলে মানুষের থেকে দূরে সরিয়ে দেবেন না। আমি শুধু মোদি।'

উল্লেখ্য, ৩ রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, তাই নিয়ে এখনও জল্পনা চলছে বিজেপির অন্দরে। শোনা যাচ্ছে, ৩ রাজ্যেই নতুন মুখ আনতে পারে বিজেপি। সেকারণেই এত অপেক্ষা। এদিকে বিরোধীরা টিটকিরি দিচ্ছে, বিজেপির অন্দরে মিউজিক্যাল চেয়ার চলছে। সেকারণেই মুখ্যমন্ত্রীর নাম ঘোষণায় দেরি।

মিগজাউমের দাপটে তৃতীয় দিনেও জলমগ্ন চেন্নাই

চেন্নাই, ৭ ডিসেম্বর: ঘূর্ণিঝড় মিগজাউমের জেরে লন্ডভন্ড গোটা চেন্নাই শহর। একটানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন তামিলনাড়ু এবং পুদুচেরির বিস্তীর্ণ এলাকা। তবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তামিলনাড়ুর রাজধানী চেন্নাই। বৃষ্টি থেমে গেলেও, জল জমে আছে চার দিকে। তৃতীয় দিনেও বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন বহু এলাকা।

বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণিঝড় মিগজাউম মঙ্গলবার অন্ধ্র উপকূলে আছড়ে পড়ে। তার পর তিন ঘণ্টা ধরে তাণ্ডব চলে। এর পর অবশ্য শক্তি হারায় ঘূর্ণিঝড়। তবে ঘূর্ণিঝড় মিগজাউমের দাপটে থমকে গিয়েছে তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশের জনজীবন। তামিলনাড়ু সরকারের পক্ষে জানানো হয়েছে, তিন দিন পেরিয়ে গেলেও বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হয়ে আছে বহু এলাকা। ঝড় এবং বৃষ্টির দাপটে অনেক জায়গাতেই বহু গাছ এবং বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে গিয়েছে। সেই কারণে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে গিয়েছে। বেশ কিছু জায়গায় বিদ্যুতের তার জলের নীচেও ডুবে আছে। বিপদ এড়ানোর জন্য বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে বহু এলাকা। তবে পরিস্থিতি সামান্য নিয়ন্ত্রণে এলেই শীঘ্রই বিদ্যুৎ ফিরিয়ে আনার কাজ শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে। ঘূর্ণিঝড় এবং একটানা অতিভারী বৃষ্টিতে জলমগ্ন ভেলাচেরি এবং তামবারামের বিভিন্ন এলাকা। দুর্যোগ পরিস্থিতিতে চেন্নাই এবং সংলগ্ন জেলাগুলিতে সরকারি স্কুল-কলেজ বন্ধ রাখা হয়েছে। কর্মীদের বাড়ি থেকে কাজ করার পরামর্শ দেওয়ার জন্য বেসরকারি সংস্থাগুলিকে অনুরোধ জানিয়েছে প্রশাসন। চেন্নাইয়ের অধিকাংশ জায়গাতেই নিচু এলাকাগুলিতে জল ঢুকছে। অনেকের বাড়ির মধ্যেও জল ঢুকে গিয়েছে। জল ঢুকে যাওয়ার কারণে অনেক পরিবারকেই বাড়িছাড়া হতে হয়েছে। এমনকি, পার্কিং লটে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িগুলিও জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে।

দুর্যোগে আরও ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে ইতিমধ্যেই পাঁচ হাজার ত্রাণকেন্দ্র তৈরি করেছে তামিলনাড়ুর ডিএমকে সরকার। মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন উদ্ধারকাজের বিষয়ে তদারকি করছেন। তামিলনাড়ুর সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, যে ত্রাণ তৎপরতা পুরোদমে চলছে।

অজানা গ্যাস হামলা কানাডার সিনেমাহলে খলিস্তানি হামলা কিনা তদন্তে পুলিশ

ওটায়া, ৭ ডিসেম্বর: হিন্দি সিনেমা চলছিল কানাডার তিনটি প্রেক্ষাগৃহ। কিন্তু মাঝপথে তড়িঘড়ি থিয়েটার ফাঁকা করে দিল কর্তৃপক্ষ। নেপথ্যে অজানা গ্যাস। অভিযোগ, যা ছড়িয়ে দেয় মুখোশ পরা যুবকেরা। এই ঘটনা খলিস্তানি জঙ্গি হামলা কিনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তবে অজানা গ্যাসে এখনও পর্যাপ্ত হতাহতের খবর নেই।

ইয়র্ক পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে এই ঘটনা ঘটেছে ভাউগানের দর্শক ভর্তি একটি প্রেক্ষাগৃহে। সেখানে তখন একটি হিন্দি সিনেমা চলছিল। হঠাৎই মুখোশ পরা দু'জন যুবক অজানা গ্যাস ছড়িয়ে দেয় থিয়েটারের ভিতর। যার পর অনেকেই অসুস্থ বোধ করেন, কেউ কেউ কাশতে শুরু করেন। যার পরে ঝুঁকি না নিয়ে প্রেক্ষাগৃহ ফাঁকা করে দেয় কর্তৃপক্ষ। ঘটনার সময় ওই থিয়েটারে ২০০ দর্শক ছিল বলে জানা গিয়েছে। পুলিশেও খবর দেওয়া হয়েছিল। যদিও পুলিশ আসার আগেই অভিযুক্তরা পালিয়ে যায়।

ইয়র্ক পুলিশ জানিয়েছে, পিল এবং টরেন্টোর দুটি সিনেমা হলেও একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ আধিকারিকদের ধারণা, তিনটি শহরের প্রেক্ষাগৃহে ঢুকে অজানা গ্যাস ছড়ানোর ঘটনা একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রায় একই সময়ে এই চলে। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। তদন্ত চলছে।

ওডিশার সংস্থায় আয়কর হানা

টাকার পাহাড় দেখে স্তম্ভিত আধিকারিকরা

ভুবনেশ্বর, ৭ ডিসেম্বর: আলমারির পর আলমারি, থরে থরে সাজানো ২০০, ৫০০ এবং ১০০ টাকার নোটের বান্ডিল। ওডিশার একটি সংস্থায় আয়কর হানা দিয়ে টাকার পাহাড় দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান আধিকারিকরা। টাকার পরিমাণ দেখে আয়কর কর্তারাই অনুমান করতে পারছেন না কত টাকা হতে পারে। নিয়ে আসা হয়েছিল টাকা গোনার যন্ত্র। কিন্তু এই বিপুল পরিমাণ টাকা গুনতে গুনতে সেই যন্ত্রও বিকল হয়ে গিয়েছে।

আয়কর দপ্তর সূত্রে খবর, বৌধ ডিস্টিলারিজ প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি সংস্থার ওডিশা এবং ঝাড়খণ্ড শাখায় অভিযান চালানো হয়। ওডিশার বোলাঙ্গির, সম্বলপুর এবং ঝাড়খণ্ডের রাঁচি, লোহারডাগায় তল্লাশি অভিযান চলছে। আয়কর দপ্তর সূত্রের খবর, বুধবার পর্যন্ত ৫০ কোটি টাকা গোনা হয়েছে। কিন্তু তার পরই টাকা গোনার যন্ত্রগুলি বিকল হয়ে যায়। ওডিশা টিভি-র প্রতিবেদন বলছে, বুধ এবং বৃহস্পতিবার মিলিয়ে ১৫০ কোটি টাকা গোনা সম্ভব হয়েছে। আর কত টাকা রয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয় বলে সূত্রের খবর। তবে টাকার পরিমাণ কয়েকশো কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে মনে করছেন আধিকারিকরা। আয়কর দপ্তর সূত্রে খবর, ওডিশার এই সংস্থাটির বিরুদ্ধে কর ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে একাধিক বার। তার পরই বুধবার এই অভিযান চালানো হয়। শুধু সংস্থার প্রধান কার্যালয়েই নয়, সংস্থার ডিরেক্টরদের বাড়ি এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টরের বাড়িতেও তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

শুধু বৌধ ডিস্টিলারিজই নয়, আয়কর হানা চলছে ঝাড়খণ্ডের ব্যবসায়ী রামচন্দ্র রুংটার সংস্থার বিভিন্ন অফিসে।

করাচির বহুতলে আগুনে মৃত্যু ৫ জনের

করাচি, ৭ ডিসেম্বর: পাকিস্তানের করাচিতে একটি বাণিজ্যিক বহুতলে আগুন লেগে প্রাণ হারিয়েছেন ৫ জন। বহুতলের নীচের তলায় আগুনের সূত্রপাত হয়, দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর অবশেষে নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। করাচির ফেডারেল বি এলাকায় অবস্থিত বহুতলে আগুন লাগে। বুধবার সন্ধ্যায় করাচির ফেডারেল বি এলাকার আয়েশা মঞ্জিলের কাছে শাহরাহ-ই-পাকিস্তানে আরশি শপিং সেন্টার নামে একটি ৬-তলা বাণিজ্যিক-তথা-আবাসিক ভবনে আগুন লাগে, অগ্নিকাণ্ডের সময় ভবনের বাসিন্দারা ভিতরে উপস্থিত ছিলেন। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, নীচতলায় ওয়েল্ডিংয়ের কাজ চলাকালীন একটি দোকানে আগুন লেগেছিল, পরে আগুনের লেলিহান শিখা অন্যান্য দোকানে ছড়িয়ে পড়ে। আয়েশা মঞ্জিল ফার্নিচার মার্কেটের নিচতলায় ২৫০টিরও বেশি দোকান রয়েছে এবং মেজানাইন ফ্লোরে আসবাবপত্র, গদি এবং পেট্রোলিয়াম পণ্য রাখা হয়। এছাড়াও উপরের চার তলায় ৪৫০টি আবাসিক ফ্ল্যাট রয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের কারণে ভবনটি দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং যে কোনও সময় ভেঙে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। আগুনে ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন একজন।

প্রতিবেশীকে গুলি করে খুন, গ্রেপ্তার অভিনেতা

লখনউ, ৭ ডিসেম্বর: গ্রেপ্তার ছোট পর্দার জনপ্রিয় তারকা ভূপিন্দর সিং। এক প্রতিবেশীকে গুলি করে খুন এবং তিন জনকে আহত করার অভিযোগে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে। উত্তরপ্রদেশের বিজনৌরে ঘটনাটি ঘটেছে। অভিযোগ, ইউক্যালিপ্টাস গাছ কাটা নিয়ে বিবাদের সময় প্রতিবেশীদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েন ভূপিন্দর। সেই গুলি লেগে এক জন নিহত হয়েছেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, উত্তরপ্রদেশের বিজনোরে একটি খামারবাড়ি রয়েছে ভূপিন্দরের। অবৈধ অনুপ্রবেশ আটকাতে তিনি সেই বাড়ির চারপাশে বেড়া তৈরি করছিলেন। তাঁর সেই খামারের পাশেই গুরদীপ সিং নামে স্থানীয় এক বাসিন্দার কৃষি জমি ছিল। ভূপিন্দর বেড়া তৈরির জন্য গুরদীপের জমির কিছু ইউক্যালিপ্টাস গাছ কেটে দিলে, তাঁদের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। খুব শীঘ্রই বাগ্বিতণ্ডা মারপিটের আকার নেয়। ভূপিন্দর এবং তাঁর তিন সহযোগী গুরদীপের পরিবারের উপর চড়াও হন। এই সময় নিজের লাইসেন্স থাকা বন্দুক নিয়ে গুরমিতের পরিবারের দিকে এলোপাথাড়ি গুলি চালান ভূপিন্দর। গুলি লেগে লুটিয়ে পড়েন গুরদীপের ২২ বছর বয়সি পুত্র গোবিন্দ। গুলি লেগে আহত হন গুরদীপ, তাঁর দ্বিতীয় পুত্র আমরিক এবং স্ত্রী বিরো বাই। বর্তমানে তিন জনেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

রাম মন্দিরের উদ্বোধনে থাকবে চাঁদের হাঁট

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর: লোকসভা ভোটের আগেভাগেই উদ্বোধন হচ্ছে রাম মন্দিরের। ২২ জানুয়ারি রাম লালার মন্দিরের প্রধান উদ্বোধক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এখন সাজসাজ রব অযোধ্যায়। মোদি, যোগীর মতো রাজনৈতিক নেতা, সন্ন্যাসী, ভক্তদের পাশাপাশি ঐতিহাসিক দিনে আমন্ত্রিত বহু বিশিষ্টজন। যাঁদের মধ্যে রয়েছেন নামী খেলোয়াড়, ধনকুবের শিল্পপতি, বলিউডের তারকা, সাংবাদিক, কবিরাও। রাম মন্দিরের উদ্বোধনে আমন্ত্রিত ভারতরত্ন ক্রিকেটার শচিন তেন্ডুলকর, বর্তমান ভারতীয় দলের অন্যতম সদস্য বিরাট কোহলি, শিল্পপতি মুকেশ আম্বানি, গৌতম আদানি, রতন টাটা, বলি তারকা অমিতাভ বচ্চন, রামানন্দ সাগরের 'রামায়ণে' রাম অরুণ গোভিল এবং সীতা দীপিকা চিখিলিয়া প্রমুখ।

রাম মন্দির ট্রাস্ট সূত্রে জানা গিয়েছে, মন্দির উদ্বোধনে আমন্ত্রিত ৭ হাজারের বেশি। এর মধ্যে ৩ হাজার ভিআইপি। সেই সমস্ত করসেবকের পরিবারের সদস্যরা অতিথি হিসেবে থাকবেন, রাম মন্দির আন্দোলনে যাঁদের মৃত্যু হয়েছিল। এছাড়াও ২২ জানুয়ারি অযোধ্যার নবনির্মিত মন্দিরে উপস্থিত থাকবেন সংঘপ্রধান মোহন ভাগবত, যোগগুরু রামদেব, ভিন্ন গোষ্ঠীর ৪ হাজার সন্ন্যাসী, লেখক, সাংবাদিক, বিজ্ঞানী-সহ বিশিষ্টজনেরা।

ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাই বলেন, '৫০টি দেশের একজন করে প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। মৃত ৫০ জন করসেবকের পরিবারের সদস্যরাও আমন্ত্রিত। এছাড়াও বিচারপতি, বিজ্ঞানী, সাংবাদিক, কবিরা উপস্থিত থাকবেন পবিত্র দিনের বিশেষ অনুষ্ঠানে।'

এবার ইজরায়েলি সেনার ঘেরাটোপে হামাসের প্রতিষ্ঠাতা সিনওয়ার!

তেল আভিভ, ৭ ডিসেম্বর: ইজরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধে কোণঠাসা হামাস। গাজা অভিযানে হামাসের একের পর এক নেতাকে খতম করছে ইজরায়েল। গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে জেহাদিদের ডেরা। এবার ইজরায়েলি সেনার ঘেরাটোপে হামাসের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম ইয়াহিয়া সিনওয়ার। বৃহস্পতিবার তাঁর বাড়ি ঘিরে ফেলেছে ইজরায়েলি ফৌজ বলে খবর। সিনওয়ারকে খুঁজে পাওয়া এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র বলেই জানালেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু।

এক্স হ্যান্ডেলে নেতানিয়াহু জানান, 'আমি বলেছিলাম আমাদের বাহিনী গাজার যে কোনও জায়গায় যেতে পারে। এই মুহূর্তে তাঁরা সিনওয়ারের বাড়ি ঘিরে রেখেছে। ওঁর বাড়ি কোনও দুর্গ নয়। সে পালিয়েও যেতে পারে। কিন্তু এই জেহাদিকে খুঁজে বের করা সময়ের অপেক্ষা মাত্র।' এই বিষয়ে ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী জানিয়েছে, সিনওয়ার মাটির নিচে বাঙ্কারে আশ্রয় নিয়েছেন।

উল্লেখ্য, দক্ষিণ গাজার খান ইউনিস শরণার্থী শিবিরে জন্ম হয় ইয়াহিয়া সিনওয়ারের। ২০১৭ সালে গাজায় হামাসের প্রধান হিসাবে নির্বাচিত হন সিনওয়ার। গত ৭ অক্টোবর ইজরায়েলের বুকে বেনজির হামলা চালানোর কারিগরও তিনিই। এই হামলার পর থেকেই হামাসের নাম মুছে ফেলার পণ নিয়েছে ইজরায়েল।

বাগানের জোড়া অভিযোগ ওড়িশার বিরুদ্ধে

ন'জনের চোট, দল নামাতে সমস্যায় সবুজ-মেরুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইএসএলে টানা পাঁচটি জয়ের পর প্রথম বার পয়েন্ট নষ্ট করতে হয়েছে মোহনবাগানকে। পিছিয়ে যাওয়ার পরে শেষ মুহূর্তে গোল করে দলকে এক পয়েন্ট এনে দিয়েছেন আর্মান্দো সাদিকু। ম্যাচ শেষে মোহনবাগান জোড়া অভিযোগ করেছে ওড়িশার বিরুদ্ধে। একটি পেনাল্টি নিয়ে। অন্যটি প্লেয়ারদের চোট পাওয়া নিয়ে।

পেনাল্টি থেকে নিজের ও ওড়িশার প্রথম গোল করেন আহমেদ জাহু। সেই গোল নিয়ে ম্যাচ শেষে সাংবাদিক বৈঠকে বাগানের রক্ষাকর্তা সাদিকু বলেন, ''প্রথমার্ধে আমরা বেশ কয়েকটি বল নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারিনি। সেখান থেকেই ওরা বল পেয়ে আক্রমণ করে। আমি ঠিক মতো দেখিনি যদিও। তবে মনে হয় ওটা পেনাল্টি ছিল না।'' পাশাপাশি দলের সহকারী কোচ ক্লিফোর্ড মিরান্ডা বলেন, ''ম্যাচের আগে ওয়ার্ম-আপেই হুগোর চোট লেগে যায়। তার পরে সাহাল ও থাপাও চোট পেয়েছে। এগুলো পেশির চোট নয়। ওদের আঘাত করা হয়েছে। কারণ, খেলার ওপর ওদের নিয়ন্ত্রণ ভাল ছিল।'' মিরান্ডার কথা থেকে পরিষ্কার, জোর করে বাগান ফুটবলারদের আঘাত করা হয়েছে বলে মনে করছেন তিনি।

ওড়িশা ম্যাচের আগে থেকেই চোট সমস্যায় রয়েছে মোহনবাগান। আশিক কুরুনিয়ন, আনোয়ার আলি, মনবীর সিংহ ও দিমিত্রি পেত্রাতস চোটে ছিলেন। ওড়িশা ম্যাচের আগে হুগো বুমোস চোট পেয়েছেন। ফলে খেলতে পারেননি তিনি। ম্যাচে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছে সাহাল আব্দুল সামাদ ও অনিরুদ্ধ থাপাকে। তা ছাড়া গ্লেন মার্টিন্স ও কিয়ান নাসিরিও পায়ে টান ধরায় মাঠ ছাড়েন। সব মিলিয়ে ন'জন ফুটবলারেরা চোটে চাপে রয়েছে বাগান। ১৫ ডিসেম্বর নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে পরের ম্যাচে নামবে বাগান। তার আগে ফুটবলারদের সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করছে তারা।

বাগান কোচ জুয়ান ফেরান্দো ম্যাচের পরে ওড়িশার ফুটবলার রয় কৃষ্ণের সঙ্গে বাদানুবাদের জেরে লাল কার্ড দেখায় সাংবাদিক বৈঠকে এসেছিলেন মিরান্ডা। ফুটবলারদের চোট নিয়ে মুখ খুলেছেন তিনি। মিরান্ডা বলেন, ''চোটের ব্যাপারে বিস্তারিত এখনও কিছু জানি না। মেডিক্যাল টিমের সঙ্গে কথা বলে জানতে হবে। এত চোট-আঘাত নিয়ে খেলে যাওয়াটা খুবই কঠিন। তবে এমন যে হতে পারে, তা আমাদের ভাবনায় ছিল। তাই একটা ভাল দল গড়েছি আমরা। অন্য খেলোয়াড়রাও রয়েছে, যারা শূন্যস্থান পূরণ করতে পারে। আশা করি, ওরাও ভাল খেলবেদ।

দু'গোল করার থেকেও দলের এক পয়েন্ট পাওয়াকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন সাদিকু। আলবানিয়ার হয়ে ইউরো কাপে খেলা ফুটবলার বলেন, ''প্রতি ম্যাচেই নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করি। কখনও নিজে গোল করি, কখনও গোলের পাস দিই। যখনই গোল করতে পারি, খুশি হই। দলের জন্য একশো শতাংশ দিতে পেরে ভাল লাগছে। দলের জন্য এক পয়েন্ট আনাটাই আমার কাছে সেরা প্রাপ্তি। আলাদা করে কোনও গোলের কথা বলব না।

আর্সেনালের রুদ্ধশ্বাস জয়ের রাতে নায়ক রাইস

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত মরসুমেও খেতাবি দৌড়ে ছিল তাঁর দল।। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। সেই হতাশা কাটিয়ে ফের আগ্রাসী মেজাজেই ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে যাত্রা শুরু করেছে আর্সেনাল। সোমবার মিকেল আর্তেতার দল রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে ৪-৩ গোলে হারিয়েছে লুটন টাউনকে। জয়ের গোল আসে সংযুক্ত সময়ে (৯০৭)। দলকে মধুর জয় উপহার দেন ডেক্লান রাইস।

সোমবারের জয়ের সুবাদে ১৫ ম্যাচে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে টেবলের শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছে আর্সেনাল। তিন নম্বরে নেমে গিয়েছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন ম্যান সিটি। দুই নম্বরে রয়েছে য়ুর্গেন ক্লপের লিভারপুল।

সোমবারের ম্যাচে ২০ মিনিটে গাব্রিয়েল মার্তিনেল্লির গোলে এগিয়ে গিয়েছিল আর্সেনাল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সমতা ফেরান গ্যাব্রিয়েল ওশো। বিরতির আগে আর্সেনালকে ফের এগিয়ে দেন গাব্রিয়েল জেসুস। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধের ম্যাচ শুরু হতেই এলিজা আদেবায়োর গোলে ফের সমতায় ফিরে আসে লুটন সিটি। ৫৭ মিনিটে রস বার্কলির গোলে আর্সেনাল এর পরে পিছিয়ে পড়ে। চাপ সামলে ৬০ মিনিটে সমতা ফেরায় আর্সেনাল। গোলদাতা কাই হাভার্ৎজ। স্বস্তি ফেরে সংযুক্ত সময়ে রাইসের গোলে।

ম্যাচের পরে উল্লসিত আর্সেনাল ম্যানেজার আর্তেতা বলেন, ''এই রাত স্মরণীয় হয়ে থাকবে আমার কাছে। এই জয় বুঝিয়ে দিয়েছে, মানসিক ভাবে আর্সেনাল কতটা দৃঢ়।'' তবে তিনি এ-ও মনে করিয়ে দিয়েছেন, তাঁর দলের ফুটবলের সঙ্গে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির তুলনা করা অর্থহীন। আর্তেতা বলেছেন, ''ম্যান সিটি একটা দর্শন মেনে ফুটবল খেলে। আমি কাউকে অনুকরণ করতে চাই না। ফুটবলারদের বলেছি, খেতাবি লড়াইয়ে থাকতে হলে ওদের কী করতে হবে। সেটাই লুটন সিটির বিরুদ্ধে দেখা গিয়েছে।''

এই বছর শেষ হওয়ার আগে আর্সেনালকে খেলতে হবে অ্যাস্টন ভিলা, ব্রাইটন, লিভারপুল, ওয়েস্ট হ্যাম এবং ফুলহ্যামের বিরুদ্ধে। আর্তেতা বলেছেন, ''নিজেদের খেলার ছন্দে কোনও পরিবর্তন করা যাবে না। সেটা পাল্টে গেলেই বিপদ হতে পারে। সেটা ফুটবলারদের বলে দিয়েছি।''

স্কোরবোর্ডে বদলে গেল পাকিস্তানের নাম! প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইল অস্ট্রেলিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন: অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট সিরিজ খেলতে গিয়ে বিমানবন্দরে নেমেই সমস্যার মুখে পড়েছিল পাকিস্তান। নিজেদের মালপত্র নিজেদেরই বইতে হয়েছিল ক্রিকেটারদের। এ বার প্রস্তুতি ম্যাচের সময় বৈষম্যের শিকার হলেন বাবর আজমেরা। স্কোরকার্ডে দেশের নামই বদলে গেল। পরে অবশ্য সমালোচনার মুখে পড়ে ক্ষমা চেয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া।

মানুকা ওভালে প্রধানমন্ত্রী একাদশের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলছে পাকিস্তান। সেই খেলা সরাসরি সম্প্রচার করা হচ্ছে ফক্স ক্রিকেটে। পাকিস্তান ব্যাট করার সময় দেখা যায় দলের নাম 'পাক'-এর বদলে 'পাকি' লেখা রয়েছে। ইউরোপের দেশগুলিতে পাকিস্তানের নাগরিকদের হেনস্থা করার জন্য সাধারণত এই নামে ডাকা হয়।

অস্ট্রেলিয়ার এক সাংবাদিক এই ঘটনা নিয়ে মুখ খোলেন। তিনি সমাজমাধ্যমে সেটি লেখার কিছু ক্ষণ পরেই অবশ্য ভুল শুধরে নেয় ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। আবার দলের নাম 'পাক' লেখা হয়। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, ''তথ্য দেওয়ার সময় গ্রাফিকের সমস্যায় ভুল নাম দেখানো হচ্ছিল। কেউ ইচ্ছা করে সেটা করেনি। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভুল শুধরে নেওয়া হয়েছে। তবে এই ধরনের ভুল হওয়া ঠিক নয়। আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।''

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে এশিয়ার ক্রিকেটারদের সঙ্গে বৈষম্যের ঘটনা অবশ্য নতুন নয়। ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজ চলাকালীন মহম্মদ সিরাজকে বৈষম্যের মুখে পড়তে হয়েছিল। তিনি অভিযোগ করার পরে কয়েক জন দর্শককে গ্যালারি থেকে বার করেন দেন নিরাপত্তারক্ষীরা। এ বার পাকিস্তানও সেই একই সমস্যায় পড়ল।

শ্রীসন্থের সঙ্গে ঝামেলার ১৭ ঘণ্টা পর মুখ খুললেন গম্ভীর

কেকেআর মেন্টর জবাব দিলেন আট শব্দে

নিজস্ব প্রতিবেদন: আবার বিতর্কে জড়িয়েছেন গৌতম গম্ভীর। মাঠেই এক সময়ের সতীর্থ এস শ্রীসন্থের সঙ্গে উত্তপ্ত বাদানুবাদে জড়িয়েছেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের নতুন মেন্টর। গম্ভীরকে 'ঝগড়ুটে' বলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন শ্রীসন্থ। সেই ঘটনার ১৭ ঘণ্টা পরে অবশেষে মুখ খুললেন গম্ভীর। কলকাতার মেন্টর জবাব দিলেন আটটি শব্দে।

নিজের এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলে ভারতীয় দলের জার্সি পরা নিজের একটি ছবি দিয়েছেন গম্ভীর। সেখানে তাঁকে হাসতে দেখা যাচ্ছে। ক্যাপশনে গম্ভীর লিখেছেন, ''স্মাইল হোয়েন দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ অল অ্যাবাউট অ্যাটেনশন।'' এই কথার বাংলা অর্থ, ''যখন গোটা দুনিয়া দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায় তখন শুধু হাসো।''

শ্রীসন্থের নাম না করলেও গম্ভীর হয়তো বোঝাতে চেয়েছেন যে সবাই তাঁর নাম করে আলোচনার কেন্দ্রে থাকতে চান। আইপিএলে বিরাট কোহলি থেকে শুরু করে সম্প্রতি শ্রীসন্থ, তালিকাটা লম্বা। সেই কারণেই হয়তো তিনি জবাব না দিয়ে শুধু হাসার পথ নিয়েছেন।

লেজেন্ডস লিগে ইন্ডিয়া ক্যাপিটালস বনাম গুজরাত জায়ান্টসের ম্যাচের মাঝে এই ঘটনা ঘটেছে। গুজরাতের শ্রীসন্থের একটি ওভারে পর পর চার এবং ছয় মারেন গম্ভীর। তখন শ্রীসন্থ তাঁর দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে থাকেন। পরের বলটি যায় ফিল্ডারের কাছে। তখনই শ্রীসন্থ গম্ভীরকে কিছু একটা বলেন। তার পাল্টা দেন গম্ভীরও। বিষয়টি আয়ত্তের বাইরে চলে যাওয়ার আগেই দু'দলের ক্রিকেটার এবং আম্পায়ারেরা এসে দুই ক্রিকেটারকে আলাদা করে দেন।

ম্যাচের পরে ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করে শ্রীসন্থ বলেন, তমিস্টার ফাইটারের সঙ্গে যা হয়েছে তা নিয়ে গোটা বিষয়টা পরিষ্কার করে দিতে চাই। গম্ভীর এমন এক জন যে কোনও কারণ ছাড়াই সব সময় ঝগড়া করে। বীরু ভাইয়ের মতো বয়স্ক ক্রিকেটারদেরও সম্মান করে না। আজও ঠিক সেটাই হয়েছে। কোনও ইন্ধন ছাড়াই আমাকে একটানা কিছু বলে যাচ্ছিল যেটা খুব খারাপ। গৌতম গম্ভীরের মতো মানুষের মুখ থেকে সেটা আশা করা যায় না।

পরে ইনস্টাগ্রামে লাইভে আসেন শ্রীসন্থ। সেখানে তিনি বলেন, তকালকের ঘটনার পর থেকে অনেক খবরই চোখে পড়েছে। অনেক খ্যাতনামীই ভুল খবর ছড়াতে ভালবাসেন। তাই আমার মনে হল লাইভে এসে সবটা আবার পরিষ্কার করা দরকার। গম্ভীর যে রকম লোক তাতে অনেক টাকা খরচ করে নিজের প্রিয় লোকদের দিয়ে অন্য কথা বলাতেই পারে। আমি সাধারণ মানুষ। নিজের লড়াই নিজেকেই লড়তে হয়।

এর পরেই শ্রীসন্থের সংযোজন, তআমি আগে কিছু বলিনি। কোনও ইন্ধন দিইনি। কিন্তু আমাকে বার বার বলতে লাগল, 'ফিক্সার, ফিক্সার, তুমি ম্যাচ ফিক্সার।' আমার দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গাত্মক ভাবে হাসছিল। ছাপার অযোগ্য ভাষায় গালিগালাজ করেছে। এমনকি, আম্পায়ারেরা যখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে এসেছিলেন তখনও একই ভাষায় আমাকে আক্রমণ করেছে। আমি সরে গিয়েছিলাম। তার পরেও থামেনি।

গম্ভীরের মুখ থেকে বার বার বেরিয়েছিল একটাই শব্দ!: শ্রীসন্থ

নিজস্ব প্রতিবেদন: লেজেন্ডস লিগ ক্রিকেট সাধারণত বয়স্ক ক্রিকেটারদের আরও এক বার মাঠে নামার মঞ্চ। ভারতের বিভিন্ন ছোট শহরে এই লিগ দারুণ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সেটাই যে ভারতীয় ক্রিকেটে নতুন বিতর্কের জন্ম দেবে তা কে জানত! বুধবার গৌতম গম্ভীর এবং শান্তাকুমারন শ্রীসন্থের মধ্যে ঝামেলাই মুখ্য আলোচনার বিষয়। আগে শ্রীসন্থ জানিয়েছিলেন, তাঁকে একটি শব্দে আক্রমণ করছিলেন গম্ভীর। সেই শব্দটি কী তা প্রকাশ্যে আনলেন বৃহস্পতিবার দুপুরে।

এ দিন ইনস্টাগ্রামে লাইভে আসেন শ্রীসন্থ। সেখানে তিনি বলেন, তকালকের ঘটনার পর থেকে অনেক খবরই চোখে পড়েছে। অনেক খ্যাতনামীই ভুল খবর ছড়াতে ভালবাসেন। তাই আমার মনে হল লাইভে এসে সবটা আবার পরিষ্কার করা দরকার। গম্ভীর যে রকম লোক তাতে অনেক টাকা খরচা করে নিজের প্রিয় লোকদের দিয়ে অন্য কথা বলাতেই পারে। আমি সাধারণ মানুষ। নিজের লড়াই নিজেকেই লড়তে হয়।

এর পরেই শ্রীসন্থের সংযোজন, তআমি আগে কিছু বলিনি। কোনও ইন্ধন দিইনি। কিন্তু আমাকে বার বার বলতে লাগল, 'ফিক্সার, ফিক্সার, তুমি ম্যাচ ফিক্সার।' আমার দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গাত্মক ভাবে হাসছিল।

চার বলে চার ছক্কা, গম্ভীরের দলের বিরুদ্ধে বিধ্বংসী ক্রিস গেল, 'বুড়ো' হাড়ে ভেল্কি

নিজস্ব প্রতিবেদন: এখনও বিধ্বংসী ক্রিকেট খেলতে পারেন ক্রিস গেল। বয়স হলেও যে তাঁর গায়ের জোর কমেনি তা আরও এক বার দেখিয়ে দিলেন তিনি। লেজেন্ডস লিগ ক্রিকেটে ইন্ডিয়া ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে ৮৪ রানের ইনিংস খেলেন তিনি। টানা চার বলে চারটি ছক্কা মারেন গেল। তার পরেও অবশ্য ম্যাচ জিততে পারেননি তিনি।

লেজেন্ডস লিগ ক্রিকেটের এলিমিনেটরে প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ২২৩ রান করে ইন্ডিয়া ক্যাপিটালস। দলের অধিনায়ক গম্ভীর ৩০ বলে ৫১ রান করেন। কেভিন পিটারসেন, রভম্যান পাওয়েলদের ব্যাটে ২০০ পার করে ক্যাপিটালস।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে বিধ্বংসী ক্রিকেট খেলা শুরু করেন গেল। দেশীয় সতীর্থ অ্যাশলি নার্সের ওভারে টানা চার বলে চারটি ছক্কা মারেন তিনি। সেই ওভারে ওঠে ২৯ রান। যত ক্ষণ গেল ছিলেন তত ক্ষণ চাপে ছিল ক্যাপিটালসের। ম্যাচ জেতার সুযোগ ছিল গুজরাত জায়ান্টসের।

গেলকে সঙ্গ দেন কেভিন ও'ব্রায়েন। ৩৩ বলে ৫৭ রান করেন তিনি। ম্যাচের ১৯তম ওভারের প্রথম বলে ইসুরু উদানা আউট করেন গেলকে। বড় ধাক্কা খায় গুজরাত। শেষ পর্যন্ত ২১১ রানে আটকে যায় তারা। ১২ রানে হারতে হয় পার্থিব পটেলের দলকে।

পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ট্যাক্সিচালক, দুই ছেলেই ইংল্যান্ডের ক্রিকেট দলে, গর্বিত বাবা 'ভূপর্যটক'

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইংল্যান্ডের হয়ে গত বছর ডিসেম্বরে অভিষেক হয়েছিল রেহান আহমেদের। সে দেশের কনিষ্ঠতম ক্রিকেটার হিসাবে টেস্ট অভিষেক হয়েছিল তাঁর। বাবা নইম আহমেদ দেখেছিলেন তাঁর ছেলে মাত্র ১৮ বছর ১২৮ দিন বয়সে নাসির হুসেনের হাত থেকে আন্তর্জাতিক টুপি নিচ্ছেন করাচিতে। এক বছরের মধ্যে নইমের দ্বিতীয় সন্তান ফারহানও সুযোগ পেলেন ইংল্যান্ডের দলে। ১৫ বছরের ফারহান ডাক পেলেন ইংল্যান্ডের অনূর্ধ্ব-১৯ দলে। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের মিরপুরের নইম বলেন, ত্বাবা হিসাবে আমি গর্বিত। নিজেকে মনে হচ্ছে পৃথিবীর সব থেকে খুশি মানুষ।

দুই ছেলের সাফল্যের সাক্ষী থাকতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়ান নইম। ফারহান যখন ইংল্যান্ডের অনূর্ধ্ব-১৯ দলের হয়ে ভারতে খেলতে এসেছিলেন, সেই সময় এ দেশে ছিলেন তিনি। এখন আবার রেহানের জন্য ক্যারিবিয়ান সফরে নইম। তিনি বলেন, তভূপর্যটক হয়ে যাচ্ছি। আগের মাসে ভারতে ছিলাম। ফারহানের খেলা দেখছিলাম অনূর্ধ্ব-১৯ দলে। এখন আমি ক্যারিবিয়ায়। ইংল্যান্ডের হয়ে রেহানের খেলা দেখছি। আমার মধ্যে যে ক্রিকেটার ছিল, সে তৃপ্ত। বাবা হিসাবে আমি সুখী। আর কোচ হিসাবে আমি চাই রেহান এবং ফারহান দ্বিগুণ পরিশ্রম করুক।দ

নইম নিজে ক্রিকেটার ছিলেন। ২০০১ সালে তিনি পাকিস্তান থেকে চলে যান ইংল্যান্ডের নটিংহ্যামে। তখন সবে বিয়ে করেছেন। সেই ট্যাক্সি চালাতেন নইম। তিন ছেলে রহিম, রেহান এবং ফারহানের জীবন সহজ করতে পরিশ্রম করে গিয়েছেন বাবা। নইম বলেন, তআমি অলরাউন্ডার হতে চেয়েছিলাম। পেস বল করতাম। ইংল্যান্ডে যাওয়ার আগে ক্লাব পর্যায় খেলেছি। তবে কখনও ছেলেদের ক্রিকেটার হওয়ার জন্য চাপ দিইনি। রহিম এবং রেহান সমবয়সি। আমাদের বাড়িটা এখন খেলার মাঠ হয়ে গিয়েছে।

নইম মনে করেন রেহান এবং ফারহান ইংল্যান্ডের হয়ে খেলার সুযোগ পেলেও রহিম বেশি ভাল ক্রিকেটার। নইম বলেন, ততিন ছেলের মধ্যে কে বেশি ভাল ক্রিকেটার তা আমার পক্ষে বলা কঠিন। আমি তুলনা করতে চাই না। তবে রহিম বাঁহাতি পেসার। ব্যাটও করতে পারে। কিন্তু ১৬ বছর বয়সে পেশিতে চোট লাগে। সেটার ফলে ওর ক্রিকেট কেরিয়ার থমকে যায়। আমার মনে হয় ও সুস্থ থাকলে গত বছর অনূর্ধ্ব-১৯ ইংল্যান্ড দলে সুযোগ পেয়ে যেত রহিম। এখন আবার ক্রিকেট খেলছে ও। নটিংহ্যামশায়ারের দ্বিতীয় সারির দলে সুযোগ পেয়েছে। আশা করি ভবিষ্যতে ওর নামও শোনা যাবে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**